মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহ্‌রীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৬ষ্ঠ বর্ষঃ	৬ষ্ঠ সংখ্যা
মুহাররম	১৪২৪ হিঃ
ফালগুন -চৈত্র	১৪০৯ বাং
মার্চ	২০০৩ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net

ঢাকাঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় — ৩
- প্রবন্ধঃ
  - মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরিচয় — ৪
    - আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন
  - ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ — ৯
    - মূলঃ মুহাম্মাদ আল-মুনজেরী
    অনুবাদঃ মুযাফ্ফর বিন মুহসিন।
  - কুরআনে আল্লাহ্‌র পরিচয় — ১৫
    - মুখতার বিন আব্দুল গণী
  - পবিত্র হজ্জের খুৎবা ২০০৩ — ১৮
    -অনুবাদঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
  - আশূরায়ে মুহাররম — ২১
    -আত-তাহরীক ডেস্ক
  - *সূরা মাঊনের সামাজিক শিক্ষা* — ২৫
    -ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
- সাময়িক প্রসঙ্গঃ
  - আশরাফুল মাখলূক্বাতের এই কি পরিচয়? — ২৮
    -মুহাম্মাদ শহীদুল মুলক
- চিকিৎসা জগৎঃ — ৩১
  - মৃগী রোগ
    -ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
- কবিতা — ৩২
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ — ৩৩
  - (ক) নিমেষে
  - (খ) একজন শিক্ষকের শেষ জীবন
    -মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
- সোনামণিদের পাতা — ৩৪
- স্বদেশ-বিদেশ৩৬
- মুসলিম জাহান — ৪১
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় — ৪২
- সংগঠন সংবাদ — ৪৩
- প্রশ্নোত্তর — ৪৫

Contents

প্রকাশক ঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী।

ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১

মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

جلد:٦ عدد:٦، محرم ١٤٢٤هـ/مارس ٢٠٠٣م

رب زدني علما

رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب

تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিত ঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)- এর (জন্যে নির্মিত শিরোইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রাজশাহী।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ	ঃ	৪০০০/-
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৩৫০০/-
তৃতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৩০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	ঃ	২০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	ঃ	১২০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	৭০০/-
সাধারণ অর্ধ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	৩৫০/-

● স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/= (ষান্মাষিক ৮০/=)	===
এশিয়া মহাদেশ ঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তান ঃ	৫৪০/=	৪৭০/-
ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশ ঃ	৮৭০/=	৮০০/=

ভি, পি, পি যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফট বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর ঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি - ১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

আত্মনিবেদনের পুরস্কারঃ কুরবানী ও আশূরা

নূহ (আঃ)-এর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ নমরূদ বিন কিন'আন বিন কূশ বিন সাম বিন নূহ ইরাকে দীর্ঘ ৪০০ বছর রাজত্ব করেছিল। অহংকারে স্ফীত হয়ে সে বলেছিল, 'আমি বাঁচাতেও পারি, মারতেও পারি' (বাক্বারাহ ২৫৮)। পরে ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে বিতর্কে পরাজিত হয়ে ক্ষুব্ধ ধর্মনেতা ও সমাজনেতারা সবাই মিলে তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। 'তারা বলেছিল, একে জ্বালিয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও' (আম্বিয়া ৬৯)। ওরা ভেবেছিল, আগুনের কাজ পোড়ানো। সে নিশ্চয়ই ইবরাহীমকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলবে। কিন্তু সেই ঐশী জ্ঞান তাদের ছিল না যে, আগুনের মধ্যে দাহিকা শক্তি যিনি দান করেছেন, সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র হুকুমে উক্ত দাহিকা শক্তি সাময়িকভাবে কিংবা চিরতরে নিঃশেষ হয়েও যেতে পারে। বাস্তবে তাই-ই হ'ল। ইবরাহীমের অগ্নিকুণ্ড নিমেষে কাননকুঞ্জে পরিণত হ'ল। কিন্তু না এ পরীক্ষা তো ছিল সমাজ ও সরকারের নির্যাতনে বাধ্য হয়ে কবুল করা পরীক্ষা। এর চেয়েও কঠিন পরীক্ষা তাকে দিতে হ'ল বার্ধক্যের কিনারায় পৌঁছে। সেটি ছিল নিজ হাতে প্রাণপ্রিয় একমাত্র সন্তান ইসমাঈলকে যবহ করার মাধ্যমে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এক মহাপরীক্ষা। পিতা ও পুত্রের এই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত আত্মসমর্পণের দৃশ্যে আল্লাহ পাক এতই খুশী হয়েছিলেন যে, তিনি এটিকে পরবর্তীদের জন্য নিয়মিত বিধানে পরিণত করে দেন (ছাফফাত ১০৮)।

নমরূদের বহু পরে মিসরের এককালের স্বৈরশাসক ক্বিবত্বী নেতা দ্বিতীয় রেমেসিস ওরফে ফেরাঊনের দলীয় স্বৈরাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মযলূম বনু ইস্রাঈলগণ তাদের নেতা মূসা (আঃ) -এর নেতৃত্বে ছয় লক্ষের মত লোক রাতের অন্ধকারে জন্মভূমি মিসর ছেড়ে নীলনদ (বাহরে কুলযুম) পেরিয়ে মাদায়েন অভিমুখে চলে যেতে বাধ্য হন এবং মূসার অন্যতম মু'জিযা লাঠির আঘাতে বিভক্ত নদীর মধ্যবর্তী ১২টি রাস্তা দিয়ে বারোটি ইস্রাঈলী গোত্রের সমস্ত লোকজন বহাল তবিয়তে নদী পার হয়ে যায়। অপরদিকে পশ্চাদ্ধাবনকারী ফেরাঊন বাহিনীর ১২ লক্ষের মত লোক পিছু পিছু এসে সকলে নদীর মধ্যে নেমে গেলে উভয় দিক থেকে পর্বত প্রমাণ উঁচু পানিরাশি এসে তাদেরকে ডুবিয়ে মারে। ৪০০ বছর ধরে রাজত্বকারী তৎকালীন বিশ্বের একক পরাশক্তি ফেরাঊন বলেছিল, 'তোমাদের জন্য আমি ব্যতীত অন্য কোন 'ইলাহ'কে আমি জানিনা' (ক্বাছাছ ৩৮)। এ কথা বলার ৪০ বছর পরে সে অহংকারে মদমত্ত হয়ে এক সময় বলেই ফেলল, 'আনা রাব্বুকুমুল আ'লা' 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব' (নাযে'আত ২৪)। অতঃপর আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে চরম শাস্তি দিলেন। কিন্তু মূসার লোকেরা বিশ্বাস করতেই চাচ্ছিলনা যে, ফেরাঊন নিহত হয়েছে। তখন তাকে ঢেউয়ের আঘাতে একটি উঁচু স্থানে উঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সকলে দেখতে পায়। অতঃপর তার দেহকে পচা-সড়া হ'তে নিরাপদ ও চিরস্থায়ী করা হয়, যাতে পরবর্তীদের জন্য চিরকাল শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতে পারে (ইউনুস ৯২)। মিসরের পিরামিড-জাদুঘরে যা এখনো বর্তমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ফেরাঊন তার জনগণকে (ক্বিবত্বী ও ইস্রাঈলী) বিভক্ত করে শাসন করত (ক্বাছাছ ৪)। যাকে আধুনিক রাজনীতিতে "Devide and rule" 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' কিংবা বহুদলীয় রাজনীতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

বিশ্বত্রাস ফেরাঊনের যুলুমের হাত থেকে অলৌকিকভাবে রক্ষা পাওয়া মূসার কওম জাতীয় মুক্তির ঐ দিনটিতে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ছিয়াম পালন করে। ঐ দিন ছিল মুহাররমের দশম তারিখ। তাই এ দিনটিকে 'আশূরা' (দশম) বলা হয়। বিগত কয়েক হাযার বছর ধরে আশূরার এই ছিয়াম পালিত হয়ে আসছে। জাহেলী যুগে মক্কার কুরায়েশগণ এই ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন। নবুঅত লাভের পূর্বে মুহাম্মাদ (ছাঃ) বংশীয় রেওয়াজ অনুসারে এই ছিয়াম পালন করতেন' (বুখারী)। হিজরতের পরে মদীনার ইহুদীদের নিকট থেকে যখন তিনি বিষয়টির মূল কারণ জানতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, আমরাই মূসার আদর্শের (অর্থাৎ তাওহীদের) প্রকৃত হকদার। অতএব আগামী বছর থেকে আমি ৯ম তারিখেও ছিয়াম রাখবো' (মুসলিম)। উম্মতকে বললেন, তোমরা ইহুদীদের বিপরীত কর। তোমরা আশূরার আগে অথবা পরে একদিন মিলিয়ে মোট দু'টি ছিয়াম পালন কর' (বায়হাক্বী)। অতঃপর ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হ'লে তিনি বললেন, আশূরার ছিয়াম আল্লাহ তোমাদের উপরে ফরয করেননি। আমি ছিয়াম রেখেছি। এক্ষণে তোমরা আশূরার ছিয়াম রাখতেও পার, ছাড়তেও পার' (বুঃ মুঃ)। অর্থাৎ এটি এখন নফলে পরিণত হ'ল। যদি কেউ আশূরার নফল ছিয়াম পালন কর, তবে তার বিগত একবছরের যাবতীয় (ছগীরা) গোনাহ মাফ হয়ে যাবে (মুসলিম)। নিয়ত হবে নাজাতে মূসার শুকরিয়ার ছিয়াম। অন্য কিছু নয়। যাতে ফেরাঊনী গযব থেকে নিরস্ত্র মূসা ও তাঁর কওমের অলৌকিক মুক্তির ইতিহাস থেকে যালেমরা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং মযলূম জনগণ যুলুমের বিরুদ্ধে প্রেরণা পায়। এখানে আশূরার নামে উগ্রপন্থী শী'আদের ও তাদের অনুসারী বিদ'আতপন্থী সুন্নীদের প্রচলিত বাড়াবাড়ির কোন অবকাশ নেই।

১০ই যুলহিজ্জাহ ও ১০ই মুহাররম তথা 'কুরবানী' ও 'আশূরা' তাই বিশ্ব ইতিহাসের স্মৃতিপটে অংকিত দু'টি চিরস্থায়ী ঘটনার স্বাক্ষর। যা আমাদেরকে আল্লাহ বিরোধী সকল বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে উত্থানের শক্তি যোগায়। আল্লাহ প্রেরিত চূড়ান্ত সত্য অহি-র বিধানের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের প্রেরণা যোগায়। সকল দুনিয়াবী স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে আখেরাতের মহান স্বার্থে যেকোন ধরনের কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নেবার উৎসাহ যোগায়। আজও যদি মুসলিম উম্মাহ সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করে ও তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টার সাথে সাথে আত্মনিবেদনের সর্বোচ্চ কুরবানী পেশ করে তাহ'লে এ যুগের শক্তিমানদের প্রজ্জ্বলিত যুদ্ধের নমরূদী হুতাশন ও তাদের পরিচালিত ফেরাঊনী বিজয়াভিযান যেকোন সময়ে লুপ্ত হয়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। বদর, খন্দক, ইয়ারমুক, ক্বাদেসিয়া, সিন্ধু ও হিত্তীনের বিজয় ইতিহাস আমাদেরকে বারবার সেকথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'কুরবানী' ও 'আশূরা' থেকে ঈমানী বিজয়ের সেই মহান শিক্ষা গ্রহণ করাই হৌক আমাদের একান্ত প্রার্থনা। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স. স.)।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরিচয়

*আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন**

উপক্রমণিকাঃ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ বাণী। কোন মানুষের কাল্পনিক উক্তি এতে অনুপ্রবেশ করেনি। এতে এমন কোন কথা নেই, যা অনুমানভিত্তিক বা অর্থহীন। দুনিয়ার পথহারা মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করে আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। এ ক্রমধারার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল ছিলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সর্বশেষ যে 'অহি' নাযিল হয় তা-ই আল-কুরআন নামে পরিচিত। মানুষের উদ্দেশ্যে প্রেরিত মহান প্রভুর এই বাণীর প্রতিটি শব্দ ও বাক্য সত্য ও সুন্দরের প্রতীক।

কুরআনের আভিধানিক অর্থঃ

পবিত্র কুরআন আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি'। এর নামকরণ স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত। 'কুরআন' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণে আরবী ভাষার বৈয়াকরণগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি প্রধান মতামত নিম্নরূপঃ

(১) ইবনে কাছীর ও ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মতে, আল-কুরআন একটি নামবাচক বিশেষ্য। এটি সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থের নাম এবং এ নাম তার জন্যে নির্দিষ্ট। কোন ধাতু বা শব্দ থেকে এ নামটি নিষ্পন্ন নয়।[১]

(২) ইমাম রাগেব ইস্পাহানীর মতে, 'ক্বারউন' শব্দ মূল থেকে আল-কুরআন শব্দটি নিষ্পন্ন। 'ক্বারউন' অর্থ একত্র করা, সংগ্রহ করা। এ মহাগ্রন্থে সকল আসমানী কিতাবের সারমর্ম ও শিক্ষা এবং হরফ, শব্দ, আয়াত ও সূরা সমূহ একত্রিত করা হয়েছে বলে এর নাম 'আল-কুরআন'।[২]

(৩) অনেক ভাষাবিদ ও মুফাস্সিরের মতে, আল-কুরআন শব্দটি নিজেই 'ক্বারাআ' ক্রিয়ার মাছদার বা ক্রিয়ামূল। কাজেই আল-কুরআন অর্থ পাঠ করা। কিন্তু এখানে শব্দটি 'মাক্বরুউন' বা পঠিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ মহাগ্রন্থ জিব্রীল (আঃ) মহানবী (ছাঃ)-কে পাঠ করে শুনাতেন। তাছাড়া এটি বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। যেমন Encyclopedia of Britanica-তে আল-কুরআনকে বলা হয়েছে "The most widely read book in the world".[৩]

আল-কুরআনের অন্যান্য নামঃ

কুরআনুল কারীমের পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি তুলে ধরার জন্যে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এ মহাগ্রন্থকে 'কুরআন' ছাড়াও আরো ৩৩টি নামে অভিহিত করেছেন। যেমন- আল-ফুরক্বান, আল-কিতাব, আয-যিক্‌র, আল-হুদা, আল-হাকীম, আল-হিকমা, আল-বায়ান, আল-বুরহান, আন-নূর, আল-হক, আল-হাব্‌ল, আল-মুবীন, আশ্‌ শিফা, আত্‌-তানযীল, আর-রাহমাত, আর-রূহ, আল-খায়ের প্রভৃতি।

মাক্কী ও মাদানী সূরাঃ

কুরআনে হাকীমের সূরা ও আয়াতসমূহ প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। যথাঃ মাক্কী ও মাদানী। প্রসিদ্ধ মুফাস্সিরগণের মতে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হিজরতের পূর্বে মাক্কী জীবনে যে সমস্ত আয়াত ও সূরা নাযিল হয়েছে সেগুলি মাক্কী সূরা এবং যে সমস্ত আয়াত ও সূরা হিজরতের পর মাদানী জীবনে নাযিল হয়েছে সেগুলি মাদানী সূরা।

মাক্কী ও মাদানী সূরাগুলির মধ্যে কিছু পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপঃ

মাক্কী সূরাঃ

(১) মাক্কী সূরা ও আয়াতসমূহ আকারে ছোট।

(২) ইসলামের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাস, তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, শিরক, কুফর, জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

(৩) يَاأَيُّهَاالنَّاسُ বা 'হে মানব মণ্ডলী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

(৪) 'কাল্লা' শব্দের আধিক্য দেখা যায়।

(৫) আদম (আঃ), শয়তান ও অতীত নবী-রাসূলদের ইতিহাস অধিক বর্ণিত হয়েছে।

মাদানী সূরাঃ

(১) মাদানী সূরা ও আয়াতসমূহ আকারে দীর্ঘ ও বড়।

(২) 'হে ঈমানদারগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

(৩) আহকামে শরী'আ, হারাম, হালাল, বিবাহ, তালাক, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন প্রভৃতি ব্যবহারিক জীবনের বিশদ বিবরণ রয়েছে।

(৪) উত্তরাধিকার আইন, জিহাদ, রাষ্ট্রীয় আইন-কানূন, আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, ফজিলা রহমান মহিলা কলেজ, স্বরূপকাঠী, কৌরিখাড়া, পিরোজপুর।

১. ডঃ আলী হায়দার ও মোঃ ইব্রাহীম খলীল, উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, (ঢাকাঃ পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিঃ) ২য় পত্র, পৃঃ ১।

২. ঐ, পৃঃ ২।

৩. ঐ, পৃঃ ২।

কুরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিসংখ্যানঃ

কুরআনে মোট সূরার সংখ্যা ১১৪টি। প্রসিদ্ধ মতে এর মধ্যে ৮৪ বা ৮৬ বা ৯২টি সূরা মাক্কী। অবশিষ্ট ২২ বা ২৮ বা ৩০টি সূরা মাদানী। প্রচলিতভাবে আয়াত সংখ্যা বলা হয় ৬৬৬৬ টি। কিন্তু তা সঠিক নয়।

সঠিক আয়াত সংখ্যা ছয় হাযার (এর মধ্যে মোট ২৭৭৫ টি আয়াতের পুনরাবৃত্তি রয়েছে)। ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬০০০ হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। তবে এ সংখ্যা নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। মতভেদকৃত অন্যান্য সংখ্যাগুলি নিম্নরূপঃ

৬২০৪, ৬২১৪, ৬২১৯, ৬২২৫, ৬২২৬, ৬২৩৬।[৪]

মতভেদ সহ কুরআনের শব্দ সংখ্যা ৭৭,২৭৭ বা ৭৭,৪৩৭ বা ৭৭,৯৩৪। অক্ষর সংখ্যা ২২১২৬৫ থেকে ৩৩৮৬০৬। যতি চিহ্নের সংখ্যা ১০৫৬৪৮, যের-এর সংখ্যা ২৯৫৮২, যবর-এর সংখ্যা ৫২২৪৩, পেশের সংখ্যা ৮,৮০৪, তাশদীদ সংখ্যা ১,২৭৪টি, মাদ সংখ্যা ১,৭৭১টি, নুক্তা ১০৫৬৮৪টি। আল্লাহ শব্দটি ২৫৮৪ বার, ছালাত ও যাকাত বিধান আছে ১৫০টি আয়াতে, রুকূ সংখ্যা ৫৪০টি, মঞ্জীল ৭টি।[৫]

সর্ববৃহৎ সূরা আল-বাক্বারাহ এবং এ সূরার ২৮২ নম্বর আয়াত কুরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত। সূরা আল-কাওছার সর্বাপেক্ষা ছোট। সূরা মুয্যাম্মিলের ২০ নম্বর আয়াত হ'ল একমাত্র রুকূ, যা এক আয়াত বিশিষ্ট। সূরায়ে বারাআত বা তওবা হ'ল একমাত্র এমন সূরা যার শুরুতে বিসমিল্লা-হ লিখিত নেই এবং সূরা আন-নামল হ'ল একমাত্র সূরা যার শুরুতে একবার ও মধ্যে একবার মোট দু'বার বিসমিল্লা-হ বর্ণিত আছে।

কুরআনের শতকরা ১১ ভাগ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাত শত আয়াতে বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে। অবশিষ্ট ৮৯ ভাগ আয়াতে আইন-কানূন, বিধি-বিধান, আচার-অনুষ্ঠান এবং শিক্ষামূলক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। বিভিন্ন সূরায় মোট ২৫ জন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ রয়েছে।[৬]

আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্যঃ

বিষয়বস্তুর পরিপাট্যে, বর্ণনা রীতির মাধুর্যে, ভাষা শৈলীর স্বাতন্ত্রে কুরআন এক অনবদ্য ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান আসমানী গ্রন্থ। নিম্নে এর মাহাত্ম্য ও গুণ-বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হ'ল।

৪. *মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা জুন ২০০২ প্রশ্নোত্তর ১১/২৬৬। গৃহীতঃ তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৭ পৃঃ; তাফসীরে কুরতুবী ১/৬৪-৬৫ পৃঃ।*

৫. *মাওলানা আব্দুল মতীন জালালাবাদী, প্রবন্ধঃ কুরআন সম্পর্কিত পরিসংখ্যান, (ঢাকাঃ ডাকযোগে কুরআন প্রচার কেন্দ্রে, নভেম্বর ১৯৮২)।*

৬. *আরবী ক্বায়েদা, পৃঃ ১৯।*

অভ্রান্ত গ্রন্থঃ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এ গ্রন্থ সর্বপ্রকার সংশয়, সন্দেহ মুক্ত, ত্রুটিহীন একমাত্র অভ্রান্ত গ্রন্থ। মানব রচিত গ্রন্থের ভূমিকাতেই ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। পরবর্তী সংস্করণে ভুল-ত্রুটি দূর করার জন্যে সুহৃদয় পাঠকের সহযোগিতা কামনা করে মানবিক দুর্বলতা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু কুরআন তার ব্যতিক্রম। কিতাবের শুরুতেই স্বয়ং কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, 'এটা সেই কিতাব যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই' *(বাক্বারাহ ২)*।

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানঃ

আল-কুরআন মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা (complete code of life)। আল্লাহ বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ। 'এ কিতাবে আমি কোন কিছু লিপিবদ্ধ করা বাদ রাখিনি' *(আন'আম ৩৮)*। কুরআনের মধ্যে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

কোন মানব রচিত গ্রন্থ নয়ঃ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যে হুবহু আল্লাহ্র বাণী তাতে কোন সন্দেহ নেই। তদুপরি কুরআন নাযিলের প্রাক্কালে কিছু স্বার্থান্ধ মানুষ এটা 'মানুষের রচনা' বলে অপপ্রচার চালায়। এতে আল্লাহ তাদের ও তাদের অনাগত বংশধরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, 'আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি, তাতে তোমাদের যদি কোন সন্দেহ থাকে, তাহ'লে তার অনুরূপ কোন সূরা রচনা করে আন' *(বাক্বারাহ ২৩)*। কুরআনের দুশমনরা এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে অবশেষে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে লিখতে ও বলতে বাধ্য হয়েছে- لَيْسَ هَذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ। অর্থাৎ না, এটা কোন মানুষের বাণী নয়।

অবিকৃত গ্রন্থঃ

পবিত্র কুরআনের পূর্বেকার সকল আসমানী গ্রন্থই কোন না কোন ভাবে বিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু কুরআন নাযিলের প্রথম দিন থেকে আজ অবধি অবিকৃত অবস্থায় আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে ইনশাআল্লাহ। কেননা স্বয়ং আল্লাহ এর হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করে বলেছেন, 'আমিই কুরআন নাযিল করেছি আর আমিই তার সংরক্ষণকারী' *(হিজর ৯)*।

সর্বাধিক সঠিক ও সম্মানিত গ্রন্থঃ

দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী পঠিত গ্রন্থ হচ্ছে আল-কুরআন। জগতের অন্য কোন গ্রন্থই এত বেশী মানুষ পাঠ করে না।

প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ নানাভাবে এই গ্রন্থ পাঠ করছে। এটা বিশ্বের সর্বাধিক সম্মানিত গ্রন্থ। কোন গ্রন্থকে মানুষ এত সম্মান দেখায় না; যেমনভাবে দেখায় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসঃ

কুরআন কেবলমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থই নয়; বরং সর্বপ্রকার জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষণা ও আবিষ্কারের মূল উৎস। দুনিয়ার সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান কুরআন হ'তেই উৎসারিত। আল্লাহ বলেন, 'হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা গবেষণা ও শিক্ষা গ্রহণ কর' *(হাশর ২)*।

কুরআন নাযিলের সময়কালঃ

কুরআন একদিনে একত্রে নাযিল হয়নি। দীর্ঘ সময় ধরে তা একটু একটু ও অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে। সর্বসম্মত মত হচ্ছে- আল-কুরআন নাযিল হয়েছে রামাযান মাসে লায়লাতুল ক্বদরে। আল্লাহ বলেন, 'এই সেই রামাযান মাস, যার মধ্যে কুরআন নাযিল হয়েছে' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আমি তো এটা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে' *(দুখান ৩)*। বলা হয়েছে 'আমি এটা অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে' *(ক্বদর ১)*। এই তিনটি আয়াত পরস্পর একই যোগসূত্রে গ্রথিত। কুরআন রামাযান মাসে লায়লাতুল ক্বদরে নাযিল হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে লায়লাতুল ক্বদর রামাযানের কত তারিখ ছিল তা নিয়ে মতভেদ দেখা যায়।

কোন কোন গবেষক বলেন, সে দিন ছিল রামাযান মাসের সতের বা সাতাশ তারিখ। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার জাবালুন্নুরে নির্জন গুহায় আল্লাহ্‌র ইবাদতে গভীরভাবে তন্ময় হয়ে থাকতেন এবং তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৪১ বছর।[৭] মুসনাদ আহমাদের একটি হাদীছ উদ্ধৃত করে ইবনে কাছীর বলেছেন, কুরআন রামাযানের ২৪ তারিখে অবতীর্ণ হয়েছে।[৮]

তাফসীর ইবনে কাছীরে বলা হয়েছে, অর্ধ রামাযানে কুরআনে কারীম দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হয় এবং 'বায়তুল ইয্যায়' রাখা হয়। অতঃপর প্রয়োজন মত ঘটনাবলী ও প্রশ্নাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হ'তে থাকে এবং বিশ বছরে পূর্ণ হয়। অনেকগুলি আয়াত কাফিরদের কথার উত্তরেও অবতীর্ণ হয়।[৯] কুরআন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। নাযিল হওয়ার উপলক্ষ বা কারণ সমূহ শানে নুযূল নামে অভিহিত।

৭. মাওলানা আব্দুর রহীম, ইসলামী শরীয়তের উৎস (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী) পৃঃ ১০৪।
৮. তাফসীরে ইবনে কাছীর অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মাদ মজীবুর রহমান (ঢাকাঃ তাফসীর পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০৬।
৯. ঐ, পৃঃ ৫০৭।

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সর্বপ্রথম সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। এরপর প্রায় তিন বছর কোন 'অহি' নাযিল হয়নি। এরপর রাসূল (ছাঃ)-কে দ্বীনের দা'ওয়াত প্রচারের কাজ শুরু করার ও লোকদের সতর্ক করার নির্দেশ দিয়ে আয়াত ও সূরা সমূহ ক্রমাগত নাযিল হ'তে থাকে এবং তা ১০ম হিজরীর ৯ই যিলহজ্জ পর্যন্ত চলতে থাকে। এ সময়টির মোট মিয়াদকাল ২২ বছর ১ মাস ২২ দিন বলে উল্লেখ আছে।[১০]

কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনঃ

পবিত্র কুরআন জগতের একমাত্র অবিকৃত শাশ্বত ও চিরন্তন ঐশী গ্রন্থ। নাযিলের সূচনা কাল থেকে তা আগাগোড়া এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যে, তা যে ভাষায় এবং যে শব্দে ও বর্ণে নাযিল হয়েছিল আজ পর্যন্ত ঠিক সে রূপই আছে এবং প্রলয়কাল পর্যন্ত ঠিক তদ্রুপই থাকবে। আল-কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ। এ যুগে তাঁর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কুরআন সংরক্ষণের কাজ চলে। এ সময় প্রধানত তিনটি উপায়ে কুরআনের আয়াত সমূহকে সংরক্ষণের প্রয়াস চালানো হয়। যা নিম্নে বর্ণিত হ'লঃ

(ক) হিফ্য বা মুখস্থকরণ পদ্ধতিঃ কুরআন নাযিলের ধারা শুরু হওয়ার পর যখন যেটুকু নাযিল হ'ত রাসূল (ছাঃ) সাথে সাথে তা হিফ্য করে নিতেন এবং ছাহাবীদের নিকট তা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে শোনাতেন ও তাদেরকেও তা মুখস্থ করার নির্দেশ দিতেন। ফলে মেধাবী ছাহাবীগণ তা সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করে ফেলতেন। সে সময় শত শত ছাহাবী এমন ছিলেন, যাঁদের কুরআন আগাগোড়া কণ্ঠস্থ ছিল। সে যুগের হাফেয ছাহাবাদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েক জনের নাম হচ্ছে- আবু বকর, ওমর, ওছমান, আলী, ত্বালহা, সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ, আবু হুরায়রা, আমর ইবনুল আস, মু'আবিয়া ও আয়েশা (রাঃ)। তাঁরা সবাই মুহাজির ছিলেন। অপরদিকে আনছার ছাহাবাদের মধ্যে যাঁরা হাফেয ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হ'লেন- উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে ছাবিত, মু'আয বিন জাবাল, আনাস বিন মালিক (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ।[১১]

(খ) লিখন পদ্ধতিঃ কুরআন নাযিলের সময় রাসূল (ছাঃ) মুখস্থ করার পাশাপাশি তা লিপিবদ্ধ করার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 'অহি' লিপিবদ্ধ করার জন্য তিনি একদল শিক্ষিত ও চৌকষ ছাহাবাকে 'কাতেবে অহি' নিযুক্ত করেন। যাঁরা এ বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন তারা হ'লেন, যায়েদ বিন ছাবিত, আলী, ওছমান, ইবনে মাসঊদ, আনাস ইবনে মালিক, উবাই ইবনে কা'ব, মু'আবিয়া, জুবাইর ইবনুল আউয়াম, আব্দুল্লাহ ইবনুল আরকাম, মু'আয ইবনে জাবাল, মুগীরা বিন শু'বা (রাঃ)

১০. ইসলামী শরীয়াতের উৎস, পৃঃ ১০৪।
১১. ঐ, পৃঃ ১০৬।

প্রমুখ।[১২] কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার দরুন চামড়া, হাড়, গাছের পাতা, ছাল, পাথর, কাপড় প্রভৃতি লিখার উপকরণ নিয়ে তাঁরা সর্বদাই পর্যায়ক্রমে প্রস্তুত থাকতেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ পাওয়া মাত্র 'অহি' লিপিবদ্ধ করে নিতেন। এ সম্পর্কে যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) বলেন, লেখা শেষ হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, 'যা লিখেছ আমাকে পড়ে শোনাও'। আমি লিখিত অংশ পড়ে শোনাতাম। কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা শুদ্ধ করে দিতেন। এরপর সংশ্লিষ্ট অংশটুকু অন্যদের সামনে তিলাওয়াত করতেন। আর এমনিভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় পর্যায়ক্রমে সমগ্র কুরআন মজীদ হিফযকরণ ও লিখন প্রক্রিয়া অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য পন্থায় সুসম্পন্ন হয়।[১৩]

(গ) পঠন-পাঠন ও শিক্ষা দান পদ্ধতিঃ মুখস্থকরণ ও লিখন পদ্ধতি ছাড়াও রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ পারস্পরিক কুরআন শিক্ষা দান, পঠন-পাঠন ও শ্রবণ এবং আমলের মাধ্যমে তার ব্যাপক চর্চা অব্যাহত রাখেন। সর্বোপরি প্রতি রামাযান মাসে জিব্রাইল (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) পরস্পরে কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। আর এভাবেই রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের দ্বারা আল-কুরআন নিরন্তর সংরক্ষিত হ'তে থাকে।

সংকলনঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ আকারে সংকলিত হয়নি। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফত কালে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শে ও যায়েদ বিন ছাবিতের তত্ত্বাবধানে সমগ্র কুরআন সর্বপ্রথম গ্রন্থাবদ্ধ আকারে সংকলন করা হয়। তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ) মূল মাছহাফ থেকে অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি তৈরী করে তা বিভিন্ন অঞ্চলে ও কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। সেই থেকে অদ্যাবধি 'মাছহাফে ওছমানী' বিভিন্ন প্রকারে অনুলিপি হয়ে সারা দুনিয়ায় প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়ে চলছে।[১৪]

আল-কুরআন একটি চিরন্তন ও জীবন্ত মু'জিযাঃ

পবিত্র কুরআন এক চিরন্তন ও জীবন্ত মু'জিযা। যা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুওয়াতের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন নিরক্ষর। তিনি কখনও কোন শিক্ষকের কাছে যাননি। আর যাননি বিদ্যা অর্জন করতে কোন স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে। জীবনে কখনও তিনি অলংকারসমৃদ্ধ কবিতা রচনা করেননি। এমতাবস্থায় জীবনের ৪০তম বছরে শাব্দিক অলংকারসমৃদ্ধ, বিষয়বস্তুর বৈচিত্রে অনন্য এই কুরআনের মত একটি গ্রন্থ রচনা করা তাঁর পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব ছিল না। তদুপরি তিনি দৈনন্দিন কথাবার্তায় যে ভাষা ব্যবহার করতেন তার সাথে কুরআনের ভাষার কোনই মিল ছিল না। তাই নিশ্চিত বলা চলে যে, কুরআন একমাত্র আল্লাহ্‌রই বাণী এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর এক জীবন্ত মু'জিযা।

কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে একে এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যে, এর একটি বাক্য বা শব্দ তো দূরের কথা, একটি বর্ণেও কেউ কোনদিন পরিবর্তন আনতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও এমন কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলি যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা লিখিত ও ভাষান্তরিত হ'তে হ'তে আজ এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, ঠিক কোন ভাষায় তা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সে ভাষার আসল রূপ কি ছিল তা ঐ সমস্ত গ্রন্থের অনুসারীরাও সঠিকভাবে বলতে পারে না। সব কিছু মিলে তা বিকৃত রূপ নিয়েছে। কিন্তু কুরআন বিশ্বের অসংখ্য ভাষায় অনূদিত হ'লেও তা মূল যে ভাষায় নাযিল হয়েছিল, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হুবহু সে ভাষায়ই বিশ্বের সর্বত্র পঠিত হচ্ছে এবং ভাষান্তরের ফলে এর মানে মতলব বা ভাবের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই।

কুরআন কি পরিমাণ অপরিবর্তিত রয়েছে, তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ এই যে, সাম্প্রতিক কালে ঢাকায় মুদ্রিত এক কপি কুরআন আর কয়েক শতাব্দী পূর্বে ইরাকে বা অন্য যেকোন শহরে মুদ্রিত এক কপি কুরআন পাশাপাশি নিয়ে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, এই দুই কপি কুরআনের কোন বাক্যে, শব্দে, বর্ণে এমন কি বিন্দু বিসর্গেও কোন গরমিল নেই। এর কারণ একটাই যে, একে কেউ কোনদিন বিকৃত করতে পারবে না। এটা আল্লাহ্‌র কালাম। আর স্বয়ং তিনিই এর সংরক্ষণকারী।

মানব রচিত কোন পুস্তকের সমস্ত কপি যদি পুড়িয়ে বা পানিতে ফেলে দিয়ে ধ্বংস করা হয়, তাহ'লে হুবহু ঐ ভাষায় পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে না। কিন্তু কুরআন এ নিয়মের ব্যতিক্রম। কুরআনের দুশমনরা আজ যদি বিশ্বের সমস্ত কুরআনের পাণ্ডুলিপি ধ্বংস করে ফেলে, তাহ'লেও তা হুবহু পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে যে ভাবে পূর্বে ছিল। তার কারণ, কুরআনের লক্ষ লক্ষ হাফেয রয়েছেন। এটিই একমাত্র গ্রন্থ যার অর্থ না বুঝেও আগাগোড়া অনায়াসে মুখস্থ করে নেয়া যায় এবং একারণেই বিশ্বে অন্য কোন গ্রন্থের নয়; শুধুমাত্র কুরআনেরই অগণিত হাফেয রয়েছেন। এটিও একটি কুরআনের চিরন্তন ও জীবন্ত মু'জিযা।

কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর অভিমতঃ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। কুরআন যে ঐশী ও অতুলনীয় গ্রন্থ তা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। এখানে কয়েকজন অমুসলিম পণ্ডিতের অভিমত উদ্ধৃত করা হ'ল।-

---

১২. ঐ, পৃঃ ১০৬।

১৩. উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, ২য় পত্র, পৃঃ ২৫।

১৪. মাওলানা আব্দুল মতীন জালালাবাদী, পবিত্র কুরআন সংকলনের ইতিহাস (ডাকযোগে কুরআন প্রচার কেন্দ্র)।

(১) ঐতিহাসিক লেনপোল বলেন, 'শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দুনিয়ার উপর পাপাচারের যেসব আচ্ছাদন পড়েছিল পবিত্র কুরআন সে সব নির্মূল করল। পবিত্র কুরআন দুনিয়াকে উন্নত মানবিক চরিত্র, নাগরিক আইন এবং জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করল। অত্যাচারীদের হৃদয়বান এবং বর্বরকে ধার্মিক বানিয়ে ছাড়ল। এই পবিত্র গ্রন্থ দুনিয়ায় না এলে মানবিক চরিত্র সমূলে ধ্বংস হয়ে যেত, আর দুনিয়ার মানুষ হ'তো নামকা ওয়াস্তে মানুষ'।[১৫]

(২) ঐতিহাসিক বাসওয়ার্থ বলেন, 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি না লিখতে পারতেন আর না পড়তে জানতেন। অথচ তিনি এমন একটি গ্রন্থ উপহার দিলেন, যা একাধারে ছিল ছান্দিক গদ্য গ্রন্থ, আইন গ্রন্থ ও উপাসনা গ্রন্থ। আজ বিশ্বের এক ষষ্ঠাংশ (বর্তমানে এক চতুর্থাংশ) লোক কুরআনের বর্ণনা ভঙ্গি, সত্যতা ও জনপ্রিয়তাকে একটি জীবন্ত মু'জিযা বলেই মনে করে। মুহাম্মাদ (ছাঃ) এই একটি মাত্র মু'জিযারই দাবী করেছিলেন এবং একে একটি জীবন্ত মু'জিযারূপে প্রতিষ্ঠিতও করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি মু'জিযাও বটে'।[১৬]

(৩) ফরাসী ভাষায় কুরআনের অনুবাদক ডঃ মরিস বুকাইলি বলেনঃ 'বিষয়বস্তুর পরিপাট্যে এবং ভাবের গাম্ভীর্যে পবিত্র কুরআন সমস্ত আসমানী কিতাবকে ছাড়িয়ে গেছে। অনাদি অনন্ত প্রভু তাঁর অসীম অনুগ্রহে মানুষের জন্য যে সব গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন পবিত্র কুরআন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের মঙ্গল সাধনার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের সুর গ্রীক দর্শনের সুর হ'তে অনেক উর্ধ্বে। হযরত দাউদ (আঃ)-এর যুগ থেকে যে সমস্ত আসমানী গ্রন্থ নাযিল হয়েছে তার কোনটিই পবিত্র কুরআনের একটি ছোট্ট সূরার সাথেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে উঠতে পারেনি। এর সত্য সনাতন ও অনবদ্য ভাব ব্যঞ্জণা যা দিনের পর দিন মানুষের মনোজগতে উদ্ভাসিত হচ্ছে। এর অনুরূপ তথ্য রহস্য যা কোনদিনই সেকেলে হবার নয়। প্রত্যেক মুসলিম মাত্রেই একে একটি গর্বের বস্তু বলে মনে করে'।[১৭]

(৪) প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও দার্শনিক টলস্টয় বলেন, 'পবিত্র কুরআন মানব জাতির একটি শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক। এর মধ্যে আছে শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জীবিকা অর্জন ও চরিত্র গঠনের নিখুঁত দিগদর্শন। দুনিয়ার সামনে যদি এই একটি মাত্র গ্রন্থ থাকত এবং কোন সংস্কারকই না আসতেন তবু মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য এটাই ছিল যথেষ্ট'।[১৮]

(৫) সাহিত্যিক দার্শনিক কারলাইল বলেন, 'পবিত্র কুরআনকে এমন এক সময়ে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরা হয় যখন পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, তথা দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে ছিল ধর্মহীনতার অবাধ রাজত্ব। মিটে গিয়েছিল মানবতা, সৌজন্যতা এবং সভ্যতা সংস্কৃতির নাম নিশানা। দিকে দিকে ছিল অশান্তি ও অরাজকতার আধিপত্য এবং ব্যক্তি পূজার ঘনঘটা। পবিত্র কুরআন মানুষকে বাতলে দিল শান্তির পথ, তাদের অন্তর ভরে দিল প্রেম ভালবাসায়। ফলে কেটে গেল ফিতনা-ফাসাদের কালো প্রেম, প্রতিহত হ'ল যুলুম-অত্যাচারের অবাধ গতি। পথভ্রষ্টরা পথে এলো আর বর্বররা সভ্য হ'ল। এই গ্রন্থ পাল্টে দিল দুনিয়ার অবয়ব। পবিত্র কুরআন মূর্খকে জ্ঞানী, অত্যাচারীকে হৃদয়বান এবং আল্লাহদ্রোহীকে আল্লাহভীরুতে পরিণত করল। এই গ্রন্থ আজ ৪০ কোটি (বর্তমানে একশত কোটির উর্ধ্বে) মানুষের মনোরাজ্যের অধিপতি এবং তাদের পরম শ্রদ্ধার বস্তু'।[১৯]

(৬) ঐতিহাসিক গীবন বলেন, "Quran is a glorious testmoney of the unity of God".[২০]

১৫-১৮. পবিত্র কুরআনের পরিচয় (ডাকযোগে কুরআন প্রচার কেন্দ্র, ঢাকা) পৃঃ ২-৩।

শেষ কথাঃ

বস্তুতঃ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরিচয় বর্ণনা করা অসাধ্য ব্যাপার। কুরআনের কোন তুলনা নেই। তার তুলনা সে নিজেই। যে যত খোলামন নিয়ে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে কুরআন অধ্যয়ন করবে তার চোখে তত বেশী কুরআনের সৌন্দর্য, মাহাত্ম্য ও সত্যতা ফুটে উঠবে। পরিশেষে বলা যায়, পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র বাণী, সর্বশেষ অহি ও মানুষের হেদায়াতের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল।

১৯. পবিত্র কুরআনের পরিচয় পৃঃ ২-৩।

২০. শাহ আব্দুর রহীম, উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা (ঢাকাঃ সোনালী সোপান) ২য় পত্র, পৃঃ ২২।

নিপুন কারুকাজ ও গ্রাহকদের সন্তুষ্টিই শতরূপার অঙ্গীকার

শতরূপা জুয়েলারী হাউস

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

সর্বাধুনিক অলংকার নির্মাতা ও বিক্রেতা

মালোপাড়া, রাজশাহী

ফোন- ৭৭৫৪৯৫।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ... তি

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পা... , ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়ে... দি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলা... টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাস... র্সমেন্ট করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মা...

সাহেব বাজার, ...

(ইস্টার্ণ ...

ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ...

মোবাইলঃ ০১৭১-৮...

ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ

মূলঃ মুহাম্মাদ আল-মুনজেরী
অনুবাদঃ মুযাফ্‌ফর বিন মুহসিন।

[উম্মতে মুহাম্মাদীর সেরা ব্যক্তিবর্গ হ'লেন ছাহাবায়ে কেরাম। তাঁরাই সম্মান ও সম্ভ্রমের দিক থেকে সর্বশীর্ষে। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'লেন খুলাফায়ে রাশেদীন আবু বকর, ওমর, উছমান ও আলী (রাঃ)। তাঁদেরকে গালি দেওয়া, ভর্ৎসনা করা, তাঁদের সম্পর্কে কটূক্তি করা, সমালোচনা করা, অতিভক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে সীমালংঘন করা সবই শরী'আতে নিষিদ্ধ। কিন্তু মুসলিম নামের কিছু সম্প্রদায় তাঁদের সম্পর্কে সমালোচনা করতে সোচ্চার। এদের অন্যতম হ'ল, বহু সংখ্যক দল ও উপদলে বিভক্ত শী'আ সম্প্রদায়। তারা বিশেষ করে 'মুহাররাম' মাসের ১০ তারিখে হযরত আলী ও তদীয় পুত্র হুসাইন (রাঃ)-কে অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে অন্যান্য ছাহাবীগণকে গালি দেয়, সমালোচনা করে এমনকি মুরতাদ, কাফের ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে থাকে। সেদিন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নামে বকরী বেঁধে রেখে বেত্রাঘাত করে এবং বিভিন্নভাবে অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে প্রতিশোধের নামে আত্মতৃপ্তি মেটায়। এই ধারণায় যে, আয়েশা ও আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) উভয়ের চক্রান্তে আলী (রাঃ) প্রথম খলীফা নির্বাচিত না হয়ে আবুবকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাই তাঁরা ছিলেন কাফের।[১] বিশেষ করে তারা হযরত মু'আবিয়াহ ও তাঁর পুত্র ইয়াযীদকে কাফের, মাল'উন আখ্যায়িত করে এই ভেবে যে, ইয়াযীদের চক্রান্তে হুসাইনকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের মতে,, আবু বকর, ওমর ও উছমান (রাঃ) ছিলেন অবৈধ খলীফা।[২] অন্য এক উপদলের মতে তাঁরা ছিলেন কাফের। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর আবু বকর (রাঃ)-এর হাতে ছাহাবীগণ বায়'আত করে মুরতাদ হয়ে গেছেন।[৩] তাছাড়া তারা আলী (রাঃ)-কে আল্লাহ্‌র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। অবশ্য তাঁর যুগে এটা প্রকাশ পাওয়ায় এই চরমপন্থীদের তিনি জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিলেন। (قد ظهر هؤلاء فى حياة على رضى الله عنه قد حرقهم على بالنار لإطفاء فتنتهم ...)[৪] হুসাইন (রাঃ)-কে নবীদের মর্যাদা দেওয়ার কারণে শী'আরা তাঁর নামের শেষে (রাঃ) না বলে (আঃ) বলে থাকে এবং ১২ ইমামে বিশ্বাসী বলে তাঁর নামের প্রথমে ইমাম ব্যবহার করে থাকে। যা অন্যান্য ছাহাবীদের বেলায় ব্যবহার করা হয় না। দুর্ভাগ্য সুন্নী মুসলমানদের যে, তারা ভ্রান্ত আক্বীদাধারী শী'আদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ১০ মুহাররামে সানন্দে তাদের অনুষ্ঠান পালন করে থাকে, অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ ৯ ও ১০ তারিখে দিনে ছিয়াম পালন ছাড়া[৫] হুসাইন (রাঃ)-এর জন্ম-মৃত্যু, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ইবাদত-ফযীলত ইত্যাদির শরী'আতের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, সবই বিদ'আত।*

অন্যদিকে ভ্রান্ত ফের্কা খারেজীদের ন্যায় কেউ কেউ হযরত মু'আবিয়াহ ও আলী এবং হযরত আয়েশা ও আলী (রাঃ)-এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করে থাকে। অথচ এগুলি হয়েছিল ইহুদীদের চক্রান্তের কারণে। তাছাড়া তারা ছাহাবী ও তাঁদের সম্পর্কে সমালোচনা করার অধিকার রাখে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'ছাহাবীগণ সম্পর্কে তোমরা গালমন্দ করো না। কারণ তাঁদের কোন একজন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে অল্প মুহূর্ত অবস্থান করা, তোমাদের কারো ৪০ বছরের আমলের চেয়েও উত্তম'।[৬] মূলতঃ ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কটূক্তির পরিণতি অবগত করানোই অনুবাদের একমাত্র লক্ষ্য -অনুবাদক]

নবী ও রাসূলগণের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণই সৃষ্টিজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, সর্বোত্তম যুগের অন্তর্গত, মুসলমানদের অনুকরণীয় আদর্শ, মুমিনদের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত, প্রমাদশূন্য অভ্রান্ত দ্বীনের ঝাণ্ডা উড্ডয়ণকারী এবং তার চৌহদ্দি সংরক্ষণে অতন্দ্রপ্রহরী। তাঁরা সঠিক পথের প্রকৃত প্রভাকর-জ্যোতি, বদান্যতা ক্ষরণে সত্যস শত্রুর প্রতিবাদে মৃগেন্দ্র-সিংহ। মুমিনরা নিজেদের নাকে রাতে-দিনে তাদের মর্যাদা বর্ণনায় সীমাব রাখে, সকাল-সন্ধ্যায় সুরেলা কণ্ঠে ধ্বনিত তাঁদের প্রশংসার সঙ্গীত শ্রবণে নিজেদের কর্ণকে রাখে অবারিত এবং স্ব স্ব অন্তরসমূহও সে দিকেই ধাবিত হয় মহব্বতে ও পরিশ্রান্তরূপে।

এই মর্যাদা যে অস্বীকার করে তার জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সে যেন দিনের মধ্যাহ্নভাগে উদ্‌গম সূর্যকিরণকে অস্বীকার করে। অথচ মহা প্রতাপশালী পরাক্রমশীল আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে পবিত্র করেছেন এবং তাঁরই মনোনয়ন প্রাপ্ত রাসূল (ছাঃ) তাঁদের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁদের বিরুদ্ধাচারীর দৃষ্টিশক্তি বিলোপ সাধন করেন, তার চক্ষুর উপর পর্দায় অন্ধকারাচ্ছন্ন করেন।

---

১. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল করীম শহরস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (বৈরুত ছাপা-১৯৯৮ইং), ১/১৮৪ ও ১৮৬ পৃঃ।
* অথচ প্রকৃত ঘটনা তা নয়। দেখুনঃ প্রবন্ধ, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, মাসিক আত-তাহরীক, মে '৯৮।
২. ইবনু হাযম, কিতাবুল ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল (বৈরুত ছাপা-১৯০৩), ২/১১৫ পৃঃ।
৩. কিতাবুল আদইয়ান (বৈরুত ছাপা), পৃঃ ১৮১।
৪. শারহু আক্বীদাতুল ওয়াসেত্বিয়াহ, মুহাম্মাদ খলীল হারাস, মূলঃ ইবনু তাইমিয়াহ (রিয়ায ছাপা-১৯৯৪ইং), পৃঃ ৮৬-৮৭।
৫. ছহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, তাহকীকঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের ৪/২১পৃঃ হা/২১৫৪, সনদ হাসান; ফাৎহুলবারী ৪/৩০৮পৃঃ 'আশূরার ছিয়ামের ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আজমী, বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ, ৪র্থ খণ্ড, হা/১৯৪৩।
৬. ইবনুল বাত্তাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, মাসিক আত-তাহরীক ডিসেম্বর '৯৭ পৃঃ ২৪।

ফলে সে হয়ে যায় সর্বস্ব অন্ধ ধূর্ত-নিকৃষ্ট আত্মাধারী এবং এর দ্বারা তার হৃদয়ের কুটিলতা ও আক্বীদাগত বিভ্রান্তিও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

সুতরাং এ সমস্ত বিভ্রান্তিকর বিষয়াবলী থেকে ছাহাবায়ে কেরামকে রক্ষা করা শরী'আত কর্তৃক অপরিহার্য কর্তব্য, দ্বীনি দায়িত্ব। তাঁদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো, সুপ্রসণ্ন থাকা ও তাদের সম্পর্কে উত্তম আলোচনা করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার মূলনীতি সমূহের একটি। অতএব যে তাদের গালমন্দ করবে, কটু কথা বলবে, ভর্ৎসনা করবে অথবা তাদের দোষ-ত্রুটি উদঘাটন করবে সে বিভ্রমে নিপতিত হবে, পথভ্রান্তদের গহ্বরে অধঃপতিত এবং কপটতা, বর্বরতার অন্ধকারে হবে নিমজ্জিত। এ বিষয়ে তারা কেউ কেউ হবে পরস্পরের চেয়ে উর্ধ্বে। কারণ তাঁদের ও তাঁদের মর্যাদা সম্বন্ধে গালমন্দ করা যে হারাম, তা অনস্বীকার্য দ্বীনি আহকাম হ'তে সম্যকভাবে পরিজ্ঞাত। তাই একজন মূর্খ ব্যক্তিও তাঁদের সম্পর্কে সমালোচনা করাকে কোন অবস্থাতেও মেনে নিবে না। যে ব্যক্তি এ মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করতে প্রলুব্ধ করবে সে পূর্ববর্তী ন্যায়পরায়ণ উম্মত সালাফীদের বিশ্বস্ততার সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং কুফুরী ও তাগূতী শক্তির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্র জন্য ঐ সমস্ত ওলামায়ে কেরামের প্রতি অফুরন্ত রহমত দান করা অপরিহার্য হয়ে যায়, যারা ছাহাবায়ে কেরামের উপর দেওয়া অভিযোগকে নস্যাৎ করেন, কুকুরের নৃশংস দংশন হ'তে রক্ষা করার ন্যায় জনসাধারণকে তাঁদের হ'তে বিমুখ হওয়া থেকে রক্ষা করেন। যে তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তাকে সজোরে নিক্ষেপ করে অস্তিত্বহীন করেন, ভ্রান্ত বলে প্রত্যাখ্যান করেন এবং সঠিক পন্থা বাতলে দেন। অতঃপর আল্লাহ্র কিতাব, রাসূলের সুন্নাত ও ছাহাবীদের কর্মসূচীর উপর অঙ্গীকারাবদ্ধ করে আল্লাহ্র নির্দেশ অর্পণ করেন।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'তে ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ সংক্রান্ত দলীল সমূহঃ

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَاتَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاً لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ-

(১) 'যারা তাদের (ছাহাবীগণের) পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু' *(হাশর ১০)*।

(২) হযরত আয়েশা (রাঃ) একদা তাঁর বোনের ছেলে উরওয়া বিন যুবায়ের (রাঃ)-কে বলেন, 'হে যুবায়ের! যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণকে গালি দিয়েছে তাদেরকে ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে'।[৭]

(৩) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّلَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

'মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যাঁরা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি প্রসণ্ন ও তারাও তাতে সন্তুষ্ট। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহমান, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। ইহা এক মহা সাফল্য' *(তওবা ১০০)*।

(৪) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

لَاتَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْأَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَانَصِيْفَهُ-

'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিও না। আমি সেই সত্ত্বার শপথ করে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবুও তাদের কোন একজনের (আমলের) সমপরিমাণ হবে না। এমনকি তার অর্ধেকও হবে না'।[৮]

(৫) আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেক্বী, আর হত্যা করা কুফুরী'।[৯]

(৬) অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِيْ 'আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত করেন, যে আমার ছাহাবীগণকে গালমন্দ ও ভর্ৎসনা করে'।[১০]

৭. ছহীহ মুসলিম শরহে নববীসহ ১৮/৩৫২ পৃঃ হা/৭৪৫৫।
৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম ১৬/৩০৮পৃঃ হা/৬৪৩৪; আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৬০০৭; বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ ১১ খণ্ড, হা/৫৭৫৪।
৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮১৪ 'আদব' অধ্যায়; বঙ্গানুবাদ মিশকাত শরীফ ৯ খণ্ড, হা/৪৬০৩।
১০. আস-সুন্নাহ পৃঃ ১৩৪।

(৭) হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اَلْأَنْصَارُ لاَيُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَيُبْغِضُهُمْ إِلاَّمُنَافِقٌ وَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ- متفق عليه

'মুমিন ব্যক্তি ছাড়া আনছারদেরকে কেউ ভালবাসে না আর মুনাফিক ছাড়া তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয় না। যে তাদেরকে ভালবাসে আল্লাহ তা'আলাও তাকে ভালবাসেন আর যে তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয় আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন'।[১১] একই রাবী থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আনছারদেরকে যে ভালবাসে আল্লাহ তা'আলাও তাকে ভালবাসেন, আর যে আনছারদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয় আল্লাহও তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন'।[১২]

(৮) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَيُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أخرجه مسلم-

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসী সে কখনও আনছারদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয় না'।[১৩]

(৯) হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, آيَةُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ- متفق عليه، 'ঈমানের নিদর্শন হ'ল আনছারদের প্রতি প্রীতিময় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, আর মুনাফেকীর নিদর্শন হ'ল আনছারদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া'।[১৪]

এ সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের বক্তব্যঃ

(১) হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) একদা এক বেদুইনের কাছে আসলে লক্ষ্য করেন যে, সে এক আনছারী ছাহাবীকে ভর্ৎসনা করছে। তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বলেন,

لَوْلاَ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً مِّنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَدْرِىْ مَا نَالَ مِنْهَا لَكَفَيْتُمُوْهُ وَلَكِنْ لَهُ صُحْبَةٌ مِّنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم-

'নিশ্চয়ই যদি সে (আনছারী ছাহাবী) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সংস্পর্শ পেয়ে থাকে, তাহ'লে আমি অবগত নই সে তাঁর সংস্পর্শে থাকা অবস্থায় কি অর্জন করেছে। তবে সে কতটুকু অর্জন করেছিল তোমাদের জন্য ততটুকুই যথেষ্ট। কেননা তবুও সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সংস্পর্শ পেয়েছিল'।[১৫]

(২) হযরত ইবনে আবী লায়লা (রাঃ) বলেন, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'আত্তারিদ' গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, আবুবকর (রাঃ)-এর চেয়ে ওমর (রাঃ)-ই উত্তম। এবার জারূদ নামক ব্যক্তি বলল, না; বরং ওমর (রাঃ)-এর চেয়ে আবুবকরই উত্তম। রাবী বলেন, ওমর (রাঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে তিনি অসহনীয় বেত্রাঘাত করেন ও পদদলিত করেন। অতঃপর জারূদ নামক ব্যক্তির দিকে অগ্রসর হন এবং বলেন, 'আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি নির্দেশ হ'ল- মনে রেখ, আবুবকর (রাঃ)-ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পর উম্মতের মধ্যে উত্তম এই এই কারণে। অতঃপর বলেন, এছাড়া অন্য কিছু কেউ যদি বলে তাহ'লে তার প্রতি ঐরূপ শাস্তির বিধান জারি করব যা অপবাদ দাতার প্রতি করে থাকি'।[১৬]

(৩) হাকাম ইবনে হাজ্ল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হযরত আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, لاَيُفَضِّلُنِىْ أَحَدٌ عَلَى أَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا إِلاَّجَلَّدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِى-

'আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর উপর আমাকে যেন কেউ মর্যাদা বা প্রাধান্য না দেয়। যদি কেউ এরূপ করে তাহ'লে অপবাদ দাতার ন্যায় শাস্তি প্রদান করব'।[১৭]

(৪) আলক্বামা ইবনে ক্বাইস (রাঃ) একদা মিম্বারের দিকে নির্দেশ করে বলেন, আলী (রাঃ) একদা এই মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করেন এবং যা নছীহত করার তা করেন। অতঃপর সতর্কতা স্বরূপ ঘোষণা করেন, 'আমার কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, একটি সম্প্রদায় আমাকে আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর চেয়ে বেশী মর্যাদা দিয়ে থাকে। মনে রেখ, মর্যাদার দিক দিয়ে যদি আমি অগ্রগামী হ'তে চাই তাহ'লে অবশ্যই পিছিয়ে যাব। কিন্তু আমি অগ্রগামী হ'তে গিয়ে পশ্চাতগামী হওয়াকে অপসন্দ করি। সুতরাং এর অতিরিক্ত যে কিছু

১১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী ৪/৫৯৬পৃঃ হা/৩৭৮৩; মিশকাত হা/৬২১৬; বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ, ১১ খণ্ড, হা/৫৯৫৬।

১২. আলবানী, সিলসিলা ছহীহা ২/৭২২পৃঃ হা/৯৯১; ঐ, ছহীহ ইবনু মাজাহ ১/৭১ পৃঃ হা/১৩৪।

১৩. ছহীহ মুসলিম ২/২৫২পৃঃ হা/২৩৫।

১৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৩৭৮৪; মিশকাত হা/৬২১৫; ঐ, বঙ্গানুবাদ ১১ খণ্ড, হা/৫৭৫৫।

১৫. ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ১/১১পৃঃ; আবু যার আল-হারুবী, আল-আরেম পৃঃ ৫৮৫; ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, হাদীছটির সনদ হাসান।

১৬. ইমাম আহমাদ, আল-ফাযায়েল পৃঃ ১৮৯; আস-সুন্নাহ হা/১৩৬৪; ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ১১/২৮৬পৃঃ ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, সনদ ছহীহ।

১৭. আবদুল্লাহ বিন ইমাম আহমাদ, যাওয়ায়েদ আলাল ফাযায়েল, মূলঃ ইমাম আহমাদ হা/৪৯।

বলবে সেই কুৎসা রটনাকারী। তাই কুৎসা রটনাকারীর শাস্তি তার উপর অর্পিত হবে। কারণ রাসূলের পর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হ'লেন আবুবকর, অতঃপর ওমর (রাঃ)'।[১৮]

(৫) সাঈদ বিন আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন,

قُلْتُ لِأَبِيْ مَا تَقُوْلُ فِيْ رَجُلٍ سَبَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ؟ قَالَ يُقْتَلُ، قُلْتُ سَبَّ عُمَرَ قَالَ يُقْتَلُ-

'একদা আমি আমার পিতাকে বললাম, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি যে আবুবকর (রাঃ)-কে গালি দেয়? তিনি বললেন, তাকে হত্যা করতে হবে। আমি আবার বললাম, ওমর (রাঃ)-কে গালি দিলে? তিনি উত্তরে বললেন, তবুও হত্যার যোগ্য'।[১৯]

(৬) জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ (রাঃ) বলেন, بَرِئَ اللّٰهُ مِمَّنْ تَبَرَّأَ مِنْ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، 'যে আবুবকর ও ওমর (রাঃ) থেকে (গালি দিয়ে) মুক্ত হয়ে যায় আল্লাহ তা'আলাও তার থেকে মুক্ত হয়ে যান'।[২০]

(৭) ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) আবদুল্লাহ ইবনে সাওয়ার আল-আনবারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার আব্বার কাছে এক ব্যক্তি (কোন বিষয়ে) সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হয়। তিনি তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেন। পরক্ষণে ঐ ব্যক্তি এসে বলল, আপনি আমার সাক্ষ্য কেন প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, 'আমার কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ সম্পর্কে সমালোচনা কর অথবা তুমি তাদের প্রতি রুষ্ট। সে বলল, আমি আমর ইবনুল আছ ছাড়া অন্য কারো বিরুদ্ধে সমালোচনা করি না। তিনি বললেন, সে যেই হোক না কেন। সাবধান! তুমি তওবা না করা পর্যন্ত অবর্ণনীয় শাস্তি তোমার প্রতি বৃদ্ধি করতে থাকব'।[২১]

(৮) ত্বালহা ইবনে মু'আররফ (রহঃ) বলেন, বলা হ'ত যে, বণী হাশেমের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া যেমন মুনাফেকী তেমনি আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়াও মুনাফেকী। আর আবুবকর (রাঃ) সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা সুন্নাহ্‌র প্রতি সন্দেহ পোষণ করারই নামান্তর'।[২২]

(৯) ইমাম আওযাঈ (রহঃ) বলেন, مَنْ شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَدِ ارْتَدَّ عَنْ دِيْنِهِ وَأَبَاحَ دَمَهُ، 'যে ব্যক্তি আবুবকর (রাঃ)-কে গালি দিবে সে মুরতাদ হয়ে যাবে এবং তার রক্ত হালাল হয়ে যাবে'।[২৩]

(১০) আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, মুহাম্মাদ বিন আবদুল আযীয আত-তামীমী একদা কূফাতে একটি বাড়ী বিক্রি করে দেন এবং বলেন, 'আমি চাই না যে, কূফা নগরীতে এমন কিছু প্রতিষ্ঠিত হোক যেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণকে ভর্ৎসনা করা হবে'।[২৪]

(১১) বিশ্‌র ইবনে হারিছ (রহঃ) বলেন, مَنْ شَتَمَ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَافِرٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ- 'যে নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণকে গালি দেয় সে কাফের। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় এবং নিজেকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত বলে ধারণা করে'।

(১২) মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার বলেন, আমি একদা আবদুর রহমান বিন মাহদী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম,

أَحْضُرُ جَنَازَةَ مَنْ سَبَّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ كَانَ مِنْ عَصَبَتِيْ مَا وَرَّثْتُهُ- 'যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণকে গালি দেয় সে মারা গেলে তার জানাযায় উপস্থিত হওয়া যাবে? তদুত্তরে তিনি বলেন, (জানাযা পড়াতো দূরের কথা) এরূপ ব্যক্তি যদি আমার পরিবারভুক্ত হয় তাহ'লে আমি তাকে ওয়ারিছ হওয়া থেকে বঞ্চিত করবো'।

(১৩) ইমাম ফিরয়াবী (রহঃ) বর্ণনা করেন, একদা ইমাম আবুবকর (রহঃ)-কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে কটূক্তি করে। তিনি বলেন, সে কাফের। পুনরায় তাকে প্রশ্ন করা হ'ল, তার জানাযা পড়া যাবে কি? উত্তরে বললেন, না। আবারো তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, তার সাথে কেমন করে এরূপ ব্যবহার করা যায়, অথচ সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কালেমা পড়েছে? উত্তরে বলেন, لَاتَمَسُّوْهُ بِأَيْدِيْكُمْ اِدْفَعُوْهُ بِالْخَشَبِ حَتَّى تُوَارُوْهُ فِيْ حُفْرَتِهِ- '(বরং) তোমরা তাকে তোমাদের হাত দ্বারা স্পর্শ করো না; লাঠি দিয়ে গড়িয়ে তাকে গর্তের মধ্যে মাটি চাপা দিয়ে দাফন করো'।[২৫]

(১৪) আবদুল্লাহ ইবনে মুছ'আব (রাঃ) বলেন, একদা আমীরুল মুমিনীন আমাকে বলেন, مَا تَقُوْلُ فِي الَّذِيْنَ

১৮. আবদুল্লাহ বিন ইমাম আহমাদ, আস-সুন্নাহ হা/১৩৯৪; আল-মুহাল্লা ১/২৮৬পৃঃ, আলবানী (রহঃ) বলেন, সনদ হাসান।
১৯. লালকাঈ হা/১৩৭৮।
২০. আল-ফাযায়েল হা/১৪৩; আস-সুন্নাহ হা/১৩০২; লালকাঈ হা/২৩৯৩।
২১. ইমাম বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ১০/২০৯ পৃঃ।
২২. লালকাঈ হা/২৩৮৯।
২৩. আশ-শারহু ওয়াল ইবানা পৃঃ ১৬২।
২৪. তদেব পৃঃ ১৬৪।
২৫. আছ-ছারেমুল মাসলূল পৃঃ ৫৭০।

يَشْتَمُوْنَ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ زَنَادِقَةٌ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ– 'তাদের সম্পর্কে তোমার মতামত কি যারা নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করে? আমি উত্তরে বললাম, 'হে আমীরুল মুমিনীন! নিঃসন্দেহে তারা নাস্তীক'।[২৬]

(১৫) ইসমাঈল বিন ক্বাসিম (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ বিন সুলায়মান আমাকে বললেন, হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে যে গালি দেয় তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? আমি উত্তরে বললাম, তওবা না করলে সে হত্যার যোগ্য। তিনি আবার বললেন, আসলেই সে কি হত্যার যোগ্য? আমি আবারো জোর দিয়ে বললাম, অবশ্যই'।[২৭]

মাসআলার হুকুমঃ

কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফে ছালেহীন ও ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য উদ্ধৃতান্তে আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হ'ল যে, ছাহাবীগণ সম্পর্কে কুৎসা রটনাকারীর অবস্থা পাঁচটি ভাগে সীমাবদ্ধ। আর এই প্রত্যেকটিরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন হুকুম।

প্রথমতঃ যে স্বীয় দৃঢ় বিশ্বাসে গালি দিবে সে মূলতঃ ছাহাবীগণকে অস্বীকার করবে। তাই এটা সর্বসম্মতিক্রমে কুফুরী। এজন্যই তার প্রতি হত্যার নির্দেশ অর্পিত হবে। কারণ সে এমন বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করেছে যা দ্বীন-ইসলাম হ'তে অতীব গুরুত্বের সঙ্গে পরিজ্ঞাত হয়েছে। যেমন ছাহাবায়ে কেরামের উপর সমগ্র উম্মতের ঈমান আনয়ন, পবিত্র কুরআন ও মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীছ হ'তে শাব্দিক ও আর্থিক উভয় দিক থেকে যা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং তাঁদের মর্যাদা ও অবস্থানগত শ্রেষ্ঠত্ব সবই প্রত্যাখ্যান করেছে। এটা কারো নিকটেই অস্পষ্ট নয়; এমনকি মুসলমানদের ছোট্ট শিশুদের কাছেও না। সুতরাং এরূপ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির ন্যায়ই, যে স্বীয় মাতার সঙ্গে ব্যভিচার করাকে ও মদ্য পানকে হালাল মনে করে অথবা যে (অবৈধভাবে) কাউকে হত্যা করা বৈধ মনে করে। আর যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়াবলীকে হালাল মনে করে সে যে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের এতে কোন সন্দেহ নেই।

শায়খুল ইসলাম ইমাম আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন,

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفراً قليلا لايبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لاريب فى كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن فى غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم–

'যে এ বিষয়ে (ছাহাবীদের মর্যাদা) সীমাতিক্রম করতঃ ধারণা করবে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁরা (ছাহাবীগণ) মুরতাদ হয়ে গেছেন বা ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন। তবে কিছু সংখ্যক ছাড়া, যাদের সংখ্যা এক দশমাংশও হবে না। অথবা এই মনে করবে যে, তাঁরা সর্বসাধারণের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। তাহ'লে সে কাফের হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ছাহাবীগণের ব্যাপারে ভূয়সী প্রশংসা, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, সন্তুষ্টি প্রভৃতির যে বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলিকে সে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী।

তিনি আরো বলেন,

من اعتقد منهم ما يوجب إهانتهم (يعنى الصحابة) فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من وجوب إكرامهم وتعظيمهم ومن كذبه فيما ثبت عنه قطعا فقد كفر–

'ছাহাবীগণের ব্যাপারে যদি কেউ এমন আক্বীদা পোষণ করে যাতে তাদেরকে লাঞ্ছনা করাই প্রমাণিত হয়, তাহ'লে সে রাসূল (ছাঃ)-কে ঐ সংক্রান্ত বিষয়ে অবিশ্বাস করবে যা তিনি তাঁর ছাহাবীদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও সম্মান করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন। আর ছাহাবীগণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে যা কিছু অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হয়েছে তাকে যে অবিশ্বাস করবে সে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে'।

আল্লামা সুবকী (রহঃ) বলেন, 'যদি কেউ সকল ছাহাবীকে গালি দেয়, তাহ'লে সে কাফের হওয়াতে সন্দেহে অবকাশ মাত্র নেই'।

আল্লামা ক্বাযী আয়ায (রহঃ) বলেন,

من شتم أحدا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل–

'কেউ যদি নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের কোন একজনকে গালি দেয়, সে আবুবকর হৌক, ওমর হৌক, উছমান, মু'আবিয়াহ হৌক কিংবা আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হৌক। অথবা যদি বলে, তারা কুফুরী ও ভ্রান্ত পথে ছিল তাহ'লে সে অবশ্যই হত্যার যোগ্য'।

ইবনু আবেদীন (রহঃ) বলেন, 'ছাহাবীগণের কুফুরী সম্পর্কে যে বিশ্বাস স্থাপন করবে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের'।

দ্বিতীয়তঃ যে সাধারণ বিশ্বাসে ছাহাবীগণকে গালমন্দ করবে সে অবশ্যই ফাসেক সাব্যস্ত হবে।

২৬. খতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ১০/১৭৫পৃঃ।
২৭. মাকদেসী, আন-নাহী 'আন সাব্বিল আছহাব কিতাব দ্র.।

তৃতীয়তঃ যে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের প্রত্যাশায় স্বীয় দৃঢ় বিশ্বাসে ছাহাবীগণকে গালি দেয় সে মূলতঃ তাঁদের প্রতি রুষ্ট। তাছাড়া ইহা ছাহাবীগণকে ফাসেক সম্বোধন করাই অপরিহার্য করে। সুতরাং ইহা এমন পর্যায়ের কুফুরী যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। যেমন আল্লামা ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন, بغضهم كفر ونفاق وطغيان– 'তাঁদের (ছাহাবীদের) প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া কুফুরী, মুনাফেকী ও সীমালংঘনেরই নামান্তর'।[২৮] এছাড়া ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি স্বীয় অন্তরে ছাহাবীগণের মধ্যে কোন একজনের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে সকাল করবে তার প্রতি নিম্নের আয়াতের হুকুম অর্পিত হবে। আল্লাহ বলেন, لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ 'আল্লাহ এরূপভাবেই কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন' *(ফাতাহ ২৯)*।

চতুর্থতঃ যে স্বীয় বিশ্বাসে ছাহাবীগণকে গালি দিবে সে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার কাঠগড়ায় দণ্ডিত হবে। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন,

وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر ين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد فإن كان للاعتقاد فهو كفر كما سبق–

'যে ব্যক্তি সাধারণভাবে তাদেরকে অভিসাপ করবে ও কটু কথা বলবে তার উপর হুকুম অর্পণের ব্যাপারে ওলামাদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তাহ'ল বিরাগমান অবস্থায় অভিশাপ ও সচেতনতার বিশ্বাসে অভিশাপের মাঝে। যদি সে স্বীয় সচেতনতার বিশ্বাসে অভিশাপ করে থাকে তাহ'লে তা কুফুরী যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে'।

পঞ্চমতঃ যে সাধারণ বিশ্বাসে কটু বাক্য বলবে সেও আল্লাহ্‌র দরবারে স্বল্প হ'লেও সাজাপ্রাপ্ত হবে। ইহা প্রকৃতপক্ষে ক্রোধের উন্মাদনা কিংবা মূর্খতায় মোহাচ্ছন্ন হওয়ারই পরিণাম। অথবা কার্পণ্যের জড়তা বা কাপুরুষতার ফলাফল অথবা জ্ঞানের স্বল্পতা কিংবা আল্লাহ ভীরুতার অভাব।

শায়খুল ইসলাম বলেন, 'এজন্য সে মূলতঃ শিষ্টাচার ও সদুপদেশের প্রার্থী। সুতরাং তার মধ্যে এগুলির শূন্যতার কারণে আমরা তাকে সরাসরি কুফুরীর হুকুম দিতে পারি না। ইহা তাদেরই বক্তব্যের শ্রুতি বহন করে যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম এ কারণে কুফুরীর হুকুম দেননি'।

সুতরাং কেউ যদি ছাহাবায়ে কেরামকে এমনভাবে গালি দেয়, যাতে তাদের দ্বীন ও ন্যায়পরায়ণতার দুর্নাম, অপবাদ ও ভর্ৎসনা করা সাব্যস্ত হয়। তাহ'লে এর দ্বারা তার কুফুরী করাই সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি এমনভাবে সমালোচনা করা হয়, যাতে অপবাদ ভর্ৎসনা বা দুর্নাম করা হয় না, যেমন নিজের পিতা সম্পর্কে সমালোচনা করে অথবা যদি এমনভাবে সমালোচনা করে যাতে তার প্রতি বিরাগভাব প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে তাকে কুফুরী বলা যাবে না।

[সৌজন্যেঃ মাসিক আল-ফুরক্বান [আরবী] কুয়েত, অক্টোবর'৯৪]

২৮. শরহে ত্বাহাভী ২/৬৮৯ পৃঃ।

ইলেকট্রোনিক্স

টিভি, মাইক, রেডিও, পাম্পমটর, চার্জার ফ্যান, এ্যামপ্লিফায়ার ও টেপ রেকর্ডার মেরামত করা হয়।

এখানে উচ্চ স্ব ... ফায়ার সহ মাইক, বক্স, এব ... টি ভাড়া পাওয়া যায়।

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আসলামুদ্দৌলা খাঁন
মালোপাড়া, রাজশাহী। ফোনঃ ৭৭০৪৪৪
মোবাইলঃ ০১৭১-৯৬২০৯২

মেসার্স সাগর ট্রেডার্স

মোজাইক পাথর, টাইলস ও যাবতীয় গৃহ নির্মাণ সামগ্রী বিক্রেতা ও সরবরাহকারী।

মালিকঃ মুহাম্মাদ ঘোরী
রাণীবাজার, রাজশাহী-৬১০০।
ফোনঃ অফিসঃ ৭৭৪৫৩৬,
বাসাঃ ৭৭০০২৩।
মোবাইলঃ ০১৭১-৩০১২৮৭।

কুরআনে আল্লাহ্র পরিচয়

মুখতার বিন আব্দুল গণী

আল্লাহ সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। তিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। তিনি বিচার দিবসের মালিক *(ফাতিহা ১-৩)*। তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই *(ইখলাছ ১-৪)*।

আল্লাহ মানুষের পালনকর্তা। মানুষের অধিপতি। মানুষের মা'বূদ *(নাস ১-৩)*। তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন এবং তিনি সুপরিমিত করেছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেছেন। অতঃপর করেছেন তাকে কালো আবর্জনা। তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় *(আ'লা ২-৭)*। তিনি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন *(ত্বীন ৪)*। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। তিনি পরম দয়ালু। তিনি কলমের সাহায্যে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না *(আলাক্ব ১-৫)*।

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তা দাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়' *(হাশর ২২-২৪)*।

তিনিই আল্লাহ তা'আলা। তিনি একই উপাস্য, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই; তিনি কৃপানিধান, পরম দয়ালু' *(বাক্বারাহ ১৬৩)*।

তিনি আল্লাহ তা'আলা। তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই; তিনি জীবিত, সব কিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া। সৃষ্টির সামনে বা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলিকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান *(বাক্বারাহ ২৫৫)*।

আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহ্র সামনে রয়েছে সবকিছু। তিনি প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন। তিনিই ক্ষমাশীল, প্রেমময়। মহান আরশের অধিকারী। তিনি যা চান তাই করেন *(বুরূজ ৯, ১৩-১৬)*।

আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। ফেরেস্তাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন প্রকৃত ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম *(ইমরান ১৮-১৯)*।

আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। আল্লাহ্র নিকট আসমান ও যমীনের কোন বিষয়ই গোপন নেই। তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(ইমরান ২,৪-৬)*।

তিনি আল্লাহ সার্বভৌম শক্তির মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত করেন। তাঁরই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। বলে দিন, তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ সে সবই জানতে পারেন। আর আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সে সবও তিনি জানেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(আলে ইমরান ২৬ ও ২৯)*।

পরম করুণাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফায়ছালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়। তিনি হ'লেন যাঁর রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই; তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে' *(ফুরক্বান ১-২)*।

পরম করুণাময় আল্লাহ। শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। সূর্য ও চন্দ্র হিসাব মত চলে এবং তৃণলতা ও বৃক্ষাদি সিজদারত আছে। তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদণ্ড। যাতে তোমরা সীমালংঘন না কর তুলাদণ্ডে। তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্যে। এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণ বিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ। আরও আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে এবং জ্বীনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে' *(আর-রহমান ১-৮, ১০-১২, ১৪-১৫)*।

'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র স্বীয়

আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁর কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ বরকতময় যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক *(আ'রাফ ৫৪)*। বলে দাও, হে মানবমণ্ডলী। তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রাসূল, সমগ্র আসমান ও যমীনে তাঁর রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্র উপর, তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ্র এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথ প্রাপ্ত হ'তে পার *(আ'রাফ ১৫৮)*।

নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, যিনি তৈরী করেছেন আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি কার্য পরিচালনা করেন। কেউ সুপারিশ করতে পারবে না তাঁর অনুমতি ছাড়া, তিনি আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তোমরা কি কিছুই চিন্তা কর না? তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে, আল্লাহর ওয়া'দা সত্য, তিনিই সৃষ্টি করেন প্রথমবার আবার পুনর্বার তৈরী করেন তাদেরকে বদলা দেওয়ার জন্য। যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে ইনছাফের সাথে। আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব এজন্যে যে, তারা কুফরী করছিল। তিনিই সে মহান সত্ত্বা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময়, আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে। অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযীলসমূহ, যাতে করে তোমরা চিনতে পার বছরগুলির সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ এই সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, কিন্তু যথার্থতার সাথে। তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে। নিশ্চয়ই রাত দিনের পরিবর্তনের মাঝে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীনে, সবই হ'ল নিদর্শন সেসব লোকের জন্য যারা ভয় করে' *(ইউনুস ৩-৬)*।

তিনিই আল্লাহ, যিনি ঊর্ধ্ব দেশে স্থাপন করেছেন আকাশ মণ্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেগুলি দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শন সমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু'দু প্রকার সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে' *(রা'দ ২-৩)*।

তিনি আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে সবকিছুর মালিক। কাফেরদের জন্য বিপদ রয়েছে, রয়েছে কঠোর আযাব *(ইবরাহীম ২)*। তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্য ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন। যাতে তার আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহ্র নি'মত বর্ণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ' *(ইবরাহীম ৩২-৩৪)*।

আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছেন এবং তার উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছেন। তিনি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য যাদের অন্নদাতা তোমরা নও। তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে। তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতারণ করেন। তিনি বৃষ্টিগর্ভ, বায়ু পরিচালনা করেন। অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, এরপর তোমাদেরকে তা পান করান। বস্তুতঃ তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার নেই। তিনিই জীবন দান করেন, মৃত্যুদান করেন এবং তিনিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী' *(হিজর ১৯-২৩)*।

তিনিই আল্লাহ, যিনি ভূ-মণ্ডল ও সমুচ্চ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন। নভোমণ্ডলে, ভূ-মণ্ডলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূ-গর্ভে যা আছে, তা তাঁরই। যদি তুমি উচ্চকণ্ঠেও কথা বল, তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন। আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য বা ইলাহ্ নেই। সব সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই' *(ত্বা-হা ৪-৮)*।

শীর্ষ মহিমাময় আল্লাহ, তিনিই সত্যিকার মালিক। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক' *(মুমিনূন ১১৬)*। আপনি সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন। তিনি বান্দার গোনাহ সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার। তিনি নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়' *(ফুরক্বান ৫৮-৫৯)*।

বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত। হে মূসা, আমি আল্লাহ, প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় *(নামল ৮-৯)*। আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পসন্দ করেন। তাদের কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে উর্ধ্বে। তাদের অন্তরে যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, আপনার পালনকর্তা তা জানেন। তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ইহকাল ও পরকালে তাঁরই প্রশংসা। বিধান তাঁর

ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে *(কাছাছ ৬৮-৭০)*। তিনিই আল্লাহ, তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন। অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি দান করেন। অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান' *(রূম ৫৪)*।

তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না? তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন, অতঃপর তা তাঁর কাছে পৌঁছবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাযার বছরের সমান। তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যে জ্ঞানী, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু *(সিজদাহ ৪-৬)*।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক। তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সক্ষম। আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতীত। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। হে মানুষ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অনুসরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই *(ফাত্বির ১-৩)*। নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলি টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলিকে স্থির রাখবেন? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল' *(ফাত্বির ৪১)*।

মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? অতঃপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্যে বাকবিতণ্ডাকারী। সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলি পচে গলে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলিকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন। তখন তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও। যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হাঁ তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও' তখনই তা হয়ে যায়। অতএব, পবিত্র তিনি, যাঁর হাতে সব কিছুর রাজত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে *(ইয়াসীন ৭৭-৮৩)*।

নিশ্চয়ই তোমাদের উপাস্য এক। তিনি আসমান সমূহ, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের *(ছাফ্ফাত ৪-৫)*। তিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল *(যুমার ৫)*।

তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে। অতঃপর তা থেকে তার যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে আট প্রকার চতুষ্পদ জন্তু অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে। তিনি আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' *(যুমার ৬)*। আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আসমান ও যমীনের চাবি তাঁরই নিকট। তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি। ক্বিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে' *(যুমার ৬২-৬৩, ৬৭)*।

তিনিই আল্লাহ তা'আলা। তিনি আরশে সমুন্নত আছেন। তিনি মহান এবং সুমহান। তিনি যা চান তাই করেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক। যার হুকুমে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত তিনিই আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা।

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ
রৌপ্য অলঙ্কার
প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

পবিত্র হজ্জের খুৎবা ২০০৩

মুসলিম জাতি ধর্মীয়, চারিত্রিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শত্রুদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত

*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

সৌদী আরবের গ্র্যাণ্ড মুফতী এবং 'হাইয়াতু কিবারিল ওলামা'-এর প্রধান শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ আলে শায়খ হজ্জের খুৎবায় আল্লাহভীতি (তাক্বওয়া) অর্জন করার এবং ইসলামের সম্মুখে অত্যাসন্ন হিংস্র আক্রমণ ও ধর্মীয় যুদ্ধের ক্ষেত্রে কষ্ট-ক্লেশ ও ভয়-ভীতির সময়েও তাওহীদকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'ধর্মীয়, চারিত্রিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মুসলিম জাতি শত্রুদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। গতকাল (৮ যুলহিজ্জাহ) সূর্যোদয়ের সাথে সাথে হাজীগণ মিনার দিকে যাত্রা করেন এবং ৯ তারিখে তথা হজ্জের দিন উকূফে কুবরায় (বড় অবস্থান) উপস্থিত বা শরীক হওয়ার জন্য আরাফাতের ময়দানের দিকে রওয়ানা হন এমন ঈমানী পরিবেশে, যা বিনয় ও প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ সুবহা-নাহু ওয়া তা'আলার পূর্ণ ইবাদতের অনুপম দৃশ্য। ২০ লক্ষাধিক পুরুষ ও মহিলা হাজীদের দল মিনার পবিত্র ভূমিতে রাত্রি যাপনের পর অশ্রু সিক্ত নয়ণে মিনা থেকে রওয়ানা হয়। তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণে ইয়াওমুত তারবিয়ার সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করেন।

মিনা থেকে আরাফাত পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথ হাজীদের তাকবীর, তাহলীল ও আল্লাহর নিকট দো'আর উচ্চ শব্দে ছিল মুখরিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে তাঁদেরকে ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ্জ পূর্ণরূপে আদায় করার তাওফীক দিয়েছেন এজন্য তাঁরা আল্লাহর প্রতি ছিল বিনীত ও কৃতজ্ঞ। তাঁরা কান্না বিজুড়ত কণ্ঠে, অশ্রু সিক্ত নয়ণে আল্লাহ পাকের নিকটে ক্ষমা, মাগফিরাাত, রহমত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছিলেন এমন এক দিনে, যে দিনের চেয়ে উত্তম কোন হ'তে পারে না। বিদায় হজ্জে রাসূল (ছাঃ) স্বীয় ছাবায়ে কেরাম সমভিব্যাহারে যে ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন হাজীগণও সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি করছিলেন, 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা, লা শারীকা লাকা'। উকূফে আরাফা (আরাফার ময়দানে অবস্থান)ই হজ্জের মূল রুকন। রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী-

الحج عرفة والوقوف بعرفة

(হজ্জ হচ্ছে আরাফায় গমণ ও সেখানে অবস্থান) তার প্রমাণ। অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে শরী'আত নির্ধারিত সীমার মধ্যে যে কোন অংশে অবস্থান করতে হবে যদিও সেটা দিনের একটা মাত্র ঘন্টাও হয়। এমনকি সূর্যাস্তের সময় হলেও। তবে আরাফার পহাড় চূড়ায় আরোহণের প্রয়োজন নেই।

পবিত্র আরাফাতের ময়দানে অবস্থানকালে রাসূলে কারীম (ছাঃ)-এর অনুসরণ স্বরূপ আরাফাতে অবস্থিত মসজিদে নামিরায় যোহর ও আছর ছালাত কছর ও জমা আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের খুৎবা যে স্থানে দাঁড়িয়ে প্রদান করেছিলেন সেখানেই মসজিদে নামিরা অবস্থিত। তিনি সেখানে যোহর ও আছর ছালাত জমা' ও ক্বছর আদায় করেছিলেন। ঐ মসজিদের দৈর্ঘ্য হবে ২৭০০০ মিটার এবং সেখানে ৩ লক্ষ্য মুছল্লী একত্রে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে পারেন। একটি মাত্র আযান ও দুই ইক্বামতের মাধ্যমে সম্পন্ন ঐ ছালাতে মক্কা মুকাররামার গভর্ণর, কেন্দ্রীয় হজ্জ কমিটির প্রধান আবদুল মজীদ বিন আদুল আযীয এবং এবছর হজ্জ পালনকারী বিশ্বের কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান ও বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মুহতারাম গ্র্যাণ্ড মুফতী এবং হাইয়াতু কিবারিল ওলামা ও সৌদী আরবের শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের প্রধান শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ আলে শায়খ আরাফাতের ময়দানে প্রদত্ত খুৎবায় মুসলামানদেরকে কথায় ও কাজে আল্লাহ প্রদত্ত্ব বিধি-বিধান আঁকড়ে ধরার এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণের আহ্বান জানান। মুফতী ছাহেব ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় মুসলিম জাতিকে আল্লাহর রজ্জু, নির্ভেজাল তাওহীদ ও কালিমাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে বলেন। তিনি ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনের জন্য ইসলামী শরী'আকে আঁকড়ে ধরারও আহ্বান জানান। সাথে সাথে ইসলামের উদার, সম্প্রীতি ও শান্তির শিক্ষা প্রচারের জন্য সম্মানিত দাঈদের প্রতি আহ্বান জানান।

মাননীয় মুফতী ছাহেব তাহলীল ও আল্লাহর হামদ্ (প্রসংশাবাণী) পাঠের মাধ্যমে খুৎবা শুরু করেন। আল্লাহ আরাফার ময়দানে সমবেত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন এজন্য তিনি তাঁর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তিনি গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় কথায় ও কাজে তাক্বওয়া অবলম্বন করতে, তাওহীদকে গ্রহণ ও তার আরকান সমূহ প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর বিধানকে শক্তভাবে ধারণ করতে এবং সুন্নাতে নববীর অনুসরণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি মানুষ ও জ্বিন জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। অর্থাৎ

*বর্ষাপাড়া, পোঃ হিরণ, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আল্লাহর জন্যই খালেছ ভাবে ইবাদত করতে হবে। মহান আল্লাহ দ্বীনের সকল হুকুম-আহকাম সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, যাতে মানুষ এ বিষয়ে সুক্ষ্মভাবে চিন্তা করতে পারে। ধর্মীয় বিষয় ও মানুষের বিচারের ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের লক্ষ্যে আল্লাহ বান্দাকে ইচ্ছাশক্তি (এখতিয়ার) দিয়েছেন। তাদের সামনে শরী'আত ও পার্থিব উভয় বিষয়ে সব কিছু প্রস্তুত করেছেন যাতে তারা সৎ মানুষ হ'তে পারে।

তিনি আল্লাহ প্রদত্ত তাওহীদের মূল কালিমা মনে-প্রাণে গ্রহণ করার প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন এবং উহার (তাওহীদের) বিরুদ্ধাচরণ করার অশুভ পরিণতির জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, ইসলামের মূলবাণী হচ্ছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এই সেই কালিমা, যার (প্রচারের) জন্যই রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন, আসমানী কিতাব সমূহ অবতীর্ণ করা হয়েছে। এই কালিমার মর্মবাণী বাস্তবায়নের জন্যই জিহাদ সংঘটিত হয়েছে এবং এই কালিমার (মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার) জন্যই আল্লাহ সকলকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আরো বর্ণনা করেন, এই তাওহীদের কালিমাই ইসলাম ও কুফর এবং সুপথ ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে পার্থক্যকারী।

তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেন যে, মুসলমানরা কেবল আল্লাহকেই ডাকবে। কেননা আল্লাহ বলেন,

ادعوني استجب لكم 'তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব'। এদিকে ইশারা করে তিনি বলেন, কুরবাণী ও মান্নত শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হ'তে হবে। তেমনি বায়তুল্লাহর (চারিদিকে) তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ ছাড়া কোন নবী, অলী, সৎকর্মশীল ব্যক্তির কবর বা মাযারে তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করা যাবেনা এবং কোন যাদুকর ও পাথরের কাছে যাওয়া যাবে না। তিনি মুসলমানদের ছহীহ আকীদা বা সঠিক ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

তিনি পুনরায়ইসলামের দিকে দা'ওয়াত দেওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, এই দায়িত্ব সবার উপরে সমান। এজন্য আমাদের মূল্যবান জিনিস (সময় ও সম্পদ) ব্যয় করতে হবে। ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকে অদ্যাবধি এ কাজের জন্য দাঈ, ওলামায়ে কেরাম, মুজাহিদগণ তাদের মূল্যবান সময়, শ্রম ও শক্তি কুরবানী করেছেন বলে প্রমাণ পেশ করেন। এদিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, আল্লাহ প্রত্যেক যুগে এমন কিছু লোক প্রেরণ করে থাকেন যারা দ্বীনকে রক্ষা করে থাকেন। তিনি আরো তাকীদ দিয়ে বলেন, এই দা'ওয়াত হচ্ছে ইসলামেরই দা'ওয়াত। এ ব্যাপারে চার মাযহাবের মধ্যে মতপার্থক্য নেই বরং এ ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে যে, এই দা'ওয়াত ইসলামের মূলমন্ত্রের দিকে হবে।

ইসলামের উপর অত্যাসন্ন হিংস্র ও নগ্ন হামলা থেকে সতর্ক করে তিনি বলেন, 'শত্রুরা তাদের বিষদাঁত প্রসারিত করেছে, তারা আমাদের দ্বীন বা ধর্মের উপরে হামলা চালাচ্ছে এবং মুসলামানদেরকে তাদের দ্বীন থেকে দূরে সরানোর প্রাণান্তকর চেষ্ট করছে।' মুসলামানদেরকে তাদের দ্বীনকে শক্ত মজবুতভাবে ধারণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, এ পদ্ধতিতেই শত্রুদেরকে পরাভূত করা সম্ভব। সুতরাং ইবাদতে একনিষ্ঠ বা নিষ্ঠাবান হ'তে হবে এবং সকল প্রকার গর্হিত, নাফরমানী বা পাপকার্য যেমন ব্যভিচার, মদ্যপান, যাদুবিদ্যা থেকে দূরে থাকে হবে। আর প্রকৃত ইসলামের দিকে ফিরে আসতে হবে। এটাই মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ও তাদের আক্বীদা রক্ষার একমাত্র পথ। এই মর্মে তিনি আল্লাহ্‌র এই বাণীকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেন,

انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام

رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

'মদ, জুয়া মূর্তিপূজার বেদী ও ভগ্যনির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু ও শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর' (মায়েদা ৯০)।

মাননীয় মুফতী ছাহেব ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে বলেন, মুসলিম জাতি শক্তভাবে তাদের দ্বীনকে ধারণ করলে ইসলামের শত্রুরা ইসলামের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা মুসলিম উম্মাহ তাদের ধর্মের দিকে ফিরে আসলে কোন শক্তি তাদের পরাভূত করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আ বলেন, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا

تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولاتحزنوا

'যারা বলে আমাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহ। অতঃপর একথার উপর অটল অবিচল থাকে তাদের কাছে ফিরিশতা অবতরণ করে বলে, তোমরা ভীত হয়ো না দুশ্চিন্তা কর না' (হা-মীম সাজদা ৩০)।

তিনি মুসলমানদেরকে বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ করার এবং নিজেদের দোষ-ত্রুটির জন্য আত্মসমালোচনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, তারা যেন এমন স্বার্থপর না হন যে মানুষ ভাল ব্যবহার করলে তারাও ভাল ব্যবহার করবেন এবং মানুষ দুর্ব্যবহার করলে তারাও দুর্ব্যবহার করবেন, বরং মানুষ ভাল আচরণ করলে তারাও ভাল আচরণ করবেন এবং মন্দ আরচণ করলে তাদের অনিষ্ট

থেকে দূরে থাকবে। তিনি ঐ সকল লোক থেকে সতর্ক থাকতে বলেছেন, যারা ফিৎনা ছড়াতে পারদর্শী ও এ কাজে তারা আনন্দ লাভ করে। এভাবে তারা তাদের অনিষ্ট ও অপকর্মগুলি প্রচারে ব্যাপৃত থাকে, কখনও দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের ছদ্মাবরণে আবার কখনও মানবাধিকার সংরক্ষণের বুলি আওড়ানোর মাধ্যমে। তারা তাদের কর্মকাণ্ডকে ধর্মীয় কাজ বলে আখ্যায়িত করে তাদের দূরভিসন্ধি ও অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য। ফলে ইসলাম ও মুসলিম জাতি তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়।

সৌদী আরবের গ্র্যাণ্ড মুফতী বলেন, মুসলিম উম্মাহ তাদের ধর্ম, চরিত্র ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শত্রুদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। এমনকি শত্রুরা মুসলমানদের ধর্মকে পরিবর্তন করে দেওয়ার এবং তার স্বচ্ছতায় সন্দেহ সৃষ্টি করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। কেননা মুসলিম মিল্লাত তাদের দ্বীন থেকে দূরে সরে গেলে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। তিনি আল্লাহর এ বাণী দ্বারা দলীল পেশ করেন, كنتم خير انة اخرجت للناس

'তোমরাই উত্তম জাতি মানবাতার কল্যাণ বিধানের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব (আলে ইমরান ১১০)। আল্লাহ আরো বলেন, ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون

'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে। তারাই সফলকাম' (আলে-ইমরান ১০৪)।

তিনি আরো বলেন, মুসলিম জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষানীতিও শত্রুদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। তারা ধারণা করে এই শিক্ষা ব্যবস্থাই সন্ত্রাসবাদ ও বিশৃংখলার জন্ম দিচ্ছে। তিনি বলেন, মুসলমানদের অর্থনীতিও শত্রুদের ষড়যন্ত্রের শিকার। তারা মুসলিম জাতির অর্থনীতিকে পরনির্ভর এবং (তথাকথিত বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির ধুয়া তুলে) তাদের অর্থনীতির মাধ্যমে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। কেননা সম্পদ হচ্ছে জীবন ধারণের মৌলিক উপাদান। আল্লাহ বলেন, ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما- 'তোমাদের সম্পদ যা আল্লাহ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন, তা নির্বোধদের হাতে অর্পন কর না' (নিসা ৫)।

তিনি মুসলিম শাসকবর্গ ও নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছ পেশ করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রজাদের দেখা-শুনা বা প্রতিপালনের দায়িত্ব দিয়েছেন তারা যদি প্রজাদের সাথে ধোকাবাজি ও প্রতারণা করে মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন'। তিনি বলেন, জাতির সাথে ধোকাবাজির অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে দ্বীন বা ধর্ম জানা ও বোঝার ব্যবস্থা না করা। তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও দায়িত্বশীলদের ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদেকে (ধ্বংসের হাত থেকে) রক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এটাকে তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম বলে অভিহিত করেন।

মুফতী ছাহেব হাজীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আল্লাহ আপনাদেরকে এ পবিত্র ভূমিতে আসার সুযোগ দিয়েছেন, এটা তাঁর একটা বিশেষ নে'মত, এজন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করুন। মক্কা শান্তি ও নিরাপত্তার শহর। এর শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, اولم يروا انا جعلنا حرما امنا يتخطف الناس 'তারা কি দেখে না আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চতুর্পার্শ্বে যেসকল মানুষ রয়েছে তাদের উপর হামলা করা হয়'? (আনকাবূত ৬৭)। তেমনি তিনি হারামের মধ্যে সর্বপ্রকার অত্যাচার ও বিশৃংখলা সৃষ্টি থেকে সকলকে সতর্ক করেন। এমর্মে তিনি কুরআন কারীমের উদ্ধৃতি পেশ করেন, ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 'যারা মসজিদুল হারামে সীমালংঘন করে অত্যাচার-যুলুম বা পাপকার্যের ইচ্ছা করে, আমি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি আস্বাদন করাব' (হজ্জ ২৫)।

তিনি বলেন, এই পবিত্র নগরী ও মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণের জন্য মহান আল্লাহ একদল সৎ ও নিষ্ঠাবান লোকদেরকে দায়িত্বশীল বানিয়েছেন। তারা হাজীদের আরাম-আয়েশ ও নিরাপত্তার জন্য তাদের বিপুল পরিমাণ সম্পদ ও শক্তি ব্যয় করেছেন। এই নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে তাদের সাথে আমাদের সকলের সহযোগিতা করা উচিত এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে এই দো'আ করি আল্লাহ যেন তাদের এ কাজ করার তাওফীক দেন এবং তাদেরকে সঠিক পথে অটল ও অবিচল রাখেন।

মাননীয় মুফতী শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ মুসলিম উম্মাহর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং অশুভ শক্তি কর্তৃক মুসলিম জাতির সম্পদ ভোগ করার ও তাদের ঐক্যে ফাটল ধরানোর মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতকে ধ্বংস করার হীন চক্রান্ত সম্পর্কে তিনি মুসলমানদেরকে সতর্ক করেন। তিনি শত্রুদের আক্রমণ থেকে মুসলিম জাতির সম্মান, গৌরব ও

(৩) ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ছিয়াম সকল মুসলমানের জন্য নিয়মিত পালিত ছিয়াম হিসাবে গণ্য হ'ত।

(৪) রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে এই ছিয়াম ঐচ্ছিক ছিয়ামে পরিণত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত এই ছিয়াম ঐচ্ছিক হিসাবেই পালন করতেন। এমনকি মৃত্যুর বছরেও পালন করতে চেয়েছিলেন। এই ছিয়ামের ফযীলত হিসাবে বিগত এক বছরের গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। এত বেশী নেকী আরাফার দিনের নফল ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন নফল ছিয়ামে নেই।

(৫) আশূরার ছিয়ামের সাথে হযরত হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালায় ৬১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে হয়।

মোট কথা আশূরায়ে মুহাররমে এক বা দু'দিন স্রেফ নফল ছিয়াম ব্যতীত আর কিছুই করার নেই। শাহাদতে হুসায়েনের নিয়তে ছিয়াম পালন করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ কারবালার ঘটনার ৫০ বছর পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং অহি-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।

আশূরার বিদ'আত সমূহঃ

আশূরায়ে মুহাররম আমাদের দেশে শোকের মাস হিসাবে আগমন করে। শী'আ, সুন্নী সকলে মিলে অগণিত শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়। কোটি কোটি টাকার অপচয় হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে। সরকারী ছুটি ঘোষিত হয় ও সরকারীভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। হোসায়েনের ভূয়া কবর তৈরী করে রাস্তায় তা'যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভূয়া কবরে হোসায়েনের রূহ হাযির হয় ধারণা করে তাকে সালাম করা হয়। তার সামনে মাথা ঝুকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। মিথ্যা শোক প্রদর্শন করে বুক চাপড়ানো হয়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা হয়। রক্তের নামে লাল রং ছিটানো হয়। রাস্তা-ঘাট রং-বেরং সাজে সাজানো হয়। লাঠি-তীর-বল্লম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয়। হোসায়েনের নামে কেক ও পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে বেশী দামে বিক্রি করা হয়। হোসায়েনের নামে 'মোরগ' পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে যুবক-যুবতীরা পুকুরে ঝাপিয়ে পড়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সুসজ্জিত অশ্বারোহীদল মিছিল করে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয়। কালো পোশাক পরিধান বা কালো ব্যাজ ধারণ করা হয় ইত্যাদি। এমনকি অনেকে এই মাসে বিবাহ-শাদী করা অন্যায় মনে করে থাকেন। ঐ দিন অনেকে পানি পান করা এমনকি শিশুর দুধ পান করানোকেও অন্যায় ভাবেন।

ওদিকে উগ্র শী'আরা কোন কোন 'ইমাম বাড়া'তে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নামে বেঁধে রাখা একটি বকরীকে লাঠি পেটা করে ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে বদলা নেয় ও উল্লাসে ফেটে পড়ে। তাদের ধারণা মতে আয়েশা (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমেই আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর অসুখের সময় জামা'আতে ইমামতি করেছিলেন ও পরে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেকারণ আলী (রাঃ) খলীফা হ'তে পারেননি (নাঊযুবিল্লাহ)। হযরত ওমর, হযরত ওছমান, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ), হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) প্রমুখ জলীলুল কদর ছাহাবীকে বিভিন্নভাবে গালি দেওয়া হয় ইত্যাদি।

বিদ'আতের সূচনাঃ

আব্বাসীয় খলীফা মুস্তাকফী বিল্লাহ্‌র সময়ে (৯৪৪-৪৬ খৃঃ) তাঁর কট্টর শী'আ আমীর আহমাদ বিন বুইয়া দায়লামী ওরফে 'মুইযযুদ্দৌলা' ৩৫১ হিজরীর ১৮ই যিলহাজ্জ হযরত ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের তারিখকে 'ঈদের দিন' (عيد غدير خم) হিসাবে ঘোষণা করেন। শী'আদের নিকটে এই দিনটি পরবর্তীতে ঈদুল আযহার চাইতেও গুরুত্ব পায়। অতঃপর ৩৫২ হিজরীর শুরুতে ১০ই মুহাররমকে তিনি 'শোক দিবস' ঘোষণা করেন এবং সকল দোকান-পাট,ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ করে দেন ও মহিলাদেরকে শোকে চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাঁথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন। শহর ও গ্রামের সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে নির্দেশ দেন। শী'আরা খুশী মনে এই নির্দেশ পালন করে। কিন্তু সুন্নীরা চুপ হয়ে যান। পরে সুন্নীদের উপরে এই ফরমান জারি করা হ'লে ৩৫৩ হিজরীতে উভয় দলে ব্যাপক সংঘর্ষ বেধে যায়। ফলে বাগদাদে তীব্র নাগরিক অসন্তোষ ও সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য শী'আ নেতা মুইযযুদ্দৌলার চালু করা এই বিদ'আতী রীতির ফলশ্রুতিতে আজও ইরাক, ইরান, পাকিস্তান ও ভারত সহ বিভিন্ন মুসলিম এলাকায় চলছে শী'আ-সুন্নী পরস্পরে গোলযোগ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

হক ও বাতিলের লড়াই?

কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা যেকোন নিরপেক্ষ মুমিনের হৃদয়কে ব্যথিত করে। কিন্তু তাই বলে এটাকে হক ও বাতিলের লড়াই বলে আখ্যায়িত করা চলে কি? যদি তাই করতে হয়, তবে হোসায়েন (রাঃ)-কে কুফায় যেতে নিষেধকারী এবং ইয়াযীদের হাতে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণকারী বাকী সকল ছাহাবীকে আমরা কি বলব? যাঁরা হোসায়েন (রাঃ) নিহত হওয়ার পরেও কোনরূপ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে তোলেননি। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মৃত্যুর পরে ঐ সময়ে জীবিত প্রায় ৬০ জন ছাহাবীসহ তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের প্রায় সকল কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ পরবর্তী খলীফা হিসাবে ইয়াযীদের হাতে বায়'আত করেন।

কেবলমাত্র মদীনার চারজন ছাহাবী বায়'আত নিতে বাকী

ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের ও হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)। প্রথমোক্ত দু'জন পরে বায়'আত করেন। শেষোক্ত দু'জন গড়িমসি করলে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, اتقيا الله ولا تفرقا بين جماعة المسلمين। 'আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন! মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করবেন না'।

হুসায়েন (রাঃ) ও ইবনু যুবায়ের (রাঃ) দু'জনেই মদীনা থেকে মক্কায় চলে যান। সেখানে কূফা থেকে দলে দলে লোক এসে হুসায়েন (রাঃ)-কে কূফায় যেয়ে তাদের আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করতে অনুরোধ করতে থাকে। কূফার নেতাদের কাছ থেকে ১৫০টি লিখিত অনুরোধ পত্র তাঁর নিকটে পৌঁছে। তিনি স্বীয় চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আক্বীল (রাঃ)-কে কূফায় প্রেরণ করেন। সেখানে ১২ থেকে ১৮ হাযার লোক হুসায়েনের পক্ষে মুসলিম -এর হাতে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করে। মুসলিম বিন আক্বীল (রাঃ) সরল মনে হুসায়েন (রাঃ)-কে কূফায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র পাঠান। সেই পত্র পেয়ে হুসায়েন (রাঃ) হজ্জের একদিন পূর্বে সপরিবারে মক্কা হ'তে কূফা অভিমুখে রওয়ানা হন। হুসায়েন (রাঃ)-এর আগমনের খবর জানতে পেরে কূফার গভর্ণর নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) জনগণকে ডেকে বিশৃংখলা না ঘটাতে উপদেশ দেন। কোনরূপ কঠোরতা প্রয়োগ করা হ'তে তিনি বিরত থাকেন। ফলে কুচক্রীদের পরামর্শে তিনি পদচ্যুত হন ও বছরার গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে একই সাথে কূফার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি প্রথমেই মুসলিম বিন আক্বীলকে গ্রেফতার করে হত্যা করেন। অতঃপর সকল কূফাবাসী হুসায়েন (রাঃ)-এর পক্ষ ত্যাগ করে। ইতিমধ্যে হুসায়েন (রাঃ) কূফার সন্নিকটে পৌঁছে যান। ইবনে যিয়াদ প্রেরিত সেনাপতি তাঁর গতিরোধ করে। সমস্ত ঘটনা বুঝতে পেরে হযরত হোসায়েন (রাঃ) তখন ইবনে যিয়াদের নিকটে তিনটি সন্ধি প্রস্তাব পাঠান। ১- তাঁকে মদীনায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হৌক। ২- তাঁকে সীমান্তের কোন এক স্থানে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হৌক। ৩- তাঁকে ইয়াযীদের হাতে হাত রেখে বায়'আত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হউক।

দুষ্টমতি ইবনে যিয়াদ উক্ত প্রস্তাব সমূহ নাকচ করে দেন ও প্রথমে ইয়াযীদের পক্ষে তার হাতে বায়'আত করার নির্দেশ পাঠান। হুসায়েন (রাঃ) সঙ্গত কারণেই তা প্রত্যাখ্যান করেন ও সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ফলে তিনি সপরিবারে নির্মম ভাবে নিহত হন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন)।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, কারবালার ঘটনাটি ছিল নিতান্তই রাজনৈতিক মতবিরোধের একটি দুঃখজনক পরিণতি। এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য মূলতঃ দায়ী ছিল বিশ্বাসঘাতক কূফাবাসীরা ও গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ নিজে। কেননা ইয়াযীদ কেবল মাত্র হুসায়েনের আনুগত্য চেয়েছিলেন, তাঁর খুন চাননি। হুসায়েন (রাঃ) সে আনুগত্য দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ইয়াযীদ তার পিতার অছিয়ত অনুযায়ী হুসায়েনকে সর্বদা সম্মান করেছেন এবং তখনও করতেন। ইতিপূর্বে হুসায়েন (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) অন্যান্য ছাহাবীদের সাথে ইয়াযীদের সেনাপতিত্বে ৪৯ মতান্তরে ৫১ হিজরীতে রোমকদের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল বিজয়ের অভিযানেও অংশগ্রহণ করেছেন। যখন হুসায়েন (রাঃ) -এর ছিন্ন মস্তক ইয়াযীদের সামনে রাখা হয়, তখন তিনি কেঁদে উঠে বলেছিলেন لعن الله ابن مرجانة يعني عبيد الله بن زياد، أما والله لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين (مختصر منهاج السنة ١/ ٣٥٠)- 'ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের উপরে আল্লাহ পাক লা'নত করুন! আল্লাহ্র কসম যদি হুসায়েনের সাথে ওর রক্তের সম্পর্ক থাকত, তাহ'লে সে কিছুতেই ওঁকে হত্যা করত না'। তিনি আরও বলেন যে, হুসায়েনের কতল ছাড়াও আমি ইরাকীদেরকে আমার আনুগত্যে রাযী করাতে পারতাম'।

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, ইয়াযীদ আরও বলেন যে, 'ইবনে যিয়াদের উপরে আল্লাহ লা'নত করুন! সে হুসায়েনকে কোনঠাসা ও বাধ্য করেছে। তিনি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন অথবা আমার নিকটে আসতে চেয়েছিলেন অথবা কোন এক মুসলিম সীমান্তে গিয়ে আমৃত্যু কাটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে সবকিছু প্রত্যাখ্যান করে ও তাঁকে হত্যা করে। এর ফলে সে আমাকে মুসলমানদের বিদ্বেষের শিকারে পরিণত করেছে। তাদের হৃদয়ে আমার বিরুদ্ধে শত্রুতার বীজ বপন করেছে। ভাল ও মন্দ সকল প্রকারের লোক হুসায়েন হত্যার মহা অপরাধে আমাকে দায়ী করবে ও আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। হায়! আমার কি হবে ও ইবনু মারজানার (ইবনে যিয়াদের) কি হবে! আল্লাহ তাকে মন্দ করুন ও তার উপরে গযব নাযিল করুন'।

হুসায়েন পরিবারের স্ত্রী-কন্যা ও শিশুগণ ইয়াযীদের প্রাসাদে প্রবেশ করলে প্রাসাদে কান্নার রোল পড়ে যায়। ইয়াযীদ তাঁদেরকে বিপুলভাবে সম্মানিত করেন ও মূল্যবান উপঢৌকনাদি দিয়ে সসম্মানে মদীনায় প্রেরণ করেন।

যে তিন দিন হুসায়েন পরিবার ইয়াযীদের প্রাসাদে ছিলেন,

সে তিন দিন সকাল ও সন্ধ্যায় হুসায়েনের দুই ছেলে আলী (ওরফে 'যয়নুল আবেদীন') এবং ওমর বিন হুসায়েনকে সাথে নিয়ে ইয়াযীদ খানাপিনা করতেন ও আদর করতেন'

উপসংহারঃ

শাহাদাতে কারবালার বিষয়ে দু'টি চরমপন্থী দলের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। একদল হুসায়েন (রাঃ) সমর্থক কুফার উগ্র শী'আ ও তাদের অনুসারী ঐতিহাসিক ও লেখকবৃন্দ। যারা হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদতকে ওমর, ওছমান, আলী, তালহা, যোবায়ের প্রমুখ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ছাহাবীদের শাহাদতের চাইতে উচ্চ মর্যাদায় আসী'ন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এই দলের শীর্ষে ছিলেন মোখতার ছাক্বাফী।

২য় দল কূফার নাছেবী ফের্কার কিছু লোক, যারা আলী (রাঃ)-এর প্রতি ও তাঁর বংশের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করত। এরা হোসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদতে খুশী হয়েছিল ও তাঁকে ইসলামের প্রথম বিদ্রোহী ও ঐক্য বিনষ্টকারী হিসাবে অখ্যায়িত করেছিল। এমনকি তারা 'আশূরার দিন খুশী হয়ে ভাল খানাপিনা করলে ও পরিবারের উপরে বেশী বেশী খরচ করলে সারা বছর প্রাচূর্যের মধ্যে থাকা যাবে'-বলে মিথ্যা হাদীছ বানিয়ে প্রচার করেছিল। তারা এই দিনকে ঈদের দিন গণ্য করে চোখে সুর্মা লাগিয়ে উত্তম পোষাক পরিধান করে ভাল খানাপিনা করে ও রাস্তায় আনন্দ স্ফূর্তি করে।

এই দলেরই লোক ছিল ইরাকের পরবর্তী নিষ্ঠুর উমাইয়া গবর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাক্বাফী। মোখতার বিন ওবায়েদ আল-কাযযাব ছাক্বাফী (১-৬৭) এবং হুসায়েন বিদ্বেষী নাছেবীদের নেতা নিষ্ঠুর শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাক্বাফী (৪১-৯৫) দু'জনেই ছিলেন একই গোত্রের লোক। এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয়। যেখানে তিনি বলেছিলেন, أن فى ثقيف كذاباً و مُبيراً رواه مسلم– 'অতিসত্বর ছাক্বাফী গোত্রে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন ধ্বংসকারী ঘাতকের জন্ম হবে'।

উপরোক্ত দুই চরম পন্থী দলের উত্থানের ফলে দু'ধরণের বিদ'আত চালু হয়েছে ১- ঐদিন শোক ও মর্সিয়ার বিদ'আত ২- ঐদিন খুশী ও আনন্দ প্রকাশের বিদ'আত।

এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের মধ্যবর্তী পথ হ'ল এই যে, হুসায়েন (রাঃ) মযলুম অবস্থায় শহীদ হয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব বিভক্ত করার বিষয়ে মুসলিম শরীফে বর্ণিত ছহীহ হাদীছটি তাঁর উপরে প্রযোজ্য নয়। কেননা তিনি প্রকাশ্যে কখনোই ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। বরং মদীনার গর্ভণরের প্রস্তাবের জওয়াবে তিনি বলেছিলেন, 'আমার মত ব্যক্তি গোপনে বায়'আত করতে পারেনা।.. বরং যখন লোকজন সমবেত হবে, তখন আপনি আমাদের ডাকবেন'। এরপর তিনি মক্কায় চলে যান ও সেখানে কূফাবাসীদের নিরন্তর আহবানে তিনি সেখানে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝতে পেরে তিনি ইয়াযীদের নিকটে বায়'আত করা সহ তিনটি প্রস্তাব পাঠান। অতএব পূর্বে তাঁর বিদ্রোহ প্রমাণিত হয়নি এবং শেষে বরং তাঁর আনুগত্য প্রমাণিত হয়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হুসায়েন (রাঃ) -এর মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে। কিন্তু শী'আদের ন্যায় ঐদিনকে শোক দিবস মনে করে না। দুঃখ প্রকাশের ইসলামী রীতি হ'ল ইন্না লিল্লাহ.....পাঠ করা (বাক্বারা ১৫৫-৫৬) ও তাদের জন্য দো'আ করা। শোকের নামে বুক চাপড়ানো ও মাতম করা ইসলামী রীতি নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজ মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে' *(বুখারী, মুসলিম)*।

অন্য হাদীছে এসেছে যে, 'আমি ঐ ব্যক্তি হ'তে দায়িত্ব মুক্ত, যে ব্যক্তি শোকে মাথা মুণ্ডন করে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ও কাপড় ছিঁড়ে' *(বুখারী, মুসলিম)*। বনী ইস্রাঈলরা তাদের অসংখ্য নবীকে হত্যা করেছে। মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে নববীতে ছালাতরত অবস্থায় মর্মান্তিকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে শাহাদত বরণ করেন। ওছমান গণী (রাঃ) ৮৩ বছরের বৃদ্ধ বয়সে নিজ গৃহে কুরআন তেলাওয়াত রত অবস্থায় পরিবারবর্গের সামনে নিষ্ঠুর ভাবে শহীদ হয়েছেন। হযরত আলী (রাঃ) ফজরের জামা'আতে যাওয়ার পথে অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে শাহাদত বরণ করেন। তাঁকে তাঁর বিরোধীরা 'কাফের' বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। যদিও হোসায়েন (রাঃ) -কে তাঁর হত্যাকারীরা কখনো 'কাফের' বলেনি।

হাসান (রাঃ)-কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। আশারায়ে মুবাশশারাহ্‌র অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব হযরত ত্বালহা ও যুবায়ের (রাঃ) মর্মান্তিকভাবে শহীদ হন। তাঁদের কারু মৃত্যু হুসায়েন (রাঃ)-এর মৃত্যুর চাইতে কম শোকাবহ ছিলনা। কিন্তু কারু জন্য দিনক্ষন নির্ধারণ করে মাতম করার ও সরকারী ছুটি ঘোষণা করে শোক দিবস পালন করার কোন নিয়ম ইসলামী শরীয়তে কোন কালে ছিলনা বা আজকের যুগেও নেই। কেউ করলেও তা গ্রহণীয় হবেনা।

অতএব আমাদেরকে কারবালার ঘটনা সম্পর্কে সকল প্রকার আবেগ ও বাড়াবাড়ি হ'তে দূরে থাকতে হবে এবং আশূরা উপলক্ষে ও প্রচলিত শির্ক ও বিদ'আতী আকীদা-বিশ্বাস ও রসম -রেওয়াজ হ'তে বিরত থাকতে হবে। সাথে সাথে নিজেদের ব্যক্তি জীবন ও বৈষয়িক জীবন এবং সর্বোপরি আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নিখুঁত ইসলামী ছাঁচে ঢেলে সাজাবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে।।

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ মে'৯৮ পৃঃ ১০ নিবন্ধঃ আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়]।

সূরা মাঊনের সামাজিক শিক্ষা

-ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষকে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হয়। জন্মগত ভাবেই মানুষ সঙ্গ প্রিয়। তারা নিঃসঙ্গ থাকতে পারে না এবং সঙ্গহীন জীবন পসন্দও করে না। সমাজদ্ধ হয়ে বসবাস করতে গেলে কিছু নিয়ম-নীতি আদব-কায়দা তথা শিষ্টাচার বজায় রাখতে হয়। অন্যথায় সমাজ জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। শান্তিপূর্ণ সমাজ জীবন অশান্তির নরকে পরিণত হয়। এ অবস্থায় এক শ্রেণীর লোক সমাজে বসবাস করে, যারা প্রকাশ্যে খুব সুন্দর ভঙ্গিমায় নিজেকে উপস্থাপন করলেও মূলতঃ সে সমাজে উচ্ছৃংখলদের অন্তর্ভুক্ত। মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন'কে আল্লাহ তা'আলা هدى للمتقين তথা 'তাক্বওয়াশীলদের পথপ্রদর্শক হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন' (বাক্বারাহ ২)। মানুষ যাতে উচ্ছৃংখলদের কবল থেকে বেঁচে থাকতে পারে তাই আল্লাহ তাদের কতিপয় স্বভাবের কথা তুলে ধরেছেন সূরা মাঊনে। সাথে সাথে সে সকল আচরণ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে জাতিকে সুশীল সমাজ উপহার দিতে পারে। ফলশ্রুতিতে সে সমাজ জীবনে নেমে আসে শান্তির ফল্গুধারা এবং সমাজ জীবন হয়ে উঠে স্থিতিশীল।

সাতটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়াত সম্বলিত এ ছোট্ট সূরাটিতে এক ব্যাপক ও বিশাল বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে। ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও চরিত্রে যে বিরাট পার্থক্য ও ব্যবধান এ সূরায় সুস্পষ্টভাবে তা নির্ণীত হয়েছে। ইসলামী জীবনদর্শন, পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়, মানব চরিত্র ও আচরণে যেসকল ধর্মীয় গুণাবলীর সৃষ্টি করে এবং যেসকল মহৎ গুণাবলী মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে সুষমামণ্ডিত করে তোলে তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

অপরদিকে দ্বীন ও আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসীদের চরিত্র ও আচরণ কত জঘণ্য হ'তে পারে, তারা মানুষের প্রতি কত নিষ্ঠুর ও নির্মম হ'তে পারে, আবার কপট বিশ্বাসী ও প্রদর্শনীমূলক মানসিকতা নিয়ে যারা ভণ্ডধার্মিকতা, লোক দেখানো ও লেফাফা দুরস্তির ভান করে, তারা মানুষের প্রতি কতটা নির্দয় হয়, কতটা অসহযোগিতা মূলক আচরণ করে, এ সকল দিকই এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। সর্বশেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে কল্যাণধর্মী সহমর্মিতা, সংবেদনশীলতা ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক শান্তি ও রহমতের সমাজ গড়ে তুলতে চান; তার এক বাস্তব চিত্র এ ছোট্ট সূরাটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।[১]

এ সূরায় এ মহান শিক্ষাও তুলে ধরা হয়েছে যে, দ্বীন ইসলাম কোন সংকীর্ণ, অনুদার ও প্রদর্শনীমূলক লোক দেখানো মতাদর্শ নয়। আর এটি নিছক প্রদর্শনীমূলক অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি সর্বস্ব ধর্মও নয়। ইসলাম নিষ্ঠা ও একাগ্রচিত্ততা বর্জিত কোন জীবন দর্শন নয়। বরং একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়া, পরম নিষ্ঠা, একাগ্রচিত্ততা, আন্তরিকতা ও আত্মসমর্পনের আদর্শ ইসলাম।

এ ধর্মের অনুসারীদেরকে কত সৎ কর্মশীল করে তুলতে পারে, কত দৃষ্টান্তমূলক উত্তম আচরণ ও চরিত্র সৃষ্টি করতে পারে, কত উন্নত ও মানব কল্যাণের মহৎ গুণাবলীতে ভূষিত হ'তে পারে, তার মনোজ্ঞ আলোচনা এখানে পেশ করা হয়েছে। সত্যিকার বলতে গেলে এ সকল গুণাবলীই একটি মার্জিত, সুসভ্য ও প্রগতিশীল সমাজ গঠনের প্রেরণা যোগায়।[২]

যখন কোন ব্যক্তির জীবন তার মুখে দাবীকৃত আন্তরিক বিশ্বাসের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়, তার কথার সাথে তার বাস্তব জীবনের আচরণের অমিল দেখতে পাওয়া যায়, তার বিশ্বাসের ভিত্তিতে তার জীবনের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত না হয়, তার ঈমান বিরোধী আচরণই এ কথার সুস্পষ্ট দলীল যে, তার মুখের দাবী সত্য নয়। তার হৃদয়ে ইসলামী জীবনাদর্শের আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই। সূরা মাঊনের সুস্পষ্ট ভাষ্য দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয়েছে।[৩]

নিম্নে এ সূরার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও সামাজিক শিক্ষা আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ-

প্রথমতঃ ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনঃ মহান রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ '(হে রাসূল!) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (*মাঊন ১*)। এখানে নবী করীম (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে কর্মফলকে প্রত্যাখ্যানকারী দু'শ্রেণীর মানুষের নৈতিক চরিত্রের চিত্রাংকন করা হয়েছে। পরকালে অবিশ্বাসীদের নৈতিক চরিত্রকে তুলে ধরাই এ সূরার মূল বক্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তিরোধানের পর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে এর দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে বুঝতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে কুরআনের বাচনভঙ্গি এরূপই হয়ে

---

১. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, ফী যিলালিল কুরআন (বৈরূতঃ দারুশ শুরূক, দ্বিতীয় সংস্করণ; ১৪০৬ হিঃ ১৯৮৬ ই), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪৮।
২. ঐ।
৩. ঐ, পৃঃ ৩৯৮৫।

থাকে। তুমি কি দেখেছ বলে তুমি কি ঐ ব্যক্তির চরিত্রকে চর্মচোখে ও অন্তরের চোখে দেখেছ বুঝতে হবে।

يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ 'যে কর্মফলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এখানে 'বিদ্বীন' দ্বারা কর্মফলকে বুঝানো হয়েছে। 'দ্বীন' অর্থ কর্মফল নেওয়া হ'লে এ সূরার ভাবার্থ হবে, কর্মফল অস্বীকার করলে মানুষের নিম্নরূপ স্বভাব চরিত্র সৃষ্টি করে দেয়। কর্মফলকে যে অবিশ্বাস করে তার চরিত্র কি ধরনের হয় তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, মানুষ একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারে, তাদের চরিত্র হ'ল পরবর্তী আয়াতগুলি।[৪]

আয়াতের সূচনাতেই যারা উপলব্ধি করতে চায়, যারা প্রত্যক্ষদর্শীর মত এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে চায় তাদেরকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, কারা পরকালে শাস্তি ও পুরষ্কার দিবসকে মিথ্যা মনে করে? কুরআনুল কারীমের এ প্রশ্নের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যে, যারা নিম্নে উল্লেখিত আচরণে অভ্যস্থ, তারাই প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের প্রতি অবিশ্বাসী। তাই প্রথম আয়াতে তুমি কি প্রত্যক্ষ করেছ দ্বীনের প্রতি অবিশ্বাসী কারা? এর উত্তরে স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন, তারাই দ্বীনের প্রতি অবিশ্বাসী, তারাই দ্বীনকে মিথ্যা মনে করে, যারা ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয়, যারা মিসকীনকে আহার প্রদানে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে।[৫]

মুমনি ব্যক্তি বিচার দিবসকে অস্বীকার করে না। সুতরাং কোন মুমিন যদি এসব দুষ্কর্ম করে তবে তা শরী'আত মতে কঠোর গুনাহ ও নিন্দনীয় অপরাধ হ'লেও বর্ণিত শাস্তির বিধান তার জন্যে প্রযোজ্য নয়। এ কারণেই প্রথমে এমন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যে বিচার দিবসকে অস্বীকার করে।

এতেই অবশ্যই ইঙ্গিত আছে যে, বর্ণিত দুষ্কর্ম কোন মুমিন ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। এটা কোন অবিশ্বাসী কাফেরই করতে পারে।[৬]

তৎকালীন সমাজে তথা ইসলামের আগমন কালের মানুষ এবং তার পূর্ববর্তীরা ক্বিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী ছিল না। জাহেলী যুগের কবিদের কাব্যে এর ভুরি-ভুরি প্রমাণ মেলে। এ মর্মে দু'একটি কবিতার অংশ বিশেষ উপস্থাপন করা হ'ল।-

حياة ثم موت ثم نشر × حديث خرافة يا ام عمرو

'জীবন, ফের মরণ, ফের পুনরুত্থান। হে আমরের মা এই সব বাজে কথা'।[৭] এচাড়া আরেক কবির ভাষায়-

يحدثنا الرسول بان سنحيا × وكيف حياة اصداء وهام

'এই রাসূল আমাদেরকে বলেন যে, আমরা পুনরায় জীবিত হব। কিন্তু কেমন করে জং ও মাথায় মরা খুপরীর মধ্যে জীবন আসতে পারে?[৮]

তারা মনে করত জীবন-মৃত্যু এটা নিছক প্রকৃতির নিয়ম। মরণের পর পুনরায় জীবন লাভে তারা বিশ্বাসী ছিলনা। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করতে হ'লে সর্বাগ্রে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ঈতমান আনতে হয়, তন্মধ্যে বিচার দিবস একটি। হাদীছে জিবরাঈলে[৯] এসেছে স্বয়ং জিবরাঈল দ্বীন শিক্ষার নিমিত্তে রাসূল (ছাঃ) -এর দরবারে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ঈমান কি?

أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله و ملئكته و كتبه واليوم الآخر بالقدر خيره و شره -

'জিবরাঈল বললেন, আমাকে বলুন! ঈমান কাকে বলে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাগণের প্রতি, কিতাব সমূহের প্রতি, নবী-রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিবস বা বিচার দিবসের প্রতি এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নাম ঈমান'।[১০] মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন, যে উক্ত বিষয়গুলির প্রতি ঈমান আনবে না সে পথভ্রষ্ট।-

وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَ مَلٰئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَعِيْدًا-

'বস্তুতঃ যে অবিশ্বাস করেছে আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাব সমূহে, তাঁর রাসূল সকলে এবং শেষ দিবস তথা বিচার দিবসে, সে নিশ্চিত রূপে সঠিক পথ হ'তে বহু দূরে ছিটকে পড়েছে' *(নিসা ১৩৬)*।

---

৪. মুহাম্মাদ আব্দুন নূর সালাফী, কুরআন মজীদ আম্মা পারার ব্যাখ্যা সহ বঙ্গানুবাদ (রংপুরঃ সালাফী প্রকাশনী, প্রকাশকালঃ মুহাররম ১৪১৪ হিঃ), পৃঃ ৬২-৬৩। পরবর্তীতে এ উৎসটি 'আঃ নূর কুরআন মজীদ' নামে ব্যবহৃত হবে।

৫. ফী যিলালিল কুরআন, ৬/৩৯৮৫।

৬. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, মূলঃ মাওলানা মুহাম্মাদ শফী, অনুবাদঃ মুহিউদ্দীন খান (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ আগষ্ট ১৯৮৪ ইং), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১০১৯।

৭. ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব, মূলঃ ইমাম মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহ্হাব নজদী (রহঃ), অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, (সঊদী আরবঃ প্রধান কার্যালয় গবেষণা, ইফতা, দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগ, অনুবাদ ও প্রকাশনা দফতর, রিয়াদ ১৯৯১ ইং), পৃঃ ১৪৩।

৮. ঐ।

৯. প্রশ্নকারী স্বয়ং জিবরাঈল ছিলেন বলে হাদীছটিকে 'হাদীছে জিবরাঈল' বলা হয়ে থাকে। দ্রঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী রহঃ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত ১/১১ পৃঃ।

১০. বুখারী, মুসলিম; মিশকাত ঐ পৃঃ ১১।

প্রকৃতপক্ষে দ্বীন ইসলামের সত্যতাকে শুধু মুখে স্বীকার করার নামই ঈমান নয়; বরং ঈমান তাই, যা অন্তরে গভীর প্রত্যয় জন্মায়, যা মানব জীবনে ঈমানের দাবী পূরণের সকল পারিপার্শ্বিক ও আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যাবলী বিকশিত হয়। যে বিশ্বাসের স্বীকৃতির সাথে জীবনের সকল কর্মের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আল্লাহ শুধু মানুষের মৌখিক স্বীকৃতিই চান না; বরং মৌখিক স্বীকৃতির সাথে হৃদয়ের সুদৃঢ় বিশ্বাস উপস্থাপনই আল্লাহ চান। যে মুখের কথার সাথে কর্মময় জীবনের কোন মিল নেই, সে দাবী নিছক বুদবুদ, তা ধোয়ার শূন্যে মিলে যায়। যে দাবী ও কথার সাথে কাজের মিল নেই, সে কথার আদৌ কোন গুরুত্ব আল্লাহ সুবহা-নাহু তা'আলার নিকট নেই।[১১]

পুনরুত্থান সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَ أَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ –

'পুনরুত্থিত করবেন তাদেরকে যারা কবরে আছে' *(হজ্জ ৭)*। 'তারা বলে যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি নতুন ভাবে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব? বলুন! তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা অথবা এমন কোন বস্তু, যা তোমাদর ধারণায় খুবই কঠিতন। তথাপি তারা বলবে, আমাদের পুনর্বার কে সৃষ্টি করবে? বলুন! যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃজন করেছেন। অতঃপর তারা আপনার সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবে, এটা কবে হবে? বলুন! সম্ভবতঃ শীঘ্রই' *(বণী ইসরাঈল ৪৯-৫১)*। এ আয়াতগুলিতে বিধর্মীদের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহ পুনরুত্থান সম্পর্কে আরো বলেন, 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন প্রতিটি মানুষের জন্য, যে আখেরাতের আযাবকে ভয় করে, তা এমন এক দিন, যেদিন সব মানুষই সমবেত হবে, সে দিনটি হাযিরের দিন' (হূদ ১০৩)।

'তারা আল্লাহ্‌র নামে কঠোর শপথ করে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অবশ্যই এর পাকাপোক্ত ওয়াদা হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেনই, যাতে যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল তা প্রকাশ করা যায় এবং যাতে কাফেররা জেনে নেয় যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল' (নাহাল ৩৮-৩৯)। 'আমরা মরে যাব এবং মাটি হয়ে ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? আমাদের পিতৃপুরুষগণও কি? বলুন! হ্যাঁ এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত। বস্তুতঃ সে উত্থান হবে একটি বিকট শব্দ মাত্র যখন তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে এবং বলবে দুর্ভাগ্য আমাদের। এটাই তো প্রতিফল দিবস। বলা হবে এটাই ফায়ছালা দিবস, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে' *(ছাফফাত ১৬-২১)*।

আলোচ্য আয়াতগুলিতে প্রমাণিত হয়, বিচার দিবসকে অস্বীকার করার কোন পথ খোলা নেই। শেষ পর্যন্ত অস্বীকারকারীরাও বিচার দিবদসকে স্বীকার করতে বাধ্য হবে। বিচার দিবস চির সত্য, প্রত্যেক মুসলমানকে এর উপর দৃঢ় ঈমান রাখতে হবে। অন্যথায় সূরার পরবর্তী আয়াতের অনুকূলে তারাও পতিত হবে। উমাইয়া ইবনু আবীস-সালাত (মৃতঃ ৬২৪ খ্রীঃ) বলেন,

الانبى لنا منا فيخبرنا × ما بعد غايتنا من رأس محيانا

'আমরা তেমন নবী চাই, যিনি বলবেন ভেদের কথা; জীবন মরণ শেষে আমরা গিয়ে পৌছব যেথা।[১২] জনৈক কবি বলেন,

إلى ديان يوم الدين نمضى × و عند الله تجتمع الخصوم

'কি্বয়ামতের দিন হিসাব গ্রহণকারীর নিকট চলেছি এবং আল্লাহর নিকটেই বাদী-বিবাদী সকলে একত্রিত হবে'।[১৩]

উপরের আলোচনা সামনে রেখে বলতে হয়, মৃত্যু এবং বিচার দিবসকে অস্বীকার করে কেউই নিষ্কৃত পাবে না। এর কবলে সকলকে পড়তেই হবে। এ থেকে কেউ রেহাই পায়নি এবং পাবেও না। মহাকালের ইতিহাসই এর নীরব সাক্ষী। তাই শেষ দিবস তথা বিচার দিবসে মুক্তি পেতে চাইলে অন্যান্য বিষয়ের সাথে শেষ দিবসের প্রতিও ঈমান আনতে হবে।

[চলবে]

১১. ফী যিলালিল কুরআন, পৃঃ ৬/৩৯৮৫।
১২. আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় প্রকাশঃ জুন, ১৯৯৫ ইং), পৃঃ ৯৯।
১৩. ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব, পৃঃ ৪৫।

হোটেল নাইস ইন্টারন্যাশনাল
(আবাসিক)
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ।
- সুসজ্জিত এ্যাটাচড বাথ।
- PABX টেলিকম।

আন্তরিক আতিথেয়তার পূর্ণ নিশ্চয়তার
নির্ভরযোগ্য আবাসিক হোটেল।

গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী।
ফোনঃ ৭৭৬১৮৮, ৭৭১৮০৮
ফ্যাক্স ৮৮-০৭২১-৭৭৫৬২৫

সাময়িক প্রসঙ্গ

আশরাফুল মাখলূক্বাতের এই কি পরিচয়?

*মুহাম্মাদ শহীদুল মুলক**

আল্লাহ রাব্বুল আলমীন মানুষকে আশরাফুল মাখলূক্বাত করে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের প্রত্যেকেরই শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কেবল ইবাদত-বন্দেগী তথা ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদি পালনের মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ নয়। কথাবার্তায়, আচার-আচরণে, চিন্তা-চেতনায়, কাজে-কর্মে ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে আমাদের সার্বজনীন শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখতে হবে। আমরা যদি নিজেরা ঝগড়া-বিবাদ করি, একজন অপরজনের সাথে খারাপ আচরণ করি, একে অন্যের মনে দুঃখ দেই, একজন অন্যজনকে ঠকাবার চেষ্টা করি এবং ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য হিংসাপরায়ণ হই, তবে আমাদেরকে যে যাই বলুক সৃষ্টিকর্তার কাছে আমরা আশরাফুল মাখলূক্বাত-এর অবমাননাকারী হিসাবেই চিহ্নিত হব।

আমরা গণতান্ত্রিক সমাজের মানুষ হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকি। গণতান্ত্রিকতার সুবাদেই নির্বিঘ্নে নির্ভয়ে প্রাণ খুলে আমরা একজন আর একজনের সমালোচনা করতে পারছি। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা বলগাহীনভাবে যখন যা খুশী তাই করব, যখন যা খুশী তাই বলব। গণতন্ত্রের মধ্যেও কিছু নিয়ম-নীতি আছে, যা আমাদের সকলেরই মেনে চলা উচিত। অন্যথায় গণতন্ত্রের জায়গায় বিশৃংখলাতন্ত্র চেপে বসে। আমাদের বোলচালের মধ্যে শালীনতা থাকবে। আমাদের আচার-আচরণও হ'তে হবে মার্জিত। কেননা আমরা যাদের বিপক্ষে কথা বলব, তারাও আমাদেরই মত আশরাফুল মাখলূক্বাত। তাদেরকে তো অসম্মান করার অধিকার আমাদেরকে কেউ দেয়নি।

গণতন্ত্র আমাদের কি শিক্ষা দেয়? গণতন্ত্র কি আমাদের সংযমী, সহনশীল এবং পরমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষা দেয় না? আমরা কি আমাদের কথাবার্তায় এবং কাজে-কর্মে এই গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটাতে পারি না? যদি না পারি তবে তো আমরা আর গণতন্ত্রী থাকলাম না। আমরা স্বেচ্ছাতন্ত্রী বা একনায়কতন্ত্রী বনে গেলাম। অর্থাৎ আমরা গণতন্ত্রের বিপক্ষে অবস্থান নিলাম। সহজ কথায় সমাজে শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নকারীদের কাতারে শামিল হয়ে গেলাম। আমরা নিজেরা আশরাফুল মাখলূক্বাত হয়ে আর দশজন আশরাফুল মাখলূক্বাত-এর অশান্তির কারণতো হ'তে পারি না। এটা একেবারেই অবিবেচনা প্রসূত।

গণতন্ত্রের অপর নাম সংখ্যাগরিষ্টের শাসন। এই শাসনের প্রধান লক্ষ্যই হবে মানুষের কল্যাণ কামনা। সকলের জন্য অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানো। কিন্তু আমরা কি সাধারণ মানুষের ন্যূনতম চাহিদাগুলি মিটাতে পারছি? সততা ও নিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকলে অবশ্যই পারা যায়। আমরা কর্তাব্যক্তিরা এবং সেকেলে ঘুনেধরা প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ কি জোর গলায় বলতে পারব, আমরা এইসব গুণে গুণান্বিত। আমরা সবাই যে এই দেওলিয়াত্বে ভুগছি, ঠিক তা নয়। আমাদের মাঝেও নিষ্ঠাবান কর্মঠ লোক আছেন, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম। সংখ্যাগরিষ্ঠের দেওলিয়াত্বের কাছে অল্প কিছু নিষ্ঠাবান মানুষের প্রচেষ্টা হালে পানি না পাওয়ার শামিল।

সুশাসনের অভাবে আমরা কর্তাব্যক্তিরা এবং আমাদের চারদিকের চাটুকারেরা ফুলে ফুসে উঠে অঢেল সম্পদের পাহাড় গড়ছি এবং মাটিতে পা না রেখে এয়ারকনডিশনড মার্সিটিজ ও নিশান গাড়ীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সাধারণ মানুষ যে তিমিরে আছে সে তিমিরেই রয়ে গেছে। তাদের ভগ্যের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। আমরা আশরাফুল মাখলূক্বাত হয়েও মানুষে মানুষে কত বৈষম্য সৃষ্টি করছি। একদিকে বস্তীবাসী মানুষ একবেলা একমুঠো ভাত যোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছে, অন্যদিকে আমরা একশ্রেণীর মানুষ গুলশান-বনানীর আলীশান বাড়ীতে বসবাস করে ভুরিভোজ করছি। আমাদের মাঝে এই কি অবিচার! আমাদের মাঝে মানবতা বলতে কি কিছুই নেই? ধনী-গরীবের মাঝে এই বিরাট ব্যবধান সামাজিক অস্থিরতার জন্ম দিচ্ছে। মানুষে মানুষে হানাহানি, খুনখারাবী এবং যাবতীয় অসামাজিক কাজকর্ম সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। সমাজে আমরাই একশ্রেণীর মানুষ মিটিমিটি চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছি, কিন্তু প্রকিার করার সৎ সাহস পাচ্ছি না। প্রশাসনে যাঁরা আছেন, তাঁরা লোক দেখানো চেষ্টা করছেন, কিন্তু এগুলি দমন করতে পারছেন না। সরিষার ক্ষেতে যদি ভূত থাকে তবে দমন হবে কিভাবে? আমাদের সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকলে এগুলি নির্মূল করা এমন কোন কঠিন কাজ নয়। আমরা যদি আমাদের কথায় ও কাজে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে পারি, তবেই আমরা আশানুরূপ ফল পেতে পারি। আসলে আমাদের মাঝে ইসলামী মূল্যবোধের অভাবের দরুনই আমরা নিজেরাই নিজেদের অশান্তি ডেকে আনছি এবং আশরাফুল মাখলূক্বাতের অবমাননা করছি।

আমাদের মাঝে সুস্থ রাজনীতি চর্চা না থাকায় রাজনীতির ছন্দপতনে আমরাই একশ্রেণীর লোক দেশের শান্তি-শৃংখলা বিঘ্ন করতে সচেষ্ট হচ্ছি। আমাদের কাণ্ডকারখানা মাঝেমধ্যে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, নিজেদেরকে তখন আশরাফুল মাখলূক্বাত বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ হয়। মসনদের মালিকানা যখন আমাদের হাতে থাকে আমাদেরই আশির্বাদপূর্ণ কিছু লোক আমাদেরই মাঝে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে মানুষকে যিম্মী করে রেখে অবাধে লুটপাট, খুনখারাবীসহ নানাবিধ অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

** মুলক ভিলা, লক্ষীপুর, রাজশাহী।*

আমরা তাদের নিবৃত করার চেষ্টাতো করি না; বরং আকারে ইঙ্গিতে তাদের উৎসাহ যোগাই। এমনকি ব্যভিচার ও নির্যাতনকারীদের পক্ষে প্রয়োজনে সাফাই গাইতেও দ্বিধা করি না। মসনদের পতনের পর রাতারাতি আবার আমাদের ভুল পাল্টে যায়। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তখন নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়াবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ি। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদী হয়ে উঠি। মানবতার জন্য আমাদের মায়াকান্না শুরু হয়ে যায়। হায়রে বিবেক! হায়রে মানবতা! এই কি আশরাফুল মাখলূক্বাতের আসল পরিচয়?

ইসলামী মূল্যবোধের অভাবের ফলেই আমাদের মাঝে এত নৈতিক অবক্ষয় এবং সামাজিক অস্থিরতা। ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম কল্যাণের ধর্ম। "Islam is a complete code of life" অর্থাৎ 'ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ একটা জীবন বিধান'। আল্লাহ প্রেরিত মহামূল্যবান গ্রন্থ পবিত্র কুরআন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ শরীফে যে সমস্ত জ্ঞানপূর্ণ কথাবার্তা এবং উপদেশাবলী আছে সেগুলি যদি আমরা ব্যক্তিগত জীবনে মেনে চলি, তবে কোনদিনই আমরা একজন অপরজনের অমঙ্গল কামনা করতে পারি না। আর রাষ্ট্রীয় জীবনে মেনে চললে তো কোন কথাই নেই। দেশ একটা স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে। কালামে পাকের আকর্ষণী শক্তি এতই প্রবল যে ক্ষণিকের মধ্যেই আপনাকে বিমোহিত করে ফেলতে পারে। আপনি যদি একনিষ্ঠভাবে অর্থসহ পবিত্র কালাম অধ্যয়ন করেন, তবে বুঝতে পারবেন আপনার ভিতরে যে সমস্ত কু-ধ্যানধারণা বাসা বেঁধে আছে সেগুলিকে ধুঁয়ে মুছে পরিষ্কার করে আপনাকে পূত-পবিত্র করে ফেলছে। আমাদের প্রিয় নবী-রাসূলদের, ছাহাবায়ে কেরাম এবং অলী-আওলিয়াদের জীবনই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। পবিত্র কুরআনের মহামূল্যবান কিছু কথা সকলের বুঝের জন্য প্রাসংগিক ভাবেই উল্লেখ করা হ'ল। এখানে-

(ক) 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ' (বাইয়িনাহ ৭)।

(খ) 'আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা কুফরী করে এবং ঈমান আনে না' (আনফাল ৫৫)।

(গ) 'দুনিয়ার যিন্দেগী যেন তামাশা ব্যতীত আর কিছুই নয়। নিশ্চয়ই পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন, মানুষ যদি উহা উপলব্ধি করতে পারত' (আনকাবূত ৬৪)।

(ঘ) 'মানুষের কল্যাণের জন্য এ বিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়েছে' (লুক্বমান ২০)।

(ঙ) 'দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে মুত্তাক্বী সম্প্রদায়ের জন্য' (ইউনুস ৬)।

(চ) 'যারা আমাকে বিশ্বাস ও ভাল কাজ করবে অবশ্যই তাদের জন্য থাকবে পুরস্কার' (হা-মীম আস-সাজদা ৮)।

পাক কালামের উদ্ধৃত আয়াতগুলির বাংলা তরজমা পর্যালোচনা করলে একথা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আশরাফুল মাখলূক্বাত হিসাবে আমাদের পরিচিতি পেতে হ'লে আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে এবং ভাল কাজ করতে হবে। আমরা যদি তাঁর সাথে কুফরী করি এবং খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ি তবে নিঃসন্দেহে আমরা নিকৃষ্ট জীবের সমপর্যায়ে চলে যাব। আশরাফুল মাখলূক্বাত হয়ে জন্মগ্রহণ করেও আমাদেরই কর্মদোষে তখন নিকৃষ্ট জীবের অপমানের বোঝা বয়ে বেড়ানো ছাড়া আমাদের আর কোন পথ খোলা থাকবে না। বর্তমানে আমরা যে সামাজিক দুর্বৃত্তায়নের কবলে পড়েছি তাই আমাদের সেই পথে ধাবিত হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। আমাদের এই দুনিয়াবী জীবনের স্থায়ীত্ব একেবারে নেই বললেই চলে। যেকোন সময় আমরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারি। মৃত্যুর পর আবার আমাদের বিচার হবে। আর আমরা যদি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ভয় করি এবং সৎকর্ম করি তবে পরকালে আমাদের জন্য অনাবিল শান্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহর বিধান কী অপূর্ব! আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা কল্পনাও করতে পারি না। আমাদের তাড়া দিবে এবং অসৎ পথে চলতে বাধা দেবে।

এখানে স্বাভাবিকভাবেই ছালাতের প্রসঙ্গটা চলে এলো। ছালাত মুসলমানদের উন্নত ও মযবূত চরিত্র গঠনে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদান করে। ছালাত মানুষকে পাপ ও খারাপ কর্মকাণ্ড হ'তে হেফাযত করে। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে কারীমে বলেছেন, إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ। 'নিশ্চয়ই ছালাত মানুষকে মন্দ ও খারাপ কাজ হ'তে দূরে রাখে' (আনকাবূত ৪৫)। এজন্যই আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে ছালাতী হবার জন্য দো'আ শিক্ষা দান করেছেন। তিনি বলেন, اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلاَةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي- অর্থাৎ ' হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাকে সহ আমার সন্তান-সন্ততিদেরকেও ছালাতী বানাও' (ইবরাহীম ৪০)। কি সুন্দর সুসম এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান। আল্লাহ পাক প্রথমে ছালাতের ছিফাতের বর্ণনা দিলেন ও ছালাতের দো'আ শিখালেন। ছালাতের প্রসঙ্গটা এখানে টেনে আনলাম এ কারণেই যে, ছালাত আমাদের মাঝে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি পয়দা করে, যা সমাজকে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি মুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আল্লাহভীরু মানুষ কোন দিনই খারাপ পথে পা

বাড়াতে পারে না। তাছাড়া আমরা যদি যথারীতি দিনে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি তবে আমাদের মাঝে খারাপ চিন্তা-ভাবনার উদ্রেগ হওয়ার কোন অবকাশই থাকে না। ফলে আশরাফুল মাখলূক্বাত হিসাবে রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তা ক্ষুণ্ন হওয়ার কোন আশংকা থাকে না।

আল্লাহ তা'আল এই বিশ্বজগতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবই মানুষের কল্যাণের জন্য এবং তাঁর এই অপূর্ব সৃষ্টির মধ্যে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সামান্য একটা বৃক্ষের কথাই ধরা যাক। এই বৃক্ষ থেকে আমরা কি পাই? বৃক্ষ আমাদের অক্সিজেনের যোগানদার। গাছপালা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। গাছ আমাদের ছায়া দেয়। আমাদের জীবন ধারণের জন্য গাছের মাধ্যমেই আমরা খাদ্যশস্য, ফলমূল ইত্যাদি পাই। গুলশান, বনানীর আলীশান বাড়ী-ঘরের শোভা বর্ধনকারী আসবাবপত্র এই গাছপালা থেকেই আসে। গাছ থেকে আমরা জ্বালানী সংগ্রহ করি। এককথায় গাছপালা ছাড়া আমরা দুনিয়াতে এক মুহূর্তের জন্যও বাঁচার কল্পনা করতে পারি না। সৃষ্ট জগতে কোন কিছুই সুবহানাল্লাহু তা'আলা মানুষের প্রয়োজন ছাড়া সৃষ্টি করেননি। এগুলি সবই আমাদের জন্য আল্লাহর বিশেষ নে'মতের ভাণ্ডার এবং আমাদের আল্লাহর বিশেষ রহমত। আমরা যদি আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের ভাণ্ডারকে দিব্য দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে না দেখি তবে আমরাতো অন্ধকারেই থেকে যাব। আমাদের উভয় দৃষ্টি উন্মোচনের একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এই পাক কালাম যদি আমরা না পড়ি এবং এর মর্মার্থ যদি উপলব্ধি না করি তবে আমরা পাক কালামের মু'জেযার সন্ধান পাব কোথায়? পাক কালামের মু'জেযার সন্ধান পেলেই তো আমরা আশরাফুল মাখলূক্বাতের মর্যাদা লাভে সমর্থ হব।

হাদীছ শরীফেও কিছু মূল্যবান কথা আমাদের সকলের উপলব্ধির জন্য এখানে উল্লেখ করা হ'ল। যেমন,

(ক) খাঁটি মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ হ'তে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে' (বুখারী)।

(খ) 'যুলম ও অত্যাচার ক্বিয়ামতের দিন অথ্যাচারী ব্যক্তিকে নানা রকম কঠিন বিপদের মধ্যে পতিত করবে' (ঐ)।

(গ) 'দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস কর যেন তুমি প্রবাসী কিংবা পথিক' (ঐ)।

হাদীছগুলির ব্যাখ্যা খুবই সহজ এবং সরল, যা বুঝতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। সত্যিকার অর্থে যারা মুসলমান তারা পরস্পরকে ভাই ভাই হিসাবেই মূল্যায়ন করে থাকেন। তারা একে অপরের প্রতি অন্যায় বা অত্যাচার করার কথাই চিন্তা করতে পারে না। বরং এক মুসলমান বিপদে পড়লে তার সাহায্যার্থে অপরজন পাশে এস দাঁড়ান। সুখে-দুখে, হাসি-কান্নায়, বিপদে-আপদে পরস্পরের পাশাপাশি দাঁড়ানোটাইতো খাঁটি মুসলমানের লক্ষণ। কিন্তু বর্তমান সমাজে আমরা কি প্রত্যক্ষ করছি? হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা ও হানাহানিতে আমরা লিপ্ত আছি। এক ভাই আর এক ভাইকে ভিটে মাটি ছাড়তে বাধ্য করছি। একজনের সম্পদ আর একজন কুক্ষিগত করার জন্য তাকে হত্যা করছি। সমাজে সন্ত্রাস, চাঁদাবজি, ছিনতাই, লুটপাট সহ নানা রকম অসামাজিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছি। এক ভাই আর এক ভাই-এর জন্য নিরাপদ তো নয়ই; বরং হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছি। কুরআন ও সুন্নাহর পথাশ্রয়ী যাঁরা তাঁদের গাঁয়ে মৌলবাদের লেবেল মেরে তাঁদেরকে সাম্প্রদায়িক শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে আমরা ইহুদী-নাছারাদের মত আচার-আচরণ করছি। যারা খাঁটি মুসলমান তাঁরা কোনদিনই এরূপ আচরণ করতে পারেন না।

দুনিয়াবী জীবন ক্ষণস্থায়ী বিধায় আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে দুনিয়াতে প্রবাসী কিংবা পথিকের মত বসবাস করার উপদেশ দিয়েছেন। প্রবাসী কিংবা পথিকের মত জীবন যাপন করলে ধন-সম্পদের কোন প্রয়োজন হবে না এবং ধন-সম্পদের প্রতি কোন লোভ-লালসাও থাকবে না। ফলে সম্পদ আহরণের জন্য আমাদেরকে অন্যায়, যুলম নিপীড়ন, ও নির্যাতনের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে না। যুলম ও অত্যাচারের অপবাদে ক্বিয়ামতের দিন আমাদের কঠিন বিপদের মধ্যে পড়ারও কোন ভয় থাকবে না। সম্পদ আহরণের লিপ্সা থেকেই কিন্তু যুলম ও অত্যাচারের জন্ম হয়। দুনিয়াতে আমাদের ধনভাণ্ডার যত কম হবে আখেরাতে বিচার ততটা সহজ হবে। আখেরাতে ভাল ফল পেতে হ'লে আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ প্রদর্শিত শান্তির পথ বেছে নিতে হবে। সে পথই হচ্ছে দ্বীন ইসলামের পথ। আর এ পথে চললেই আমরা অনাবিল শান্তির সন্ধান পাব ইনশাআল্লাহ।

অর্থই যে সকল অনর্থের মূল একথা আমাদের সবারই জানা। ধন-সম্পদ, প্রভাব ও প্রতিপত্তি আমাদেরকে অন্ধ করে দেয়। আমাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়। চাঁদাবাজি, ছিনতাই, সন্ত্রাস, লুটপাট, ফিৎনা-ফাসাদ, হানাহানি ইত্যাদি সবকিছুরই দৃশ্যপটে রয়েছে অর্থলিপ্সা। আমরা আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছি যে, অর্থের লোভে নিষ্পাপ শিশু-কিশোরদেরকেও হত্যা করতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না। হায়রে বিবেক! হায়রে মুখোষধারী মুসলমান আমরা! আশরাফুল মাখলূক্বাত হয়েও আজ আমরা হত্যাকারী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী, লুণ্ঠনকারী, ফিৎনা-ফাসাদকারী, দুষ্কৃতিকারী, সমাজ বিরোধী, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ইত্যাদি পরিচয়ে পরিচিত হচ্ছি। ইসলামী যিন্দেগী থেকে সরে আসার ফলেই আমাদের এই করুণ অবস্থা। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণই হচ্ছে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সে পথে চলার তাওফীক এনায়েত কর। আমীন!

মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

চিকিৎসা জগৎ

মৃগী রোগ

*ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক**

মৃগী রোগের ইংরেজী নাম Epilepsy। এটি মানব শরীরের যান্ত্রিক কোন রোগ বা পীড়া নয়। এটি নার্ভাস সিষ্টেমের পীড়া মাত্র। নার্ভাস সিষ্টেমের অন্যান্য পীড়া যথা- হিষ্টিরিয়া, এক্ল্যামসিয়া, এপোপ্লেক্সি (সন্ন্যাস রোগ) প্রভৃতির সাথে ভ্রম হ'লেও চিকিৎসক মাত্রেই পীড়াটি মৃগী কি-না উপলব্ধি করতে পারেন। এই পীড়া আক্রমণের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। কখনও প্রতিদিন ২/৩ বার, কখনও ১ থেকে ২ সপ্তাহে বা আরো অধিক অন্তরেও প্রকাশ পেয়ে থাকে। এটা সাধারণতঃ যুবক ও বালকদের মধ্যেই বেশী হয়ে থাকে। ৩৬ বৎসরের উর্ধ্ব বয়সে খুবই কম দেখা যায়। যদি কারো বেশী বয়সে দেখা দেয় তাহ'লে উপদংশ বা' সিফিলিস সম্ভূত' বলে বুঝে নিতে হবে।

মৃগীর লক্ষণঃ

হঠাৎ চৈতন্য লোপ সহ আক্ষেপ বা খিঁচুনি উপস্থিতির মাধ্যমে এই রোগ প্রকাশ পেয়ে থাকে। মুখ দিয়ে ফেনা বা লালা পড়তে থাকে। অজ্ঞান অবস্থায় গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকে। রোগ উপস্থিত হওয়া মাত্র রোগীর ঘাড়, মুখ বেঁকে যায়- মনে হয় ঘাড় ফিরিয়ে কিছু দেখছে। চোখ ঘুরে পরে স্থির হয়ে যায়, চক্ষুর তারা উপরে উঠে যাওয়ায় কেবলমাত্র সাদা অংশটি দেখা যায়। দাঁত লাগে। অনেক সময় জিহ্বা কেটে যায়। লালার সঙ্গে রক্ত আসে। হাত মুষ্ঠিবদ্ধ থাকে। শরীর ঘেমে যায়। এরূপ অবস্থায় ৫-১০ মিনিট থাকার পর জ্ঞান ফিরে আসে; তখন চারিদিকে চেয়ে দেখে, কেউ কাছে থাকলে কথা বলার চেষ্টা করে, এতে তার বুক ধড়ফড় করে, দুর্বলতাবোধ করে। তখন নিদ্রায় পড়ে যায় এবং এ সময় নাক ডাকে। মূর্ছা যাওয়ার সময় পানি কিংবা আগুনে পড়ে গেলে জীবন নাশের সম্ভাবনা থাকে। মৃগী আক্রমণের পূর্বে সর্বশরীরে কীট চলার ন্যায় অনুভূতি এর পূর্ব লক্ষণ। তবে অনেক সময় সেটা প্রকাশ পায় না।

মৃগীর প্রকারভেদঃ

মৃগীর পূর্ব বর্ণিত লক্ষণ সমূহের কখনো কখনোও বিভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। যেমন- কোন ক্ষেত্রে খিঁচুনি থাকে না, কখনো সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে, আবার কখনো অল্প জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এরূপ লক্ষণের ভিন্নতার কারণে মৃগী কয়েক প্রকারের হ'তে পারে। যথাঃ (১) পেটিটম্যাল এপিলেপসি (২) গ্র্যাণ্ডম্যাল এপিলেপসি (৩) জ্যাকসোনিয়ান এপিলেপসি (৪) অরা-এপিলেপটিকা।

* ডি,এইচ,এম,এস, (ঢাকা), কলেজ রোড, বিরামপুর, দিনাজপুর।

মৃগী হওয়ার কারণঃ

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণে মৃগী রোগ হয়ে থাকে। যথাঃ মস্তিষ্কের আঘাত, মস্তিষ্কের প্রদাহ, মস্তিষ্কের রক্তহীনতা, গঠন বিকৃতি, মস্তিষ্ক আবরণীয় অস্থির আভ্যন্তরীণ বিবৃদ্ধি। ভয়, ক্রোধ, শোক বা অন্য কোন মানসিক উদ্বেগ। পুরুষের হস্তমৈথুন, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা এবং স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ। চর্মের মধ্যে বহিরাগত কোন জিনিস (ফরেন বডি) যেমন গুলি, কাঠি প্রভৃতি আটকিয়ে থাকা ও তজ্জন্য উত্তেজনা। কোন চর্মপীড়া বসে যাওয়া। বালকদের দাঁত উঠা, দাঁতে পোকা খাওয়া, কৃমি, বদহজম, অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবন করা ও এতদ্ভিন্ন বংশগতভাবে পাগল, হিষ্টিরিয়া থাকা প্রভৃতি কারণেও মৃগী রোগ হ'তে দেখা যায়।

প্রতিকারঃ

মৃগী দেখা গেলে রোগীকে শোয়ায়ে চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিয়ে পাখার বাতাস দিতে হবে। দাঁত লাগলে নরম জিনিস দ্বারা খুলে জিহ্বা মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। সেই সঙ্গে 'এমিল নাইট্রেট' Q (টিংচার) ৬/৭ ফোটা রুমাল বা পরিস্কার বস্ত্রখণ্ডে ঢেলে দিয়ে রোগীর নাকে ধরলে অচৈতন্য অনেকটা কমে আসে। রোগ সম্পূর্ণরূপে নিরাময়ের জন্য ভাল চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিৎ।

এধরনের রোগীকে তামাক, বিড়ি, সিগারেট, চা, কফি, মাদক দ্রব্য প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করতে হবে। সহজে হজম হয় এরূপ খাদ্য খাওয়া বাঞ্ছনীয়। কোষ্ঠ পরিস্কারের দিকে মনোযোগী হ'তে হবে। কৃমি বেড়ে যায় এরূপ খাদ্য পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। অধিক ব্রেন চর্চা, অধিকক্ষণ লেখা পড়া করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সকাল-সন্ধ্যায় মুক্ত বাতাসে বেড়ানো ভাল, তবে চলাফেরা সাবধানে করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা সকলকে মৃগীর আক্রমণ থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করুক। আমীন!

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

কবিতা

শ্রেষ্ঠ হাকিম

-আমীরুল ইসলাম মাষ্টার
ভায়ালক্ষ্মীপুর, বাঁকড়া, রাজশাহী।

জগত স্রষ্টা মহান তুমি
হে বিশাল হে বিরাট!
তব সম কেহ নাহি দু'জাহানে
তুমি মহা সম্রাট।
আছে অসংখ্য অগণিত
সৃষ্টি মাখলূকাত
নীল নীলিমায় পৃষ্ঠে ধরায়
গাইছে হাম্‌দ ও না'ত।
পাহাড়-পর্বত-গিরি, নদ-নদী
গহীন সমুদ্র তলে
বন-উপবন মৃদু সমীরণ
কল্লোল হিল্লোলে,
তোমার মহিমা, গুণ কীর্তন
নির্ঘোষে দিবা যামী
অব্যয় অক্ষয় অনন্ত অসীম
তুমি তো জগৎ স্বামী।
লতা ও গুল্ম পুষ্প রাজিতে
বহিছে সুবাস ঘ্রাণ।
সৃষ্টির মাঝে তোমার মহিমা
রবে চির অম্লান।
দৃশ্য-অদৃশ্য প্রাণী জড় ক্লীব
যত স্থির অস্থির
তুমিই সবার স্রষ্টা হে প্রভু
বিশাল ধরিত্রীর।
শ্রেষ্ঠ হাকিম খালেক মালেক
সর্ব শক্তিমান
ধন-দৌলত রূযী ও রিযিক
তুমিই করিছ দান।
মান-সম্মান ইয্যত-আবরু
সকলই তোমার হাতে
যাহাকে ইচ্ছা দানিবারে পার
যার খুশী কেড়ে নিতে।
যাহাকে ইচ্ছা ধ্বংস কর
রক্ষাও কর তুমি
সর্বশক্তি ক্ষমতা তোমার
তাইতো এ নাম চুমি।

***

আমার মা

-মাসুম আহমেদ
ইসলামপুর, কাজলা, রাজশাহী।

শত কাজের মাঝে বারেবারে আজ মাকে মনে পড়ছে
জীবন যুদ্ধের খেয়াঘাটে পথ চলে নিশীথে-
যখন নীড়ে ফিরি, ডাকে না কেউ স্নেহভরে
বলে না কেউ ঢুলুঢুলু আঁখি মেলে,
খোকা ফিরেছিস বাবা, হাত-মুখ ধুয়ে খাবি আয়
জননীর ত্যাগ কষ্টের লালনে মোর বুক ভেঙ্গে যায়।
মধ্যরাতে দুঃস্বপ্ন দেখে ছাড়ি গগণবিদারী চিৎকার
মায়ের মত বলে না কেউ, খোকা ভয় পেয়েছিস আবার!
এই আমি আছি তোর সকাশে, ঘুমা নিশ্চিন্তে-
শিয়রে বসে এখন কেউ রাখে না হাত, সুপ্ত হইনা শেষান্তে।
আমার একটুখানি সফলতায় মা হ'তেন কত খুশী
যেন আমার চেয়েও বেশি-অফুরান
উজ্জ্বল নেত্রে আঁচলে মুখ ঢেকে মা অশ্রু লুকান।
ভাত মেখে বলে না কেউ, নে খোকা মুখে তুলে দিই
স্নেহ-মমতার বন্ধনে ডেকে আর বলে না তা কেহই।
ভবঘুরে জীবন আমার, সবকিছু এলোমেলো-বিচ্ছিন্ন
মা ঠিকই যত্ন রাখতেন, তবু বকা দেননি কখনো।
মা নেই আজ কতদিন জীবন পথে আমি ক্লান্ত
হৃদয় মন বেশামাল, যন্ত্রণায় দগ্ধ-নিঃসঙ্গ-শ্রান্ত।
করিনি খেদমত, দুঃখী-মমতাময়ী সে মাতার
প্রভুর কাছে তাই মিনতি সুখে রেখ তাঁকে পরপার।

***

দু'টি কবিতা

-সাইয়েদ জামিল
গ্রামঃ রঘুনাথপুর
পাংশা, রাজবাড়ী।

(১) হাত দিওনা আমার বুকে
জ্বলছে ভীষণ আগুন
ইরাক-ইরান জ্বলবে এবার
ভয়ে কাঁপে শকুন।

(২) শত্রু সেনার বুলেট বোমা
আর বিঁধেনা আমার বুকে;
বুকটা আমার ইটের ঝামা
ভাঙবে কে সে? কিসের বলে?
তোরা সবে ভাগরে এবার
বিশ্ব আমার এবং আমার।
ভণ্ড রাজা তুইও যারে
রাজা আমি; তুই কেরে।

***

-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

(ক) নিমেষে

এ জগতে নিত্য কত ঘটনা যে ঘটে চলেছে, তার ইয়ত্তা নেই। বিস্ময়কর ও মারাত্মক ঘটনা ঘটে নিমিষে। মহা প্রলয় সংঘটিত হবে চোখের পলকে। সে মহাপ্রলয় আমরা সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ করব না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক কিছু আমরা প্রত্যক্ষ করছি, যা চোখের পলকে ঘটে যায়। ভূ-কম্পন কখন, কত প্রচণ্ডতা নিয়ে এবং কোথায় তা সংঘটিত হবে, মানুষ এত জ্ঞানের অধিকারী হয়েও আজও তা নিরূপণ করতে পারেনি।

এ বছর শীত যে এত ভয়াবহ হবে, তা কেউ আগে বলতে পারেনি। ফলে তার জন্য আগে থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করা যায়নি। গোটা পৌষ মাসটা কেটে গেল কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে। রবি-শস্যের জন্য রবি কিরণের প্রয়োজন অধিক। দিন ছোট বলে এ সময় তাপমাত্রা কম। তাই সূর্য কিরণ ফসলের জন্য যরূরী। রেডিও মারফত জানতে পারছি, রাজশাহী বিভাগে শীতের প্রকোপটা বেশী। আমরা হাড় কাঁপানো শীতে কষ্ট পাচ্ছি। পশু-পাখিও এ থেকে বাদ নেই। ফসলাদিও শীতে ও কুয়াসায় বাড়-বাড়ন্ত হারিয়ে স্তিমিত হয়ে পড়ছে। শীত হোক, কিন্তু কয়াশাটা না হ'লে তেমন অসুবিধা হ'ত না। সূর্যের আলোর প্রভাবে শীতটা সহনীয় হ'ত। শীতের দিনে শীত তো হবেই। কুয়াশা হয়ে থাকে, তাও দেখেছি। কিন্তু এভাবে দিনের পর দিন গোটা মাস কেটে যাবে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে, কেউ ভাবেনি।

কৃষি পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরাই এরূপ আবহাওয়ার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। ফসল ভাল হওয়া, মন্দ হওয়া আবহাওয়ার সাথে জড়িত। এবার শীত তার দারুণ ছোবল বিস্তার করে দিয়েছে। সব রকম ফসলই কুয়াশার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত। এখন ইরি ধান রোপণের পুরা মৌসুম। যাঁরা রোপণ করেছেন, তাঁরা এরূপ আবহাওয়ার কারণে শংকিত। কারণ রোপিত চারা এরূপ আবহাওয়াতে মরে যাবে। আবার যাঁরা রোপণ করতে পারেননি, তাঁরাও সময় অভাবে শংকিত। শীতের দাপটটা কমার প্রতীক্ষায় থেকেও কোন ফায়দা হচ্ছে না। শীত ও কুয়াশা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

পৌষের শেষ দিন। রবি হাসিমুখে উদয় হ'ল। দিনটা ভালভাবে কেটে গেল। মানুষ মনে করল, বিপদ কেটে গেছে। এখন থেকে সূর্যের ঝলমলে মুখের দর্শন পাব প্রতিদিন। কিন্তু ১লা মাঘ, ফজরের ছালাত শেষে কিছু সময় মসজিদে বসে থাকার পর কাজের লোকের খোঁজে বের হয়েছি। কুয়াশা কুয়াশা ভাব। আমি তো মনে করেছি, আগের দিনের মত রবি তার হাসি ছড়িয়ে উদয় হবে। কিন্তু না, মিনিটের মধ্যে ঘন কুয়াশায় সবকিছু ঢেকে দিল। তার উপর শৈত্য প্রবাহ। গাছ পালার পাতা কাঁপিয়ে উত্তরের হিমেল হাওয়া বয়ে চলেছে। ঘরে ফিরে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ১২ টায় কুয়াশা কেটে গেল নিমিষে। পুরাপুরি ঝলমলে আকাশ। কিছুক্ষণ আগেই সূর্যের অবস্থান বুঝতে পারিনি। আর এখন মনে হচ্ছে, এত ঘন কুয়াশাটা যেন একটা স্বপ্ন। এই ছিল- এই নেই।

২রা মাঘ। রাত্রি ১২-টার পর থেকেই আগের দিনের চেয়েও প্রবল বাতাস বইতে শুরু করেছে, সেই সঙ্গে কুয়াশা। বেলা ২-টা পর্যন্ত সূর্যের মুখ দেখিনি। মনে করলাম, আজ আর সূর্য বেরুবে না। বেরুতে দিবে না এই কুয়াশা। জানালার কাছে বসে অন্য কিছু লিখছি। সূর্যের একটু একটু তাপ অনুভব করছি। কি আশ্চর্য! নিমিষে সূর্য তার পুরা চেহারা নিয়ে বিকশিত। আকাশটাও একদম ঝলমলে। নিমিষে কি না হ'তে পারে? মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ, কতই না তোমার লীলাখেলা। তুমি সব কিছুই নিমিষে সংঘটিত করতে সক্ষম। তাই তুমি সর্বশক্তিমান। মানুষ এত জ্ঞানের অধিকারী এত কিছু মারণাস্ত্রের আবিষ্কারক। কিন্তু এই সামান্যতম কুয়াশাকে তাড়িয়ে দিবার মত তার শক্তি নেই। জ্ঞানও নেই, আবিষ্কারও নেই। কিন্তু মহান আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলেই নিমিষে তা সরিয়ে দিতে পারেন। যেমন আজ পারলেনা মনে মনে বললাম, এত ঘন কুয়াশা তুমি নিমিষে কোথায় কিভাবে সরালে? তাঁর ক্ষমতা ও দয়ার প্রতি আত্মনিবেদন করলাম, এই ঝলমলে আকাশ আর যেন কুয়াশাতে ঢেকে না দেয়।

(খ) একজন শিক্ষকের শেষ জীবন

কবি কাদের নেওয়াজ শিক্ষকের মর্যাদা কবিতায় শিক্ষককে সম্মানের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। বস্তুতঃ শিক্ষকতা একটি অতি সম্মানের পেশা। একজন শিক্ষকের কাছ থেকে কত ছেলেমেয়ে শিক্ষালাভ করে জীবন-যাত্রার বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তার ইয়ত্তা নেই। শিক্ষক যখন পথ চলেন, তাঁকে তখন অসংখ্য সালামের জবাব দিতে হয়। কিন্তু তাই বলে সকল ছাত্র-ছাত্রী তাঁকে পুরামাত্রায় সম্মান করে, এমনটি নয়। কিন্তু ব্যতিক্রমধর্মী ছাত্রও থাকে, যারা শিক্ষককে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করে না। এ যুগে এই ব্যতিক্রমধর্মী ছাত্রের সংখ্যাই যেন অধিক বলে প্রতীয়মান হয়। তাই পরীক্ষার হ'লে ছাত্র কর্তৃক শিক্ষকের লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা অহরহ প্রকাশিত হয়ে থাকে।

একজন শিক্ষক- তিনি অবশ্য সাধারণ শিক্ষক নন, তিনি একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। একটি গ্রাম্য উচ্চ বিদ্যালয়ে জীবনভর প্রধান শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে প্রতিপালনের পর অবসর নিয়েছেন। তিনি সাংসারিক জীবনে তেমন বিষয়-আসয় করতে পারেননি। তাঁর জীবন কেটে যাচ্ছিল ভালভাবেই। কিন্তু তাঁর শেষ জীবন আর ভালভাবে কাটতে দিল না দুরারোগ্য ও মরণব্যাধি ক্যান্সার।

মানুষের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ নিরবচ্ছিন্ন নয়। কখন যে কার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে এবং কিভাবে ঘটবে বলার উপায় নেই। তাঁর একমাত্র কন্যা সন্তানকে উচ্চ শিক্ষিত এক ছেলের সাথে বিয়ে দেওয়ার পর জামাইটি একটি কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেয়েছে। ট্রেন যোগে সে যাতায়াত করত। একদিন সে ট্রেনে উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় ট্রেনটি ছেড়ে দিল, সে উঠার চেষ্টা করতে যেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল এবং চূড়ান্তভাবে আহত হ'ল। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হ'ল। সে প্রাণে বাঁচল কিন্তু সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে গেল। তার একটি পা একটি হাত কেটে ফেলতে হ'ল। অধ্যাপনা করা তার পক্ষে তো আর সম্ভব নয়। ফলে তার সংসারে

অভাব বাসা বাঁধল। সে টিউশনী করতে লাগল। তাতে আর কত উপার্জন হবে, বিশেষ করে এই পাড়াগাঁয়ে। মেয়ে-জামাই শ্বশুরের ঘাড়ে চাপল। এদিকে শ্বশুরের তো মরণব্যাধি ক্যান্সার। চিকিৎসা করার টাকার অভাবেই তিনি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন।

একদিন হঠাৎ তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি উদয় হ'ল। তাঁর বহু ছাত্রতো ঢাকা মহানগরীতে বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এক ছাত্র নামকরা ব্যবসায়ী। তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সবখানেই। তিনি ভাবলেন তার মাধ্যমে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারবেন। এই ভরসায় তিনি কিছু টাকা-পয়সা সহ ঢাকায় এসে এক পরিচিত লোকের বাসায় উঠলেন।

কিন্তু হায়! মানুষ আশা করে এক, ঘটে আরেক। তাঁর ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। পিতা-মাতার নিকট যেমন সব সন্তানই সমান, তেমনি একজন ভাল শিক্ষকের নিকট সব ছাত্রই সমান। সন্তানের কাছে যেমন পিতা-মাতার অধিকার থাকে, ছাত্রের কাছেও একজন শিক্ষকের তেমন অধিকার থাকে। তাই তিনি মনে করেছিলেন, ছাত্রটি তাঁর জন্য চেষ্টা করবে এবং তাঁর চিকিৎসার সুব্যবস্থা হবে। কিন্তু শিক্ষক যখন তার অফিসে হাযির হ'লেন, সে যেন তাঁকে চিনতেই পারল না। শিক্ষকই বাধ্য হয়ে নিজের পরিচয় দিলেন এবং তাঁর আমগণের কারণ ব্যক্ত করলেন। ছাত্রটি ব্যস্ততার কথা বলে আজ নয় কাল করে কালক্ষেপণ করতে লাগল। শিক্ষক বুঝলেন, তাঁর আশায় বালি।

কিন্তু এখানে তিনি তাঁর আরেক ছাত্রের ঠিকানা অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেলেন। পরদিন তিনি ঐ ছাত্রের অফিসে হাযির হ'লে ছাত্রটি তাঁকে দেখে অতিমাত্রায় আনন্দিত হ'ল এবং তার বাসায় নিয়ে যেতে পীড়াপীড়ি করল। শিক্ষক পরদিন বেলা ১-টার দিকে যাবেন কথা দিলেন। এই ছাত্রটি আগাগোড়া শিক্ষককে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করত। স্বামী-স্ত্রী শিক্ষকের যথারীতি অ্যাপ্যায়নের ব্যবস্থা করে তাঁর প্রতীক্ষায় রইল। শিক্ষক সেখানে অত্যন্ত সমাদৃত হ'লেন। একদিন তিনি পথ চলছেন, ভিড়ের মধ্যে একজন পকেটমার তাঁর পকেট হ'তে পাঁচশত টাকার দু'টি নোট উঠিয়ে নিল। বাড়ী ফেরার তাঁর আর টাকা নেই। তিনি মেয়েকে টাকা পাঠাতে চিঠি দিলেন। টাকা-পয়সা একদম না থাকাতে তিনি ছাত্রের স্ত্রীর কাছে ঘটনা ব্যক্ত করে একশত টাকা চাইলে ছাত্রের স্ত্রী তাঁকে পাঁচশত টাকা দিল। মেয়ে টাকা পাঠালে তিনি ধারকৃত টাকা ছাত্রের কাছে ফেরত দিয়ে বাড়ী ফিরছেন। হঠাৎ রাস্তায় পড়ে গেলেন। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হ'ল। তাঁর পকেটে তাঁর ছাত্রের ঠিকানা ছিল। তাঁর এরূপ পরিস্থিতিতে ছাত্রের কাছে ফোন করা হ'ল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই হাসপাতালে এল। ডাক্তার বললেন, তাঁর ক্যান্সার রোগ এবং পরিস্থিতি জটিল। তবুও ছাত্রটি তার শিক্ষকের চিকিৎসা করতে বলল এবং চিকিৎসার ব্যয়ভার সে-ই বহন করতে চাইল।

॥ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান, সাং- সন্ন্যাস বাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ ॥

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. সংখ্যা তিনটি হ'লঃ ২৪, ২৬ ও ২৮(২৪+২৬+২৮)।

২. ১২ বছর ৮ দিন।

৩. ৩৬ (৩৬+১৯=২৫ হচ্ছে ৫-এর বর্গমূল)।

৪. (১+৩+৫+৭+১১+১৩+১৭+১৯)= ৭৬

৫. ৩৫ (৫+২=৭+৪=১১+৮=১৯+১৬=৩৫)।

গত সংখ্যার (উদ্ভিদ জগৎ)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. উদ্ভিদ বা গাছের।

২. গাছের।

৩. তেঁতুল গাছ। দু'টি পাতা হয়।

৪. আনারস।

৫. কচুরীপানা ও শেওলা জাতীয় অন্যান্য পানা।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ইতিহাস)ঃ

১. পানিপথের ১ম যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়? এ যুদ্ধে কে জয়লাভ করেছিল এবং কেন?

২. মধ্যযুগীয় দু'জন ভারতীয় মুসলিম সম্রাজ্ঞীর নাম লিখ?

৩. কোন মুসলিম সম্রাট সর্বপ্রথম ভারতে মুসলিম রাজ্য স্থাপন করেন?

৪. ভারতের বাইরের কোন মুসলিম সম্রাট সবচেয়ে বেশী ভারত আক্রমণ করেন এবং কতবার?

৫. কোন মহিলা সম্রাজ্ঞী পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী সময় ধরে রাজত্ব করেন?

❒ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)ঃ

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম তারিখ কত?

২. মাতার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সর্বপ্রথম দুধ পান করান কোন্ ভাগ্যবতী মহিলা?

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুধমাতা কাকে বলা হয় এবং তার স্বামীর নাম কি?

৪. নবী করীম (ছাঃ)-এর দাদা ও মাতা তাঁর নাম কি রেখেছিলেন?

৫. মা আমেনা শিশুপুত্র মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সাথে নিয়ে স্বামীর কবর যেয়ারত করে মদীনা থেকে ফেরার পথে কোন্ স্থানে মৃত্যুবরণ করেন?

❑ সংকলনেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক
সোনামণি।

সোনামণি প্রশিক্ষণ

রাজশাহী মহানগরীঃ গত ২০ জানুয়ারী '০৩ রোজ বৃহস্পতিবার হাতেম খা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২৩ জানুয়ারী বহরমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ও ২৫ জানুয়ারী সপুরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ সমূহে 'সোনামণি' সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দান করেন রাজশাহী মহানগরী 'সোনামণি'-এর প্রধান উপদেষ্টা ও রিভারভিউ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব নূরুল হুদা। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন নযরুল ইসলাম, খুরশিদ আলম, মুস্তাফীযুর রহমান, আব্দুল ওয়ারেস, মতীউর রহমান ও আব্দুল খাবীর প্রমুখ।

মোহনপুর, রাজশাহী ২৪ জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টা থেকে খানপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

জনাব শমসের আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন অত্র উপযেলার সোনামণি উপদেষ্টা ডাঃ সাইফুল ইসলাম, সোনামণি পরিচালক আব্দুল আযীয সরকার ও আব্দুল আযীয। প্রশিক্ষণে কুরআন তিলাওয়াত করে সোনামণি সুইটি খাতুন ও জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি বুলবুল আহমাদ। প্রশিক্ষণ শেষে কেন্দ্রীয় পরিচালক জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

একই দিন বাদ আছর থেকে পিয়ারপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সারমিন সুলতানার কুরআন তেলাওয়াত ও হাবীবুর রহমানের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র উপযেলার সোনামণি প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন। সার্বিক সহযোগিতা করেন আযহারুল ইসলাম ও ডাঃ সাইফুল ইসলাম। বৈঠক পরিচালনা করেন অত্র উপযেলার সোনামণি পরিচালক আব্দুল আলীম সরকার।

সোনামণি শিক্ষা সফর ২০০৩

৫ই ফেব্রুয়ারী বুধবারঃ অদ্য 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের উদ্যোগে 'সোনামণি শিক্ষা সফর ২০০৩' সফল ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

দায়িত্বশীল সহ প্রায় শ'খানেক সোনামণি নাটোর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত পুরাতন রাজবাড়ী, উত্তরা গণভবন ও রাজশাহীর পুঠিয়া রাজবাড়ীর সাথে বিশেষভাবে পরিচিত হয়। নাটোর পুরাতন রাজবাড়ীতে সোনামণি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিক্ষা সফরের গাড়ী নাটোর টার্মিনালে পৌছলে নাটোর যেলার ৪০ জন সোনামণি এবং ৫ জন দায়িত্বশীল তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের সাথে যোগদান করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান শিক্ষা সফরের গুরুত্ব ও 'সোনামণিদের' চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, গবেষণা ও পত্রিকা সম্পাদক গোলাম রহমান।

শিক্ষা সফর বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীল মাওলানা গোলাম আযম। শিক্ষা সফরে আমীরের দায়িত্বে ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। নায়েবে আমীর ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, ইমামুদ্দীন ও আব্দুল হালীম। সদস্য সচিব ছিলেন রাজশাহী যেলার পরিচালক শরীফুল ইসলাম।

সফরের শুরুতে গাড়ীতে ক্বিরাআত প্রতিযোগিতা ও স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা (মেধা পরীক্ষা) অনুষ্ঠিত হয় ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ফেরার পথে 'এ এক আজব অনুষ্ঠান' নামে এক আনন্দদায়ক অভিনব অনুষ্ঠান করা হয় এবং যেখানে দায়িত্বশীল সহ সকলকে পুরস্কৃত করা হয়।

আত-তাহরীক নিজে পড়ুন, অপরকে গ্রাহক করুন, বিজ্ঞাপন দিন। কলমী জিহাদে অংশ নিন।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বাংলা ই-মেইলঃ বালাদেশীর কৃতিত্ব

ইন্টারনেট প্রযুক্তিতে সবরকমের উন্নয়ন সম্ভব হ'লেও বাংলা ভাষায় অদ্যাবধি সামান্যতম কোন কিছু বাস্তবায়িত হ'তে পারেনি। এমনকি ইংরেজী কী-বোর্ডে বাংলা টাইপ করা কিছু অংশে সম্ভব হ'লেও অদ্যাবধি কম্পিউটারের ব্যবহারযোগ্য কোন মানসম্পন্ন বাংলা কী-বোর্ড আবিষ্কৃত হয়নি। তারচেয়ে উল্লেখ্য যে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় কোন ই-মেইল প্রেরণ বা গ্রহণ কোন দিনই বাস্তব হ'তে পারেনি। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের লীডসে অবস্থানরত তরুণ বাংলাদেশী কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার তোসাদ্দেক জিনাত হোসাইন রানা সেই অবাস্তব ও অসম্ভবকে বাস্তবায়িত করেছেন 'অক্ষর' সফটওয়ার প্রবর্তনের মাধ্যমে। এই সফটওয়ারের ফলে বাংলা ভাষায় উচ্চারিত শব্দকে যে কোন ইংরেজী কী-বোর্ডে টাইপ করলে ই-মেইলে তা সরাসরি বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। ফলে যে কোন ব্যক্তি এই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় ই-মেইল গ্রহণ ও প্রেরণ করতে পারেন এবং ইন্টারনেটের যাবতীয় কার্যক্রম বাংলা ভাষায় পরিচালিত করতে পারেন। এজন্য বিশেষ কোন কী-বোর্ডেরও প্রয়োজন পড়ে না।

সাতক্ষীরায় ২০ জন ভুয়া ডাক্তারের সন্ধান লাভ

সাতক্ষীরা যেলায় কমপক্ষে ২০ জন ভুয়া ডাক্তারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব ডাক্তারের অনেকের বাড়ী ভারতে। এরা সকলেই এমবিবিএস, এফসিপিএস ও পি-এইচ,ডি ভুয়া সার্টিফিকেটধারী। এসব ডিগ্রী তারা ২০/২৫ হাযার টাকার বিনিময়ে ভারত থেকে সংগ্রহ করেছে। এসব গোপন তথ্য ফাঁস হওয়ায় যেলাব্যাপী স্বাস্থ্য বিভাগে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ভুয়া এসব ডাক্তারকে গ্রেফতারের দাবী উঠেছে সর্বমহলে। ইতিমধ্যে ২০ জন আনাড়ী অশিক্ষিত ঠকবাজ ভুয়া ডাক্তারের গোপন তথ্য উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। এরা যেলার বিভিন্ন এলাকায় জাঁকজমকপূর্ণ সুবিশাল দৃশ্যধারী সাইনবোর্ড লাগিয়ে ক্লিনিক খুলে বড় বড় ডিগ্রীর পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করে চলেছে।

সাতক্ষীরা শহরের জজকোর্টের সামনে ডাঃ বি. রহমান যিনি এমবিবিএস কলিকাতা পরিচয় দিয়ে পরিচালনা করছেন স্কাইলাব মেডিকেল সেন্টার। তিনি যে, পরিচয় দিয়েছেন ১৯৯৯ সালে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালকাটা থেকে তিনি ব্যাচেলর অফ মেডিকেল এণ্ড সার্জারী পাস। আসলে এটা তার ভুয়া পরিচয়। বি. রহমানের বাড়ী ভারতে। তার দেয়া ডিগ্রীর কোন অস্তিত্ব নেই। তিনি কৌশলে পৌরসভার একটি নাগরিকত্ব সনদ নিয়ে বাংলাদেশী নাগরিক দাবী করেছেন। সুন্দরবন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ডাঃ এইচ রহমান একজন ভুয়া এমবিবিএস, ডিএমসি, এমসিসিপি আইএমওজিপি (ইণ্ডিয়া) মেডিসিন গাইনী ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। তারও ডজনখানেক ডিগ্রী সম্বলিত ভারতীয় ভুয়া সার্টিফিকেট রয়েছে। আরেক ভুয়া ডাক্তার আঃ মালেক মণ্ডল। তার ভুয়া ডিগ্রী হচ্ছে ১৯৯৩ সালে ভারতের এলাহাবাদ হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিহারের আয়ুর্বেদিক এণ্ড ইউনানী চিকিৎসা পরিষদের ডিএএমএস এবং ১৯৯৮ সালে এমবিবিএস পাস। তিনি ইন্টার্নশীপ সম্পন্ন করেছেন দি ক্যালকাটা অল্টারনেটিভ কলেজ এণ্ড হাসপাতাল থেকে। এই ভুয়া ডিগ্রীধারীর বাড়ী ভারতে বলে জানা গেছে। সাতক্ষীরা শহরে প্র্যাকটিস করছেন আরেকজন ভুয়া ডাক্তার নাম এম এ খালেক (মিলন)। যার ভুয়া সনদ হচ্ছে এমবিবিএস, ডিএএমএস, ডিওএস, প্রাক্তন আরএমও, আল মোস্তফা হাসপাতাল, মাদ্রাজ। তিনি চক্ষু বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রাকটিস করেন। তার সব সার্টিফিকেট ভুয়া।

দেবহাটার সখীপুরে চেম্বার করেছেন ডাঃ উদয় রঞ্জন মণ্ডল, আশাশুনির বদরতলায় ডাঃ সঞ্জীব কুমার চ্যাটার্জী, কালিগঞ্জের বাজারগ্রামে ডাক্তার গোলাম মোস্তফা, আশাশুনিতে ডাঃ এসকে বিশ্বাস, কলারোয়ায় ডাক্তার এসকে সরকার, শ্যামনগরে ডাঃ প্রতুল বাউলিয়া, সাতক্ষীরা সদরের ধুলিহরে ডাঃ রাজু, তপন কুমার এবং ডাঃ দেবদুলাল সরকার প্র্যাকটিস করেন। এরা সকলেই ভুয়া ডাক্তার। এরকম প্রায় ২০ জন ভুয়া ডাক্তার সাতক্ষীরায় রয়েছে বলে সাতক্ষীরার সিভিল সার্জন ডাঃ এসএম মোস্তফা আনোয়ার স্বীকার করেছেন। দীর্ঘদিন যাবত ভুয়া ডাক্তারেদের প্র্যাকটিসের ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে পড়ায় সিভিল সার্জন অফিস থেকে জোর তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি তদন্তে নেমেছে ডিবি, এনএসআই, ডিএসবি এবং সিআইডি কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর ভুয়া ডাক্তাররা তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে ফেলছে। অনেকে গা-ঢাকা দিয়েছে। একজন ভুয়া ডাক্তার জানায়, ২০/২৫ হাযার টাকার বিনিময়ে ভারত থেকে সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। এরকম ভুয়া সার্টিফিকেটধারী প্রায় দেড়শ' ডাক্তার সাতক্ষীরা এবং আশপাশের যেলাগুলিতে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী তরুণ চিকিৎসক 'ফিজিশিয়ান অব দ্য ইয়ার' খেতাবে ভূষিত

যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল রিপাবলিকান কংগ্রেসনেল কমিটি'র 'ফিজিশিয়ানস এডভাইজারী বোর্ড' দ্বারা সম্প্রতি ফ্লোরিডায় বসবাসরত বাংলাদেশী তরুণ চিকিৎসক ডাক্তার আসিফ চৌধুরীকে ফ্লোরিডার '২০০০ সালের ফিজিসিয়ান অব ইয়ার' খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে। ডাঃ আসিফ চৌধুরী একজন জি. আই স্পেশ্যালিস্ট (গ্যাস্ট্রো এনটারোলজিস্ট)।

১৯৯৫ সালে মিনাসটায় আমেরিকার বিখ্যাত মেয়ো ক্লিনিক হাসপাতালে থাকাকালে ডায়াবেটিস ও হুইট ইনহিভিটার নিয়ে যে রিসার্চ করেছিলেন তা কেলিফোর্নিয়ার সেন্ট দিয়াগো কনফারেন্সে অনেক প্রশংসা অর্জন করে। ডাঃ চৌধুরী ১৯৮৮ সালে ঢাকার আইপিজিএমআর থেকে কৃতিত্বের সাথে এমবিবিএস পাস করেন। ইন্টার্নশীপ করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি আমেরিকায় চলে যান এবং অল্পদিনের মধ্যেই এফএমজিইএমএস-এর পরীক্ষাগুলি পাস করে এমডি ডিগ্রীপ্রাপ্ত হন এবং মেরীল্যাণ্ডের পিজি হাসপাতালে ৩ বছরের রেসিডেনসি করেন। মেয়ো ক্লিনিক ছেড়ে তিনি নর্থ ডেকোটার একটি মেডিকেল সেন্টারে পরিচালক হিসাবে বছরদুয়েক কাজ করার পর নিউইয়র্কের স্টেস ইউনিভার্সিটির হেলথ সাইনস সেন্টারের অধীনে জিআই, ফেলোশীপ পেয়ে নিউইয়র্কে চলে আসেন। ডাঃ চৌধুরী বর্তমানে ফ্লোরিডার ফোর্ট মায়ারে গ্রুপ প্র্যাকটিস করছেন। তাঁর বাড়ী সিলেট সদরের খুরুমখলা গ্রামে। তাঁর পিতা জনাব মঞ্জুর হোসাইন চৌধুরী বিআইডব্লিউটি-এর অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক। তাঁর নানা মরহুম আবদুল মতীন চৌধুরী একজন খ্যাতিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ এবং দীর্ঘদিন আসামের মন্ত্রী ছিলেন।

গত বছরে এসিড সন্ত্রাসের শিকার ৪৮৫ জন

এসিডে দগ্ধ মুখমণ্ডলের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার এই নির্দয়-নিষ্ঠুর পন্থা এখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ২০০১ সালে যেখানে ৩৪০ জন এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছিল, সেখানে ২০০২ সালে এই হৃদয়হীন ঘটনা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪শ' ৮৫ টিতে। 'এসিড সারভাইভার্স ফাউণ্ডেশন'-এর জরিপ থেকে এই চিত্র পাওয়া গেছে। ফাউণ্ডেশন এসিড নিক্ষেপের কারণ অনুসন্ধান করে যা পেয়েছে, তাতে আমাদের সমাজের আভ্যন্তরীণ নৈরাজ্যেরই প্রতিফলন ঘটেছে। যেসব কারণের জন্য এই নির্দয় ঘটনা ঘটে থাকে তার মধ্যে রয়েছে পারিবারিক বিরোধ, যৌতুক, বিয়ে ও প্রেম প্রত্যাখ্যান, স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে অস্বীকৃতি, পতিতাবৃত্তিতে রাযি না হওয়া, অপহরণে ব্যর্থ হয়ে বা অপহরণ চেষ্টাকালে, বলাৎকারের পর কিংবা বলাৎকার চেষ্টাকালে, জমিজমার বিরোধ, রাজনৈতিক, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ইত্যাদি।

লক্ষাধিক ভারতীয় নাগরিকের অবৈধভাবে বাংলাদেশে বসবাসঃ প্রশাসন নীরব

লক্ষাধিক ভারতীয় নাগরিক অবৈধভাবে বাংলাদেশে বসবাস ও ওয়ার্ক পারমিট ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। একথা জানার পরও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এদের কোন তালিকা নেই। ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও ভারতীয় নাগরিকরা কে কোথায় আছেন বা তারা ফিরে গিয়েছেন কি-না তাও কর্তৃপক্ষের অজানা। এদেশীয় স্পন্সর ও ওয়ার্ক পারমিটের ব্যবস্থা যারা করেছেন তাদের ব্যাপারেও কোন তৎপরতা এ যাবত লক্ষ্য করা যায়নি। এসব অবৈধ ভারতীয় নাগরিকদের বহিষ্কারের ক্ষেত্রেও কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট নন বরং তাদের সীমাহীন উদাসীনতায় আরো অধিকসংখ্যক ভারতীয় বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের সুযোগ করে নিচ্ছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বছরের পর বছর ধরে লাখ লাখ ভারতীয় নাগরিক এদেশীয় এক শ্রেণীর লোকের সহযোগিতায় অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে ও বসবাস করে যাচ্ছে। এরা যেমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কারিগরি বিশেষজ্ঞ হিসাবে ওয়ার্ক পারমিট নেয়ার নামে যত্রতত্র কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে, তিমনি চোরাচালান, হুণ্ডি ব্যবসাসহ একাধিক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে। আণ্ডারগ্রাউণ্ড ওয়ার্ল্ডেও তাদের প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। আবার অন্য একশ্রেণী রয়েছে যারা ট্যুরিষ্ট ভিসায় এসে ওয়ার্ক পারমিট ছাড়াই দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। এদের অনেকের ভিসার মেয়াদ পার হ'লে দালালদের মাধ্যমে মেয়াদ বাড়িয়ে নিলেও বেশীর ভাগ নিয়ম-কানূনের কোন তোয়াক্কা করছে না।

সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশে কোন বিদেশী নাগরিকের যেসব ক্ষেত্রে ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার সুযোগ রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে দেশীয় কোন বিশেষজ্ঞ নেই। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিদেশীকে বোর্ড অব ইনভেষ্টমেন্ট, এসবি ও ইমিগ্রেশন বিভাগ তদন্ত সাপেক্ষেই কেবল ওয়ার্ক পারমিট-এর অনুমোদন দিতে পারে। কিন্তু প্রাপ্ত সূত্র মতে জানা যায় যে, এদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসাবে ভারতীয় নাগরিকগণ নিযুক্ত আছেন সেসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞের অভাব নেই। আরো জানা যায় যে, অনেক ভারতীয় নাগরিক ট্যুরিষ্ট ভিসায় এদেশে এসেই কাজের সন্ধান করে। কাজ পেয়ে গেলে ঐ ভিসাতেই অবস্থান করে এবং মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে দালালদের কিছু পয়সা দিয়ে ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে নেয়। পক্ষান্তরে ভারতে এভাবে অবস্থান করে কাজ করাতো দূরের কথা, কোন বাংলাদেশীকেই সেখানে ওয়ার্ক পারমিট দেয়া হয় না।

বিভিন্ন ভাবে লক্ষাধিক ভারতীয় নাগরিক এদেশে অবৈধভাবে বসবাস করে আসলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে এখনো নীরাবতা পালন করছে। ভারত যখন সেদেশে কথিত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের কথা বলে পুশইন-এর মত বর্বরতা নিয়ে ব্যস্ত, তখনও এসব অবৈধ ভারতীয় নাগরিকদের ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। দেশের অর্থনৈতিক, কর্মসংস্থান ও সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থেই অচিরে এসব অবৈধ ভারতীয় বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে ব্যস্থা নেয়া উচিত বলে দেশবাসী মনে করে।

দুই বছরে ৮৬টি ভূমিকম্প

গত দুই বছরে বাংলাদেশে মৃদু, হাল্কা ও মাঝারি পর্যায়ের সর্বমোট ৮৬টি ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। যার মধ্যে

২০০১ সালে ৩৮টি এবং ২০০২ সালে ৪৮টি সংঘটিত হয়। রিক্টার স্কেলে এসব ভূমিকম্পের তীব্রতা দশমিক ৫ পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়েছে। তন্মধ্যে অতি মৃদু ৪টি, মৃদু ৩৪টি, হাল্কা ৩৬টি ও মাঝারি পর্যায়ের ৭টি ভূমিকম্প হয়েছে।

হাজী মুহাম্মাদ হোসেন আর নেই

বিশিষ্ট শিল্পপতি, বংশাল আহলেহাদীছ বড় জামে মসজিদের সভাপতি, 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, মাদ্রাসায়ে মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া উত্তর যাত্রাবাড়ীর সেক্রেটারী ও অর্থ সম্পাদক, বাংলাদেশ রেক্সিন প্লাস্টিক সুমেটাল বণিক সমিতির সাবেক সভাপতি, ইউনাইটেড গ্রুপ -এর চেয়ারম্যান ও বংশাল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান হাজী মুহাম্মাদ হোসেন (৮০) গত ২৬ ফেব্রুয়ারী বুধবার দিবাগত রাত ১২টায় ঢাকার গুলশান শিকদার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।* তিনি বেশ কয়েক দিন যাবৎ জ্বরে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪টায় বংশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন বংশাল জামে মসজিদের খত্বীব ও 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছ'-এর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা ক্বারী যিল্লুল বাসেত্ব। বংশাল মুক্বীম বাজার পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি -সম্পাদক।]

বন্ধ্যা চিকিৎসার সুখবর !

যাদের কোন সন্তান হয় না এবং সন্তানের জন্য বিভিন্ন চিকিৎসা করে বিফল হয়েছেন, তাদের হতাশার কারণ নেই। এখানে হতাশাগ্রস্থ নিঃসন্তান বন্ধ্যাদের চিকিৎসা করা হয় এবং বহু রোগী সন্তান লাভও করেছেন। তাই নিঃসন্তান বন্ধ্যারা আসুন, সুফল পাবেন ইনশাআল্লাহ। ২৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। ডাকযোগেও চিকিৎসা করা হয়।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

ডাঃ মুহাঃ এনামুল হক

ডি,এইচ,এম,এস (ঢাকা); গভঃ রেজিষ্ট্রার্ড

নিঃসন্তান বন্ধ্যা সমস্যার গবেষক ও চিকিৎসক

বিরামপুর ডিগ্রী কলেজ বাজার, পোঃ বিরামপুর, যেলা-দিনাজপুর।

বিঃদ্রঃ ইহা ছাড়াও মহিলাদের মাসিকের ও পুরুষের যৌন সমস্যা, অর্শ, টিউমার, ক্যান্সার, মূত্র ও পিত্তপাথরী, ডায়াবেটিস সহ যে কোন পুরাতন ও জটিল রোগের চিকিৎসা করা হয়।

বিদেশ

দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হ'লেও ফরাসী মুসলমানদের ছালাতের স্থায়ী জায়গা খুব কম

ফরাসী কর্মকর্তারা চার্চকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে প্রণীত শতাব্দী পুরনো আইন পরবর্তনের দাবী জানিয়েছেন। এই আইন পরিবর্তন হ'লে সেখানকার মসজিদগুলিও সরকারী ভর্তুকি লাভ করতে পারবে। ফ্রান্সে ৫০ লাখ মুসলমানের বাস। মুসলমানরা এখানে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানকে স্থায়ী মসজিদের বদলে ছোট বা অস্থায়ী কোন স্থানে ছালাত পড়তে হয়। উল্লেখ্য, ফ্রান্সে মসজিদের সংখ্যা ১ হাযার ৬শ'। বেশিরভাগের আয়তন ৩০ বর্গমিটারেরও কম। অনেক ফরাসী কর্মকর্তা মনে করেন মুসলমানদের ধর্মপালনের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত। ১৯০৫ সালে প্রণীত এক আইনে ধর্মীয় কোন কর্তৃপক্ষকে সরকারী অনুদান প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইনকে মনে করা হয় ধর্মনিরপেক্ষ ফরাসী রাষ্ট্রের ভিত্তি। কিন্তু এই আইনেই আবার ১৯০৫ সালের আগে নির্মিত ক্যাথলিক চার্চগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সরকারী তহবিল ব্যবহার করা যাবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এগুলি দেখাশুনা করে। বর্তমান রক্ষণশীল সরকারের জুনিয়র মন্ত্রী পিয়েরে বেদিয়ার বলেন, আইনটি হালনাগাদ হওয়া উচিত। তিনি আরো বলেন, আইনটি বদল হয়া দরকার। কারণ ফরাসী মুসলমানরা টাকার জন্য আরব সরকারগুলির দ্বারস্থ হচ্ছে। তিনি মনে করেন, মসজিদগুলিকে সরকারী তহবিল থেকে অর্থায়ন করা উচিত।

মহাকাশযান কলম্বিয়া বিস্ফোরিত অনির্দিষ্টকালের জন্য মহাকাশ অভিযান বন্ধ

মার্কিন শাটল নভোযান কলম্বিয়া ফ্লোরিডায় তার নির্ধারিত অবতরণের মাত্র কয়েক মিনিট আগে দৃশ্যত টেক্সাসের উর্ধ্বাকাশে কয়েক টুকরা হয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। ৬ জন আমেরিকান ক্রু সদস্য এবং সর্বপ্রথম ইসরাঈলী এক নভোচারীকে নিয়ে শাটল নভোযান 'কলম্বিয়া' যখন গত ১ ফেব্রুয়ারী ভূমিতে অবতরণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ঠিক সে সময় মিশন কন্ট্রোলের সঙ্গে তার সংযোগ হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং মহাকাশ সংস্থা নাসা সঙ্গে সঙ্গে যরূরী অবস্থা ঘোষণা করে।

মহাকাশযান মধ্যাকাশে বিস্ফোরিত হয়ে বিধ্বস্ত হ'লে এর ৭ জন নভোচারীর সবাই নিহত হন। ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের কেপ ক্যানাভারেলে অবতরণের কয়েক মিনিট আগে টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের উপরে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে পড়ে।

১৬ দিনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা মূলক কাজের শেষে ফিরে আসছিল কলম্বিয়া। আজ পর্যন্ত কোন মনুষ্যবাহী নভোযান পৃথিবীতে তার ফিরতি যাত্রায় অথবা অবতরণের সময় দুর্ঘটনা কবলিত হয়নি। ১৯৮৬ সালে শাটল চ্যালেঞ্জার উড্ডীন হবার মাত্র মিনিট খানেক পরে বিস্ফোরিত হয়েছিল।

কলম্বিয়া নভো খেয়াযানটির মূল্য হচ্ছে একশ' কোটি ডলার। বিস্ফোরণের সময় কলম্বিয়ার গতি ছিল শব্দের গতির চেয়েও ১৮ গুণ বেশী। নাসার একজন মুখপাত্র নিহত নভোচারীদের আত্মীয়দের বলেছেন যে, এই দুর্ঘটনার কারণ তারা খুঁজে বে করবেন। দুর্ঘটনায় গোটা আমেরিকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। নাসা কর্তৃপক্ষ বলেছে, সমস্যার প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় নভো খেয়াযানটির বাম ডানায়। উৎক্ষেপণের পর এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নাসা, মার্কিন সরকার ও কংগ্রেস আলাদাভাবে এই দুর্ঘটনার তদন্ত চালাবে। নাসা অনির্দিষ্টকালের জন্য মহাকাশ অভিযান বন্ধ করে দিয়েছে।

টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের পুলিশ বলেছে, তারা কয়েকজন নভোচারীর শরীরের ছিন্নভিন্ন কিছু অংশ উদ্ধার করেছেন। রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের একটি রাস্তায় দেহের টুকরো টুকরো অংশ ও একটি হেলমেট পাওয়া গেছে। স্থানীয় একটি স্কুলকে লাশ রাখার স্থানে পরিণত করা হয়েছে। নভো খেয়াযান কলম্বিয়ার ভাঙ্গা টুকরো টেক্সাস ও পাশের অঙ্গরাজ্য লুজিয়ানায় ছড়িয়ে পড়েছে। এসব খণ্ড কয়েক মাইল জুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং একটি বিরাট অংশ সাগরে পড়েছে।

জাপানে ১০ লাখ ভূমিমাইন ধ্বংস

জাপান সেদেশের ১০ লাখ ভূমিমাইন ধ্বংস করে দিয়েছে বলে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জুনিচিরো কোইজুমি গত ৮ ফেব্রুয়ারী জানিয়েছেন। একনই সাথে তিনি অন্যান্য দেশকেও এই পদক্ষেপটি অনুসরণের আহবান জানান। ভূমিমাইন ধ্বংসের তিন বছরব্যাপী প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে ৮ ফেব্রুয়ারী ২৫টি ভূমিমাইন ধ্বংস করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটিই শেষ নয়, আমরা এই কার্যক্রমকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাই। জাপানের প্রধান সংবাদপত্র ইয়োমিউরি শিমবুন ভূমিমাইন ধ্বংসের ব্যাপারে জাপানকে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন এবং ভারতের প্রতি অনুরোধ জানানোর আহবান জানায়। জাপান এবং আরো ১শ' ৩০টি দেশ ১৯৯৭ সালে ভূমিমাইন বিরোধী এক চুক্তি স্বাক্ষর করে।

স্বামী হত্যার দায়ে ২০ বছর কারাদণ্ড

একটি মার্কিন জুরি ক্লারা হ্যারিস (৪৫) নামে এক মহিলাকে গত ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেছে। তার ১১তম বিয়ে বার্ষিকীতে তাকে এ শাস্তি দেওয়া হয়। ১০ বছর কারাভোগের পর তাকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হ'তে পারে। রায় পড়ে শুনানোর সময় হ্যারিস তার দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখেন এবং জ্ঞান হারিয়ে একজন আইনজীবীর কোলে ঢলে পড়েন। আইনজীবীরা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে। স্বামীকে হত্যার দায়ে গত ১৫ ফেব্রুয়ারী আদালত তাকে এ শাস্তি দেয়। গত বছরের ১ জুলাই হ্যারিস হিউস্টনের উপকণ্ঠে একটি হোটেলে একজন সাবেক রিসেপশনিস্টের সঙ্গে তার স্বামীকে দেখতে পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠে। ১৯৯২ সালে একই হোটেলে বিশ্ব ভালাবাসা দিবসে হ্যারিস দম্পতি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। রিসেপশনিস্টের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পেয়ে হ্যারিস তার মার্সিডিজ বেঞ্চ গাড়ীতে চাপা দিয়ে স্বামীকে হত্যা করে। হ্যারিসের দু'টি পুত্র সন্তান রয়েছে। সন্তানের খাতিরে তার শাস্তি মওকুফের জন্য আইনজীবীগণ আবেদন জানান।

যুক্তরাষ্ট্রের নাইট ক্লাবে অগ্নিকাণ্ডঃ নিহত অর্ধশতাধিক

যুক্তরাষ্ট্রের রোড আইল্যাণ্ডের একটি জনাকীর্ণ নাইট ক্লাবে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী রাতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৫০ জনেরও বেশি লোক নিহত হয়েছে। এ সময় সেখানে রক কনসার্ট চলছিল।

বেঁচে যাওয়া লোকজন জানায়, ওয়েষ্ট ওয়ার উইকের নাইট ক্লাবটিতে আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে, মানুষ বের হওয়ারও সুযোগ পায়নি। অনেকেই মরিয়া হয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করে। পুড়ে ও শ্বাসরোধ হয়ে বেশীরভাগ লোক মারা যায়। অনেকে মারা যায় আতঙ্কিত লোকজনের পদতলে পিষ্ট হয়ে। কনসার্ট চলার পাশাপাশি আতশবাজির মহড়াও চলে। এখান থেকেই আগুনের সূত্রপাত। এর আগে গত ১৬ ফেব্রুয়ারী শিকাগোর একটি নৈশক্লাবে সংঘর্ষে কমপক্ষে ২১ জন নিহত হয়।

বিশ্বকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করার সামর্থ্য আমাদের আছে

-ইসরাঈলী ঐতিহাসিক

জেরুযালেমস্থ হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ইসরাঈলী অধ্যাপক ও সামরিক ঐতিহাসিক সম্প্রতি প্রকাশিত এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, আমরা কয়েক শ' পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকারী এবং আমরা এগুলো যে কোন লক্ষ্যবস্তুতে নিক্ষেপ করতে পারি। এমনকি রোম পর্যন্ত ইউরোপের অধিকাংশ রাজধানী আমাদের বিমান

বাহিনীর টার্গেট। বিশ্বকে ধ্বংস করার সামর্থ্য আমাদের রয়েছে এবং ইসরাঈল ধ্বংস হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছার আগে অবশ্যই তা ঘটবে। ইসরাঈলী অধ্যাপকের এ বিবৃতি এমন এক সময় প্রকাশিত হ'ল যে সময় সারা বিশ্ব ইরাকের উপর মার্কিন হামলার আশংকা করছে। কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে, একজন ব্যক্তির বিবৃতিতে ইসরাঈলী সরকারের নীতিমালার প্রতিফলন ঘটেনি অথবা তা সরকারী নীতির প্রতিনিধিত্ব করছে না।

ইউরোপীয় দেশগুলো কোন না কোন ভাবে এখনো ইসরাঈলের অসংখ্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করছে। তাই ইসরাঈলী নীতি-নির্ধারকগণ এমন একটি উপায়ে তাদের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন যাতে ইউরোপীয় দেশগুলোতে আঘাত হানার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে থাকলে সে খুব সহজেই প্রতিটি আরব দেশের রাজধানী ধ্বংস করে দিতে পারে। ইসরাঈল এমন এক জঙ্গী মনোভাব গ্রহণ করছে যার ফলশ্রুতিতে কখনো একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র কায়েম হবে না। ইসরাঈলের এই কঠোর অবস্থানের বিরুদ্ধে যাতে আরব দেশগুলো উচ্চবাচ্য না করে সেজন্য এ বিবৃতির মাধ্যমে আরব দেশগুলোকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে।

ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা হামলার পাঁয়তারার বিরুদ্ধে ফ্রান্স, জার্মানী ও বেলজিয়ামের মত কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ সোচ্চার। ইসরাঈলী অধ্যাপকের বিবৃতিতে এজন্য ইউরোপীয় দেশগুলোকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। ইতালী, স্পেন ও বৃটেন যুক্তরাষ্ট্রকে ঢালাও সমর্থন দিচ্ছে। এটা খুবই স্পষ্ট যে, যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক-নীতির প্রশ্নে ইউরোপীয় দেশগুলোর অভ্যন্তরে গভীর মতভেদ দেখা দিয়েছে। ইউরোপের ইতিহাসে এ ধরনের মতবিরোধ এটাই প্রথম। ইরাকের বর্তমান ঘটনাবলী জেনারেল দ্য গলের আমলে ফ্রান্সের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে যে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় জেনারেল দ্য গল তা থেকে তার দেশকে বের করে আনতে চেয়েছিলেন।

গুজরাটে দাঙ্গার দায়ে সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমসহ ১৩১ মুসলমানের বিরুদ্ধে চার্জশীট

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিতর্কিত সন্ত্রাসবিরোধী আইনে সে দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন আলেমসহ ১৩১ জন মুসলমানের বিরুদ্ধে মামলার চার্জশীট দাখিল করেছে। তাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় দাঙ্গা সৃষ্টির অভিযোগ আনা হয়েছে। এই দাঙ্গায় কমপক্ষে ২ হাযার লোক নিহত হয়, যাদের অধিকাংশই মুসলিম। দু'জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম বালকের বিরুদ্ধেও ঐ হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে। মানাবাধিকার গ্রুপগুলি এই চার্জশীটের সমালোচনা করেছে। তারা বলেছে, গুজরাটে রাজ্য কর্তৃপক্ষ দাঙ্গায় জড়িত হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন মামলা করেনি। গত বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারী গোধরা শহরে একটি ট্রেনের উপর একদল লোক হামলা চালিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ৫৯ জন হিন্দু করসেবক প্রাণ হারায়। হিন্দুদের পাল্টা হামলায় প্রায় দু'হাযার মুসলমান নিহত হয়।

গুজরাট রাজ্য সরকারের বিশেষ তদন্ত দলের প্রধান ডিআইজি রাকেশ আস্তানা বলেন, পুলিশ ট্রেন হামলার কথিত সংগঠক মাওলানা হোসেন উমরিজকে গ্রেফতার করেছে। গোধরায় তিনি একজন সর্বজনমান্য শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। ১৯ ফেব্রুয়ারী যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তাদের মধ্যে তিনজন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক এবং ৮জন এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ না পাওয়ায় পুলিশ ইতিপূর্বেই তাদের মুক্তি দিয়েছে। ১৩১ জনের মধ্যে ৬৫ জন জেলহাজতে আছে এবং অবশিষ্ট লোকদের এখনো গ্রেফতার করা হয়নি। সন্ত্রাস প্রতিরোধ আইনে দাঙ্গার সাথে জড়িত কোন হিন্দুর বিরুদ্ধে এখনো কোন চার্জ গঠন করা হয়নি।

বুশ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান রাজ্যের ডিয়ারবর্ন ডিষ্ট্রিক্টে একজন স্কুল ছাত্র প্রেসিডেন্ট বুশের প্রতিকৃতি এবং তাঁর পরিচয় 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী' খোদিত একটি টি-শার্ট পরে স্কুলে গিয়েছিল। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে ওই টি-শার্ট খুলে ক্লাস করতে বলে। নতুবা বাড়ী ফিরে যাওয়ার জন্য চাপ দেয়। ছাত্রটি ঐ টি-শার্ট খুলতে রাযী হয়নি। সে ঐ শার্ট পরেই বাড়ী ফিরে যায়। ছাত্রটির নাম ব্রেটন বারবার। সে বলছে, তার ক্লাসে সে বুশ ও সাদ্দাম হোসেনের মধ্যে তুলনামূলক একটি রচনা লেখার দায়িত্ব পায়। সে যুদ্ধ পসন্দ করে না একারণেই ঐ টি-শার্ট পরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

স্কুলের মুখপাত্র ডেভ মাস্টোনেন বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। কিন্তু ইরাক নিয়ে সংঘাতের কারণে সৃষ্ট উত্তেজনা একটি নাজুক বিষয়। এটা নিয়ন্ত্রণ না করলে ক্ষতির কারণ হ'তে পারে।

পাপ্পু ফার্ণিচার মার্ট

আধুনিক ডিজাইনের কাঠ এবং স্টীলের আসবাবপত্র তৈরী ও সরবরাহ করা হয়।

কাদিরগঞ্জ, গ্রেটার রোড, রাজশাহী
ফোনঃ ৭৭৩০৫৩।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

লেবু কর্মক্ষমতা বাড়ায়

লেবু আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় একটি অতি পরিচিত ও সুস্বাদু খাবার। কিন্তু এই লেবু কি শুধু মুখের স্বাদই বাড়ায়, নাকি আপনার দেহের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে। এই খবর কি আপনি কখনও নিয়েছেন? প্রতিদিন খাবারের সাথে এক ফালি লেবু আপনার দেহের অতিরিক্ত কর্মোৎসাহ ও কর্মক্ষমতা বাড়ায়। লেবুর রস দাঁতের মাড়িকে শক্ত করে ও দেহের কোষগুলি সুসংবদ্ধ করে। স্কার্ভি নামক দুঃসাধ্য রোগ প্রতিরোধ করতে এটি একটি বিশেষ খাদ্য উপাদান। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হ'ল লেবুতে থাকে অ্যামাইনো এসিড এবং সাইট্রিক এসিড। এই এসিডদ্বয় বিভিন্ন খাদ্য উপাদান থেকে লৌহ শুষে নিয়ে দেহকে বিশেষভাবে সহায়তা করে। কারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, আমরা প্রতিদিন অনেক লৌহসমৃদ্ধ খাবার খেলেও তা সরাসরি শোষণ করার ক্ষমতা আমাদের দেহের নেই। সুতরাং লেবু খাদ্য হিসাবে আকৃতিতে ছোট হ'লে প্রকৃতিতে বৃহৎ।

গায়ের শার্ট বলে দেবে শরীরের অবস্থা!

যারা ডায়েট নিয়ে নিয়মিত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরী হয়েছে এ পোশাক। এ শার্টে রয়েছে একটি ছোট্ট সেন্সর, যা ব্যক্তির শরীরের তাপমাত্রা, হৃৎপিণ্ডের গতি, শ্বাস-প্রশ্বাস, যারা দিনের ক্যালরি খরচের হিসাব-নিকাশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরবরাহ করবে আপনার কম্পিউটারে। স্মার্ট শার্ট মাইক্রোফোন, অপটিক্যাল ফাইবার, বেসিক গ্রিড, মাল্টিফাংশনাল প্রসেসরসমৃদ্ধ হাইটেক শার্ট ছাড়পত্র পাওয়ার পর অতি শীঘ্রই বাজারে আসবে।

জাপানী বিজ্ঞানীর অভাবনীয় আবিষ্কার 'অদৃশ্য কোট'!

জাপানের এক বিজ্ঞানী এমন একটি কোট আবিষ্কার করেছেন, যা পরলে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সম্ভব। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ঘুঘুমু টাচি গত ১৯ ফেব্রুয়ারী জানান, বিশেষ ধরনের 'রেট্রো-রিফ্লেকটিভ' উপাদানের সাহায্যে এই কোটটি তৈরী করা হয়েছে। যা ফটোগ্রাফিক স্ক্রিনের মতই কাজ করে। তিনি জানান, এর বর্ণ ধূসর। এই নতুন উদ্ভাবনটি সবচেয়ে বেশী কাজে লাগবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। সাধারণ অস্ত্রপচারের সময় ডাক্তাররা তাদের হাতের ঠিক নীচের অংশটি দেখতে পান না। যা তাদের কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। এর সাহায্যে সার্জনের হাত স্বচ্ছ হয়ে যাবে এবং তিনি রোগীর শরীর বাধাহীনভাবে দেখতে সক্ষম হবেন। এছাড়াও এর ব্যবহার করা যায় বাড়ী রং করার ক্ষেত্রে। কারণ এ ক্ষেত্রে জানালা ছাড়াও বাইরের দৃশ্যাবলী দেখা সম্ভব হবে। এছাড়াও বিমান চালকদেরও এই পদ্ধতি সুবিধা দিবে অবতরণের সময়।

ক্যান্সার চিকিৎসায় নতুন পদ্ধতি

ইতালির শল্যচিকিৎসকগণ ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন। এই প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর দেহ থেকে কোন অঙ্গ বের করে এনে তাতে রেডিওথেরাপি প্রয়োগ করে পুনরায় তা শরীরে স্থাপন করা হয়েছে। ইতালির চিকিৎসকগণ এভাবে উচ্চমাত্রার রেডিয়েশন প্রয়োগের মাধ্যমে ৪৮ বছর বয়স্ক যকৃত ক্যান্সারে আক্রান্ত একজন পুরুষের চিকিৎসা করতে সমর্থ হয়েছেন। এক বছর আগে তার যকৃতে দীর্ঘ ২১ ঘন্টা ধরে অস্ত্রোপচারের পর বর্তমানে তিনি সুস্থভাবে জীবন যাপন করছেন। সাম্প্রতিক সময়ে তার যকৃতে যেসব স্ক্যান করা হয়েছে তাতে সেখানে নতুন কোন টিউমারের চিহ্ন দেখা যায়নি। এই কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিয়েছেন ইতালির স্থানীয় পারমাণবিক কেন্দ্রের কয়েকজন পদার্থবিদ এবং সান মান্টিয়ো হাসপাতালের শল্যচিকিৎসকগণ। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে ভবিষ্যতে ফুসফুস এবং অগ্নাশয়ের ক্যান্সারও নিরাময় করা যাবে বলে চিকিৎসকগণ জানান।

হোটেল এশিয়া
(আবাসিক)
✆ (০৭২১) ৭৭৩৭২১
HOTEL ASIA
(RESIDENTIAL)
✆ (0721) 773721

* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা ও
* ডিলাক্স রুম

ইয়াসিন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

দেশকে আল্লাহ প্রেরিত বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করুন

-সরকারের প্রতি আমীরে জামা'আত

শৌলমারি, নীলফামারী ২৪ শে জানুয়ারী শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী যেলা সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বর্তমান জোট সরকারের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনগণের সত্যিকারের কল্যাণ চাইলে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত যেকোন সরকারের জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী সৃষ্টিকে পরিচালনা করাই হবে তার মূল কর্তব্য। আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠায় অপারগ সরকার আল্লাহ্‌র নিকটে অপ্রিয়। তিনি জনগণকে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন গড়ে তোলার উদাত্ত আহবান জানান।

যেলা সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন' -এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, সিরাজগঞ্জ জামতৈল ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন, কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস, এম, আব্দুল লতীফ, 'বালাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ, এস, এম, আযীযুল্লাহ, যেলা 'আন্দোলন' -এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ খায়রুল আযাদ, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন প্রথা চালু করুন

-সরকারের প্রতি আমীরে জামা'আত

শাহারপুকুর, দুঁপচাচিয়া, বগুড়া ৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবারঃ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দুঁপচাচিয়া এলাকা সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত বিরাট ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সরকারের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, **রাষ্ট্র পরিচালনার প্রধান তিনটি স্তম্ভের** মধ্যে প্রশাসন ও বিচারবিভাগের সকল নিয়োগ ও বদলী এককভাবে সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। অথচ তৃতীয় স্তম্ভ আইনসভা তথা জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনের দায়িত্ব সাধারণ জনগণের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করার জন্য শুরু হয়েছে দলাদলি, খুনাখুনি, অর্থের অপচয় ও পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ। ক্রমেই সেখানে অযোগ্য লোকের ভিড় বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বোপরি দলীয় সংকীর্ণতা ও ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিঃস্বার্থ সেবাদান বিষয়টি এখন একেবারেই গৌণ হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থায় জনগণ কেবল দেশের নেতা নির্বাচন করবে। অতঃপর নির্বাচিত নেতা দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পরামর্শ সভা নিয়োগ করবেন। অতঃপর তাঁদের পরামর্শক্রমে প্রশাসন ও বিচার বিভাগের ন্যায় আইনসভার সদস্য নিয়োগ দিবেন। এর ফলে নেতৃত্বের লড়াই শেষ হয়ে যাবে। জনগণ যোগ্য লোক পাবে। সর্বোপরি দলীয় হিংসা-হানাহানি ও বিশাল অংকের জাতীয় অপচয় থেকে সমাজ মুক্তি পাবে।

যেলা সভাপতি মাষ্টার আনছার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন, মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস, এম, আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী' প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

সিলেটে আহলেহাদীছ পাঠাগারে অগ্নিসংযোগ

দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবীতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত

বিয়ানীবাজার উপযেলার চরখাই বাজার জামে মসজিদ সংলগ্ন 'আহলেহাদীছ পাঠাগারে' গত ২০ শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এক অগ্নিকাণ্ডে পাঠাগারে সংরক্ষিত বহু ধর্মীয় গ্রন্থ পুড়ে যায় এবং বেশ কিছু গ্রন্থ খোয়া যায়। এ ব্যাপারে পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম চৌধুরী বিয়ানীবাজার থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। তিনি বাজার কমিটির সভাপতির কাছে লেখা অপর একটি আবেদনপত্রে পাঠাগারে অগ্নিসংযোগের ব্যাপারে বাজার মসজিদের খত্বীবকে দায়ী করে বিচার প্রার্থনা করেন। বাজার কমিটির সভাপতি এ ব্যাপারে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

এদিকে 'আহলেহাদীছ পাঠাগারে' অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদ ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে পরদিন শুক্রবার বাদ মাগরিব চরখাই পশ্চিম বাজারে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাফেয নিযামুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বক্তারা বলেন, ইসলামী পাঠাগারে

অগ্নিসংযোগের ঘটনা ইসলামপ্রিয় জনতা বরদাস্ত করবে না। আবু সুফিয়ানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মীলাদ আহমাদ, তাহসীন আল-জান্নাহ, মহিউল ইসলাম চৌধুরী ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট সাংগঠনিক যেলার সভাপতি জনাব আব্দুছ ছবূর চৌধুরী প্রমুখ।

[আমরা এই মর্মান্তিক ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি এবং দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করছি। -সম্পাদক]

'হেরার জ্যোতি'র প্রকাশনা উৎসব

সিলেট ১৪ ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য গাছবাড়ী 'আহলেহাদীছ পাঠাগারে'র উদ্যোগে স্থানীয় শারমিন কমিউনিটি সেন্টারে 'হেরার জ্যোতি' নামক সাময়িকী প্রকাশনা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় স্থানীয় গাছবাড়ী বাজারে। গোয়ালজুর শাখা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি জনাব মাষ্টার আব্দুল মতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট-৫ আসনের সংসদ সদস্য জনাব ফরীদুদ্দীন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' -এর অন্যতম উপদেষ্টা ডঃ মুযযাম্মিল আলী। প্রধান অতিথি স্বীয় বক্তব্যে আহলেহাদীছ পাঠাগার কর্তৃক এ ধরনের জ্ঞানগর্ভ অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ সহ সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং পাঠাগারের সমৃদ্ধি কামনা করেন ও এলাকাবাসীকে পাঠাগারের কার্যক্রমে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

পরে মাননীয় প্রধান অতিথি পাঠাগার পরিদর্শনে গেলে কর্মীদের দাবীর প্রেক্ষিতে পাঠাগারের নিজস্ব দুই শতক জমিতে ঘর নির্মাণের আশ্বাস দেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ হারূণ হোসাইন, সিলেট যেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি আব্দুছ ছবূর চৌধুরী, মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী, ইবরাহীম আলী প্রমুখ।

আহলেহাদীছ যুবসংঘ

নোয়াখালী যেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন

২৪শে জানুয়ারী ২০০৩ শুক্রবারঃ যেলার তারুণ্যদীপ্ত বেশ কিছু সংখ্যক যুবকের উদ্যোগে চাটখিল-নোয়াখালীর ঐতিহ্যবাহী জীবন নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা যেলার 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসাইন -এর পরিচালনায় ও মুহাম্মাদ শামসুর রহমানের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে মূল্যবান আলোচনা পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার সংগ্রামী সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, ইসলামই মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ। ইসলামের মূল উৎস হ'ল আল-কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ। এই দু'উৎস থেকেই আমাদের আলো নিতে হবে এবং অহি-র আলোকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের কাঠামো ঢেলে সাজাতে হবে। এ ছাড়া মানুষের সামনে মুক্তির কোন বিকল্প পথ নেই। তিনি উপস্থিত যুবকদের পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে স্ব স্ব আমলে যিন্দেগী গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে কোন মাযহাব বা দলের অস্তিত্ব ছিল না। সকলেই আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে জীবন পরিচালনা করত। মাযহাব বা দলের সৃষ্টি হয়েছে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে। অতএব নাজাত পেতে হ'লে আমাদেরকে ইসলামের প্রাথমিক যুগে ফিরে যেতে হবে। তিনি সবাইকে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান। মামূনুর রশীদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুবসমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুহাম্মাদ ফজলুল হক, মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত যুবকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন প্রধান অতিথি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ। অতঃপর আব্দুল কাদিরকে আহ্বায়ক ও মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলামকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট নোয়াখালী যেলা 'যুবসংঘে'র আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেন- মামূনুর রশীদ, শামসুর রহমান, জাহেদুর রহমান, এনামুল হক মিঠন, আব্দুল কাদির, মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন ও আব্দুল কাদির রতন।

উল্লেখ্য, এই প্রথম নোয়াখালী যেলায় সাংগঠনিকভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কার্যক্রম শুরু হ'ল। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত কমিটির সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ সাং নোয়াখলা, পোঃ সোনাচাকা, উপযেলাঃ চাটখিল, যেলাঃ নোয়াখালী।

সোনালী গার্মেন্টস

প্রোঃ আলহাজ্জ মূসা আহমাদ

আধুনিক ডিজাইনের তৈরি পোষাক
বিক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

১২৭ নং আর. ডি. এ. মার্কেট,
সাহেব বাজার, রাজশাহী-৬১০০।
ফোনঃ ৭৭১২৭৯।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

(১/১৮৬)ঃ 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত' হাদীছটি 'যঈফ' বলায় চট্টগ্রাম ঝাউতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জনৈক খত্বীব জুম'আর খুৎবায় 'আত-তাহরীক'কে কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখেন। এতে মুছল্লীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কেননা আমরা প্রিন্টিং মিস্টেক ছাড়া 'আত-তাহরীক'-এর প্রতিটি ফায়ছালা সঠিক বলে বিশ্বাস করি। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানালে বাধিত হব।

-মুহাম্মাদ ছদরুল আনাম
টি,এস,পি সার মহাপ্রকল্প
উত্তর পতেংগা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ 'আত-তাহরীকে' প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর সমূহে এবং 'প্রচলিত জাল ও যঈফ হাদীছ' নামক মে ২০০০ হ'তে ফেব্রুয়ারী ২০০২ পর্যন্ত ১৫ কিস্তিতে প্রকাশিত মোট ৯৮টি হাদীছের কোথাও উক্ত বিষয়টি আলোচিত হয়নি। অন্যত্র কারো প্রবন্ধে এসে থাকলে সংখ্যা উল্লেখ সহ আমাদেরকে জানালে বাধিত হব। তবে মার্চ ২০০১ সংখ্যায় ২৮/২০৩ নং প্রশ্নোত্তরে 'স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশত' কথাটির প্রমাণে কোন 'হাদীছ' পাওয়া যায় না' বলা হয়েছে। খত্বীব ছাহেব জুম'আর খুৎবায় কটাক্ষ না করে সরাসরি **আত-তাহরীক** সম্পাদক বরাবর লিখে পাঠালে আমানতদারীর পরিচয় হ'ত। যাই হোক নিম্নে প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি আলোচনা করা হ'লঃ

(১) اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ 'মায়েদের পদতলে জান্নাত'। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ও সৈয়ূত্বী সংকলিত অত্র হাদীছটি 'যঈফ' ও 'মওযূ' *(দ্রঃ আলবানী-যঈফ জামে' ছাগীর হা/২৬৬৫; ঐ, সিলসিলা যাঈফাহ হা/৫৯৩)*।

(২) فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا 'কেননা জান্নাত তাঁর (মায়ের) দু'পায়ের তলে'। মু'আবিয়া বিন জাহেমাহ সালামী (রাঃ) বর্ণিত অত্র হাদীছটি সম্পর্কে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, 'ইনশাআল্লাহ হাদীছটি হাসান' *(নাসাঈ হা/৩১০৬, ছহীহ নাসাঈ হা/২৯০৮ 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ৬)*।

(৩) فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا 'কেননা জান্নাত তাঁর (মায়ের) দু'পায়ের নিকটে' *(মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/১৫১ পৃঃ 'সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ' অধ্যায়)*। হাকেম এটিকে 'ছহীহ' বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

(৪) وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ 'তোমার ধ্বংস হৌক! মায়ের পা আঁকড়ে ধর। সেখানেই তোমার জান্নাত' *(ইবনু মাজাহ হা/২৭৮১, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২২৪১ 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১২)*।

(৫) فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا 'তাঁকে (মাকে) আঁকড়ে ধর। কেননা জান্নাত তাঁর পায়ের নিকটে' *(আহমাদ, নাসাঈ, বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, সনদ জাইয়িদ বা উত্তম, মিশকাত-আলবানী হা/৪৯৩৯ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় অনুচ্ছেদ-১৪)*।

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, উক্ত হাদীছটি 'ছহীহ' এবং মর্ম একই। কেননা পায়ের তলে ও পায়ের নিকটে একই কথা। যদিও কোন কোন সনদে হাদীছটি যঈফ ও মওযূ। 'বেহেশ্ত' না বলে 'জান্নাত' বলাই উত্তম। কেননা 'জান্নাত' কুরআনী শব্দ।

প্রশ্নঃ (২/১৮৭)ঃ 'অলি' বা অভিভাবক ছাড়া ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের অভিভাবকগণ উক্ত বিবাহ মেনে নিলে শরী'আত সম্মত হবে কি? যদি শরী'আত সম্মত না হয় তাহ'লে করণীয় কি? তাছাড়া উক্ত দম্পতির ঘরে সন্তান জন্ম নিলে সে সন্তান বৈধ হবে কি-না সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মফীযুদ্দীন
আল-জাহরা, কুয়েত।

উত্তরঃ 'অলি' ব্যতীত ছেলে এবং মেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'লে তা শরী'আত সম্মত হবে না। তবে পরবর্তীতে যদি উভয় পক্ষের অভিভাবকগণ রাযী হয়ে যান, তাহ'লে তারা নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'অলি ব্যতীত বিবাহ হয় না' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, তাহক্বীক্বে মিশকাত ২/৯৩৮ পৃঃ; হা/৩১৩০; 'বিবাহে অভিভাবক ও নারীর অনুমতি গ্রহণ' অনুচ্ছেদ)*।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে কোন নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিবাহ করেছে, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল। স্বামী যদি তার সাথে সহবাস করে তাহ'লে সে মোহরানা পাবে.... ' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত ২/৯৩৮ পৃঃ, হা/৩১৩১ অনুচ্ছেদ ঐ)*। সুতরাং অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করলে তাদের ঘরে যে সন্তান জন্ম নিবে সে 'জারজ সন্তান' হিসাবে গণ্য হবে এবং পিতা-মাতার মীরাছ হ'তে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্নঃ (৩/১৮৮)ঃ নিরুপায় হয়ে সূদের টাকা নিয়ে ইসলামিয়া মাদরাসায় লেখাপড়া করা যাবে কি? দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবু সাঈদ

Contents

ফুলকোট, কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ ইসলামিয়া মাদরাসায় পড়ার বিষয়টি নিরুপায় অবস্থার অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব সেজন্য সূদের টাকা নেয়া যাবে না। সূদ সব কাজের জন্যই হারাম। একমাত্র জীবন রক্ষার্থে বাধ্যগত অবস্থায় হারাম ভক্ষণ করা যেতে পারে *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্নঃ (৪/১৮৯)ঃ ইয়ামামার যুদ্ধে কতজন হাফেযে কুরআন শহীদ হয়েছিলেন? তাদের নাম জানতে চাই।

-এস,এম, মুনীরুয্যামান
কৃপারামপুর, ধানদিয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উপরোক্ত বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইবনু কাছীর (রহঃ) স্বীয় 'আল-বিদায়াহ ওয়াননিহায়াহ' গ্রন্থে বলেন, ৫০০ বা ৬০০ জন মুজাহিদ শহীদ হন *(৪/৩৩০ পৃঃ)* তাবেঈ বিদ্বান সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব এর মতে-এ যুদ্ধে ৫০০ জন মুজাহিদ শহীদ হন। তন্মধ্যে কুরআনের হাফেয ছিলেন ৫০ অথবা ৩০ জন *(তারীখু খালীফা ইবনু খাইয়াত্ব ১১১ পৃঃ)* সৈয়ূত্বী বলেন যে, ইমাম কুরতুবী (রহঃ)-এর মতে ৭০ জন কুরআনের হাফেয শহীদ হন *(আল-ইৎক্বান ফী উলূমিল কুরআন,১/১৫৫ পৃঃ)*।

ইয়ামামার যুদ্ধে যে সকল হাফেযে কুরআন শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের নাম পৃথকভাবে পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৫/১৯০)ঃ জনৈক আলেমের মুখে শুনলাম ছালাতের কোন স্থানে নিজের ভাষায় দো'আ করা যায় না। কিন্তু ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মনের মধ্যে বাংলা ভাষাতেও দো'আ এসে যায়, এর সমাধান কি?

-রফীক আহমাদ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাতের কোন স্থানে নিজের ভাষায় দো'আ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই ছালাতের মাঝে মানুষের কোন কথা সঙ্গত নয়। নিশ্চয়ই ছালাত হচ্ছে তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তেলাওয়াতের নাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)*। তবে নিজের ভাষায় প্রার্থনা অন্তরে জাগলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। এমনকি শয়তানের পক্ষ থেকেও অন্তরে কিছু জাগলে ছালাতের কোন ক্ষতি হয় না *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/৭৮)*।

প্রশ্নঃ (৬/১৯১)ঃ মসজিদের মিম্বারে তিন স্তর কেন? কে এটি চালু করেছেন?

-ওবায়দুল্লাহ
সোনারচড়, বাসাইল, টাংগাইল।

উত্তরঃ সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বার তিন স্তর বিশিষ্ট ছিল। *(ছহীহ মুসলিম (দিল্লী ছাপা), ১/২০৬ পৃঃ 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায় অনুচ্ছেদ ৯)*।

প্রশ্নঃ (৭/১৯২)ঃ মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত জায়গার মধ্যে ইমাম ছাহেব স্বীয় স্ত্রী ও সন্তানাদী নিয়ে বসবাস করতে পারেন কি-না? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মতীন
পাঁচদোনা মোড়, নরসিংদী,
ও
মুসাম্মাৎ রহীমা
নরসিংদী।

উত্তরঃ মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গার মধ্যে পৃথকভাবে ঘর তৈরী করে ইমাম, মুওয়ায্যিন ও খাদেম সপরিবারে থাকতে পারেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈকা কৃষ্ণকায় দাসীকে মসজিদের মধ্যে একটা তাঁবু দ্বারা পৃথক কক্ষ করে দেওয়া হয়েছিল। সে সেখানে থেকে মসজিদের খেদমত করতো *(ছহীহ বুখারী (দিল্লী ছাপা) ১/৬২ পৃঃ 'ছালাত' অধ্যায়, 'মেয়েদের মসজিদে ঘুমানো' অনুচ্ছেদ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ৭০ জন ছাহাবী (আহলে ছুফ্ফাহ) মসজিদে নববীর চত্বরে বসবাস করতেন। তাদের কোন বাসস্থান, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ছিল না। তারা ছাহাবায়ে কেরামের দান-ছাদাক্বার উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। অবশ্য উক্ত সংখ্যা কখনো কম আবার কখনো বেশী হ'ত' *(ছহীহ বুখারী ১/৬৩ পৃঃ 'পুরুষদের মসজিদে ঘুমানো' অনুচ্ছেদ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/২৮ পৃঃ, তিরমিযী হা/২৪৭৩-এর ভাষ্য 'যুহ্দ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৮/১৯৩)ঃ নাবালেগা অবস্থায় কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কন্যা বালেগা ও শিক্ষিতা হয়ে স্বামীর সংসার করতে চায় না। এক্ষণে অভিভাবকদের করণীয় কি?

-মুসাম্মাৎ হালীমা বেগম
কাজী ভিলা, কালীগঞ্জ বাজার
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ নাবালেগা কন্যাকে অভিভাবক বিবাহ দিলে বালেগা হওয়ার পর তার এখতিয়ার রয়েছে। সে স্বামীর সংসার করতেও পারে, নাও পারে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনৈকা বালেগা কুমারী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে অবহিত করল যে, তার পিতা তার অমতে তাকে বিবাহ দিয়েছিল। বর্তমানে সে স্বামীর ঘর করতে চায় না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে স্বামীর সাথে থাকা না থাকার এখতিয়ার দিলেন' *(ছহীহ আবূদাউদ হা/১৮৪৫ 'বিনা পরামর্শে পিতার পক্ষ থেকে কুমারী মেয়ের বিবাহ দেওয়া' অনুচ্ছেদ; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৩১৩৬ 'বিবাহে অভিভাবক ও নারীর অনুমতি গ্রহণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৯/১৯৪)ঃ ফেরাউনের সাথে সংঘটিত যুদ্ধে মূসা (আঃ)-এর পরাজয়ের কারণ কি? মূসা (আঃ) তাঁর আলৌকিক লাঠিটি কোথা থেকে এবং কিভাবে

আরেকটি লাশ আনা হ'ল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের এ সাথীর ছালাত তোমরা পড়াও। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তার দেনার যিম্মা আমার উপর রইল। তখন তিনি তার ছালাত পড়ালেন *(বুখারী ফাৎহুল বারী হা/২২৮৯ 'যামিন হওয়া' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন স্বীয় ঋণ অপরের যিম্মায় অর্পন করে, তখন সে যেন উক্ত যিম্মা গ্রহণ করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/৮৬৫; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৭৩৬)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৯৮)ঃ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, ঈদের দিনে মহিলা এমনকি ঋতুবতী মহিলারাও ঈদগাহে গিয়ে দো'আয় শরীক হবে। আমরা জানি ফরয ছালাতের পর হাত তুলে দো'আ করা বিদ'আত। কিন্তু ঈদের ছালাত সুন্নাত। এখানে ঋতুবতী মহিলারা দো'আয় শরীক হবে বলা হয়েছে। তবে কি ফরয ছালাতের মত ঈদের ছালাতেও হাত তুলে দো'আ করা বন্ধ করে দিব?

-অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ হাসান আলী
বসুপাড়া, বাঁশতলা, খুলনা।

উত্তরঃ ঈদায়নের ছালাতে ঋতুবতী মহিলাদের দো'আয় শরীক হওয়ার অর্থ হচ্ছে, ঈদের তাকবীর ও ইমামের খুৎবা শ্রবণে শরীক হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ঋতুবতী মহিলারা পুরুষের সাথে তাকবীর বলবে' *(মুসলিম (দিল্লী ছাপা) ১/২৯০ পৃঃ)*। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, এখানে দো'আয় শরীক হওয়ার অর্থ ইমামের খুৎবা ও উপদেশ শ্রবণে শরীক হওয়া। কারণ দো'আ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক, যা বক্তব্য, যিকর, উপদেশ সবকিছুকেই শামিল করে *(মির'আত ৫/৩১ পৃঃ 'ঈদায়েন' অধ্যায়)*। অতএব ফরয ছালাতের ন্যায় ঈদের ছালাতেও সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করা শরী'আত সম্মত নয়। *-দ্রষ্টব্যঃ এপ্রিল ২০০১ সংখ্যা ১৩/২২৩ নং প্রশ্নোত্তর)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৯৯)ঃ মুহাররমের ছিয়াম কেন পালন করা হয়? মুহাররমের ১টি ছিয়াম, আমরা দু'টি কেন পালন করে থাকি?

-রেখা
গ্রাম ও পোঃ হাট শ্যামগঞ্জ
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মুহাররমের নয়, বরং এটি হ'ল আশূরায়ে মুহাররম বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম। এই ছিয়াম ফেরাউনের কবল থেকে 'নাজাতে মূসা'-র শুকরিয়া স্বরূপ পালন করা হয়ে থাকে। ইহুদীরা যেহেতু কেবলমাত্র আশূরার একদিন ছিয়াম রাখে, সেকারণ তাদের সাথে পার্থক্য করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরের বছর ৯ম দিন যোগ করে দু'দিন ছিয়াম পালনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪১ 'ঐচ্ছিক ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা আশূরার ছিয়াম পালন কর এবং এ ব্যাপারে ইহুদীদের বিপরীত কর। তোমরা আশূরার পূর্বে একদিন অথবা পরে একদিন যোগ করে ছিয়াম পালন কর' *(বায়হাক্বী, ২/২৮৬; মির'আত ৭/৪৬ পৃঃ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২০০)ঃ পিতা-মাতার কসম খাওয়া কি শরী'আতে জায়েয আছে? দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-মশিউর রহমান
তেঘরিয়া শ্রীবর্দী, শেরপুর।

উত্তরঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা জায়েয নয়; বরং শিরকের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করল, সে কুফরী ও শিরক করল' *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২৪১; মিশকাত হা/৩৪১৯ 'শপথ ও মানত' অধ্যায়)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। অতএব যে শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহ্র নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪০৭ 'শপথ ও মানত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২০১)ঃ জিহাদের উদ্দেশ্য কি? দলীল ভিত্তিক জানতে চাই।

-আব্দুল করীম
মোবারকপুর, শিবগঞ্জ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইসলামে 'জিহাদ' স্রেফ আল্লাহ্র জন্য হয়ে থাকে, দুনিয়ার জন্য নয়। যদি নিয়তের মধ্যে খুলূছিয়াত না থাকে এবং ব্যক্তি স্বার্থ বা অন্য কোন দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে আল্লাহ্র দরবারে সেটা 'জিহাদ' হিসাবে কবুল হবে না। যুদ্ধাবস্থায় তার মৃত্যু হ'লেও ত্রুটিপূর্ণ নিয়তের কারণে ঐ ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা হ'তে বঞ্চিত হবে। আবার শহীদ হওয়ার খালেছ নিয়তের কারণে যুদ্ধে শহীদ না হয়েও অনেকে শহীদের মর্যাদা পাবেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ আমল কবুল করেন না, যা স্রেফ তার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে না হয়' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৯৪৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি লড়াই করে এজন্য যে, আল্লাহ্র কালেমা সমুন্নত হৌক, সে ব্যক্তিই কেবল আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮১৪ 'জিহাদ' অধ্যায়)*।

অন্য হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটে খালেছ অন্তরে শাহাদত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌঁছে দেন, যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৮ 'জিহাদ' অধ্যায়; দ্রঃ দরসে কুরআন 'জিহাদ ও ক্বিতাল' ডিসেম্বর ২০০১)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২০২)ঃ রোগ-দুশ্চিন্তার সময় ছবর করলে নাকি গুনাহ সমূহের কাফফারা হয়ে যায়। একথাটি কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ হোসাইন
কামাল নগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উল্লেখিত বক্তব্যটি সঠিক এবং এটি একটি হাদীছের অংশবিশেষ। কোন মুসলমান যখন কোন কষ্ট, রোগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, বেদনা, সংকট, এমনকি পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হয়, (যদি সে এতে ছবর করে ও সন্তুষ্ট হয় তাহ'লে) এগুলিকে আল্লাহ তার গুনাহ সমূহের কাফফারা হিসাবে গ্রহণ করেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩৭ 'জানায়েয' অধ্যায়; ঐ বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৫১)*। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমাদেরকে যে সব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলি তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল। তবে অনেক গুনাহ তো আল্লাহ মাফ করে দেন' *(শূরা ৩০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করা হয় নবীগণকে। অতঃপর নেককার বান্দাগণকে স্তর অনুযায়ী। মানুষ তার দ্বীনদারীর অনুপাতে বিপদগ্রস্ত হয়। যদি সে দ্বীনের ব্যাপারে শক্ত হয়, তার উপরে পরীক্ষাও কঠিন হয়। আর যদি দ্বীনের ব্যাপারে শিথিলতা থাকে, তাহ'লে তার উপরে বিপদও সহজ হয়। মুমিনের উপরে এরূপ পরীক্ষা চলতেই থাকে। অবশেষে সে দুনিয়ার উপরে চলাফেরা করে এমন অবস্থায় যে তার আমলনামায় আর কোন গোনাহ অবশিষ্ট থাকে না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৫৬২; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩২৫০ বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৭৬)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২০৩)ঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফেরেশতাগণ আদম (আঃ)-কে যে সিজদা করেছিল, সে সিজদা এবং ছালাতের সিজদা কি একই রকম ছিল, নাকি ভিন্ন ছিল? যদি সম্মান প্রদর্শনের জন্য হয়ে থাকে, তাহ'লে বর্তমানে সম্মানের জন্য এরূপ করা জায়েয হবে কি?

-আসাদুল্লাহ
শিবদেবচর, পাওটানাহাট
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে যেরূপ সিজদা করা হয়, ঐ সিজদা তদ্রূপ ছিল না। বরং তা ছিল সম্মান প্রদর্শনের জন্য মাথা নত করা মাত্র। জান্নাতী ঐ সিজদার উপরে ক্বিয়াস করে দুনিয়াতে অনুরূপ পদ্ধতিতে কাউকে মাথা নত করে সম্মান প্রদর্শন করা শরী'আতে নিষেধ রয়েছে *(দেখুনঃ তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৬২০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৪৪৭৫, ৯/২৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২০৪)ঃ আমার নিকটাত্মীয় অন্যদের সাথে আপন ভাইয়ের মত চলাফেরা করে, তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে। আমরা আপন চাচাত ভাই কিন্তু আমাদের সাথে সম্পর্ক নেই বললেই চলে। আত্মীয়-স্বজনের হক ও সম্পর্ক ছিন্নকারী সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?

-নযরুল ইসলাম
শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯২২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ' অনুচ্ছেদ)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আমার এমন কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে, আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি, কিন্তু তারা সম্পর্ক ছিন্ন রাখে। আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি, তারা আমার ক্ষতি সাধন করে। আমি তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ও ক্ষমা প্রদর্শন করি, তারা আমার সাথে বর্বরতা প্রদর্শন করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি যেরূপ বলছ যদি তুমি সেরূপ আচরণ করে থাক তবে তুমি যেন তাদের প্রতি গরম ছাই নিক্ষেপ করছ। যতক্ষণ তুমি এই গুণের উপর বহাল থাকবে, আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে সর্বদা তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবেন (যিনি তাদের প্রতিটি ক্ষতিকে প্রতিরোধ করেন)' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯২৪ অধ্যায় ঐ)*।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহের আলোকে বিধান এটাই যে, অন্যদের চাইতে নিজের আত্মীয়দের হক আদায় করতে হবে। নইলে গোনাহগার হবে।

প্রশ্নঃ (২০/২০৫)ঃ মৃত্যুর পরে কোন কাজের ছওয়াব তার নিকটে পৌঁছবে।

-আহমাদুল্লাহ
পুরানো মোগলটুলী, ঢাকা।

উত্তরঃ নিম্নের হাদীছে বর্ণিত মৌলিক কাজগুলি সম্পাদন করলে সেগুলির ছওয়াব মৃত্যুর পর তার নিকট পৌছবে।-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মৃত্যুর পরও মুমিন ব্যক্তির যেসব সৎকর্ম ও অবদান তার আমলনামায় যোগ হ'তে থাকবে, সেগুলি হ'ল-

(১) ইলমঃ যা সে শিক্ষা করেছে এবং মানুষের মাঝে প্রচার-প্রসার ও বিস্তার করে গেছে।

(২) নেক সন্তানঃ যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে।

(৩) কুরআনঃ যা মীরাছ রূপে সে রেখে গেছে।

(৪) মসজিদঃ যা সে নির্মাণ করে গেছে।

(৫) মুসাফির খানাঃ যা সে পথিক-মুসাফিরদের জন্য তৈরী করে গেছে।

(৬) খাল, কুয়া, পুকুর প্রভৃতিঃ যা সে খনন করে গেছে।

(৭) দানঃ যা সে সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় তার মাল হ'তে করে গেছে। (এগুলোর ছওয়াব) মৃত্যুর পরও তার নিকট পৌঁছতে থাকবে' *(ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৯৯ পৃঃ, সনদ হাসান)*।

এছাড়াও আবু হুরায়রা কর্তৃক মুসলিম শরীফে তিনটি আমলের কথা উল্লেখ রয়েছে। 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত সবগুলি আমল বন্ধ হয়ে যায় (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ (২) এমন জ্ঞান, যার দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয় (৩) নেক সন্তান, যে পিতার জন্য দো'আ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২১/২০৬)ঃ বর্তমানে এক ধরনের পাউডার ব্যবহার করে কাঁচা ও কচি টমেটোকে লাল বানিয়ে পাকা টমেটো বলে অহরহ বিক্রি হচ্ছে। এ ধরনের ব্যবসা কি শরী'আতে জায়েয আছে?

-শামীম
সি,এণ্ড,বি, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ এধরনের ব্যবসা ধোঁকার শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম প্রভৃতি ইরওয়া হা/১৩১৯ ৫/১৬০)*। আল্লাহ্র রাসূল ধোঁকা দেওয়া ব্যবসা করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২২/২০৭)ঃ ইমাম বুখারী কত বছরে ছহীহ বুখারী সংকলন করেছেন ও ছহীহ বুখারীর পুরো নাম কি? হাদীছ লিখার সময় নাকি তিনি দু'রাক'আত ইস্তেখারার ছালাত আদায় করতেন? এসব তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে? দয়া করে আমার প্রিয় আত-তাহরীকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

-হাবীবুল বাশার
বামুন্দী, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করে সুদীর্ঘ ১৬ বছরে ছহীহ বুখারী সংকলন সম্পন্ন করেন। ছহীহ বুখারীর পুরো নামঃ

اَلْجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ أُمُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ–

তিনি প্রত্যেক হাদীছ লিখার সময় গোসল করে দু'রাক'আত ইস্তেখারার ছালাত আদায় করে ছহীহ হাদীছ নিশ্চিত হওয়ার পরে লিপিবদ্ধ করতেন *(ছহীহ বুখারীর ভূমিকা বা মুক্বাদ্দামাহ ১ম খণ্ড ৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২০৮)ঃ আমার স্ত্রী অসুস্থতার কারণে রাতে আগুন জ্বালিয়ে শরীর গরম করে। সে কাঠের আগুন হাঁড়ীতে রেখে দেয়। নিভাতে নিষেধ করলে নিভাতে দেয় না। উত্তরে বলে, পুনরায় আগুন জ্বালানো সম্ভব নয়। কিন্তু আমার ভয় হয় যে, খড়ের বাড়ী আগুন লেগে যেতে পারে। আমার প্রশ্নঃ রাতে এভাবে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখা কি ঠিক হবে? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-এনায়েতুল্লাহ
রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ সাধারণভাবে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘরে আগুন জ্বালিয়ে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী ফৎহ সহ ১১/৭১ পৃঃ; মুসলিম হা/২০১৫; মিশকাত হা/৪৩০০ 'খানা-পিনা' অধ্যায়)*। এক রাতে মদীনায় একটি বাড়ী পুড়ে গেলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই এ আগুন তোমাদের শত্রু। সুতরাং যখন তোমরা ঘুমাবে, তখন আগুন নিভিয়ে ঘুমাবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩০১)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'তোমরা বাতি নিভিয়ে ঘুমাবে' *(মুসলিম হা/২০১২; মিশকাত হা/৪২৯৬ 'পাতিল ঢাকা' অনুচ্ছেদ)*। তবে বিশেষ কারণবশতঃ এবং কোনরূপ ক্ষতির আশংকা না থাকলে ঘরে আলো বা আগুন জ্বালিয়ে রাখা যাবে।

প্রশ্নঃ (২৪/২০৯)ঃ 'মানুষের কৃতকর্মের সাক্ষ্য নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদান করবে' এর দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-বকুল
চান্দিনা, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'সেদিন আমরা তাদের মুখে মোহর এঁটে দিব এবং তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে ও তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য প্রদান করবে' *(ইয়াসীন ৬৫)*। আলোচ্য আয়াতে কেবল হাত ও পায়ের কথা উল্লেখিত হ'লেও অন্যত্র চক্ষু, কর্ণ ও চর্মের সাক্ষ্য দানের কথা এসেছে *(ফুছছিলাত ২০)*। এমনকি নিজের জিহ্বা সেদিন বিপরীত সাক্ষ্য দিবে *(নূর ২৪)*। কেউ কোন কথা লুকাতে পারবে না *(নিসা ৪২)*। *দ্রষ্টব্যঃ দরসে কুরআন, অবিচ্ছেদ্য সাক্ষী হ'তে সাবধান, সেপ্টেম্বর ২০০১।*

প্রশ্নঃ (২৫/২১০)ঃ নিম্নের হাদীছের আলোকে হানাফী মসজিদে মাগরিবের আযানের পর দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা হয় না। বুরায়দাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'মাগরিব ব্যতীত প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যে দু'রাক'আত ছালাত রয়েছে'। হাদীছটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হালীম
রঘুনাথপুর
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি 'যঈফ' *(তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৬৬২ -এর ৩নং টীকা দ্রষ্টব্য)*। তবে একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত ছহীহ হাদীছে এসেছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর, তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। তৃতীয় বারে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬৫ 'সুন্নাত সমূহ ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং বুখারী ও মুসলিমের ন্যায় ছহীহ হাদীছের প্রতি আমল না করে যঈফ হাদীছের উপর আমল করা সুন্নাতকে এড়িয়ে যাবার শামিল।

প্রশ্নঃ (২৬/২১১)ঃ মুওয়াযযিন সম্পর্কে তিরমিযী ও আবুদাউদে বর্ণিত হাদীছ 'যে ব্যক্তি নেকীর আশায় ৭ বছর আযান দিবে, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করা হবে'। হাদীছটি কি ছহীহ, না যঈফ?

-সুরুজ মিয়া
মাষ্টারপাড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ তিরমিযী বর্ণিত উল্লেখিত হাদীছটি যঈফ *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৬৬৪ টীকা নং ৩ 'আযানের ফযীলত ও উহার জবাবদান' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৫০)*। তবে ছহীহ হাদীছে মুওয়াযযিনদের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মুওয়াযযিনদের গর্দান অন্য মানুষের চেয়ে উঁচু হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৪ আরো দ্রষ্টব্য; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৩৮-৩৯)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২১২)ঃ সদ্য বিবাহিতা কন্যা স্বীয় স্বামীর গৃহে যেতে নারায। তাদের দাম্পত্য জীবন নাকি সুখের নয়। এমতাবস্থায় মেয়েকে কি জোর করে পাঠাব, না মেয়ের কথানুযায়ী ফায়ছালা করব? শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বোয়ালকান্দী, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ আল্লাহ পাক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় দেখতে চান। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে ভাঙ্গনের আশংকা করা হয়, তাহ'লে উভয়ের পরিবারের পক্ষ হ'তে একজন করে জ্ঞানী ও দূরদর্শী মধ্যস্থতাকারী প্রেরণ করতে হবে *(নিসা ৩৫)*। কিন্তু তাতে কোন ফায়ছালা না হ'লে এবং কোনভাবেই মিলমিশ সম্ভব না হ'লে স্ত্রী তার মোহরানা ফেরৎ দানের মাধ্যমে 'খোলা' তালাক নিতে পারে *(বাক্বারাহ ২২৯; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৭৪ 'খোলা তালাক' অনুচ্ছেদ)*। অতএব জ্ঞানী ও সাবালিকা মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে চাপ দিয়ে ছেলের বাড়ীতে না পাঠানোই শরী'আত সম্মত হবে।

প্রশ্নঃ (২৮/২১৩)ঃ আমার এক হানাফী বন্ধুকে বললাম, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন, 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে জেনো সেটিই আমার মাযহাব'। বন্ধু উত্তর দিলেন, এটি তিনি বলেননি। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আলতাফ হোসাইন
সিংহমারা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উপরোক্ত উক্তিটি সঠিক। নিম্নে প্রমাণ সহ উদ্ধৃত হ'লঃ

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِىْ

'যখন হাদীছ ছহীহ প্রমাণিত হবে তখন সেটিই আমার মাযহাব'। ইবনু আবেদীনের 'রাদ্দুল মুহতার' ওরফে 'শামী' নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৬৭ পৃষ্ঠায় (বৈরুত ছাপা) এ উক্তিটি বর্ণিত হয়েছে। *(দ্রঃ থিসিস পৃঃ ১৭৭)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২১৪)ঃ ঈদায়নের খুৎবা কয়টি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুবকর
অমৃতপাড়া, নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ ঈদায়নের খুৎবা একটি। জাবির (রাঃ) বলেন, আমি ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ঈদের ছালাতে উপস্থিত হ'লাম। তিনি আযান ও এক্বামত বিহীন খুৎবার পূর্বে ছালাত আরম্ভ করলেন। ছালাত শেষ করে তিনি বেলাল (রাঃ)-এর গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং লোকদের উপদেশ দান করলেন, আর তাদেরকে তাঁর অনুসরণ করার আদেশ দান করলেন। তারপর তিনি বেলাল (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মহিলাদের নিকট গেলেন এবং আল্লাহ্কে ভয় করার উপদেশ দিলেন ও অন্যান্য নছীহত করলেন' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৪৬)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে অতঃপর তিনি চলে গেলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৮)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ঈদায়নের প্রচলিত দু'খুৎবা জুম'আর দু'খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করে চালু হয়েছে *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১১১)*। শাওকানী (রহঃ) বলেন, দু'খুৎবার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছ যঈফ *(নায়লুল আওত্বার ৩/২২৪; হাইআতু কেবারিল ওলামা ১/৩৩৬)*।

প্রশ্নঃ (৩০/২১৫)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি ঈদের খুৎবা মিম্বারে দাঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঈদের মাঠে মিম্বারের ব্যবস্থা করা যাবে কি?

-আব্দুল আলীম
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের খুৎবা মিম্বারে দাঁড়িয়ে দেননি এবং তাঁর যুগে ঈদের মাঠে মিম্বার ছিল না। ত্বারিক ইবনে শিহাব (রাঃ) বলেন, একদা মারওয়ান সর্বপ্রথম ঈদের দিন মিম্বারের ব্যবস্থা করলে এবং ছালাতের পূর্বে খুৎবা আরম্ভ করলে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে মারওয়ান তুমি সুন্নাত বিরোধী কাজ করলে। তুমি ঈদের দিন মিম্বার নিয়ে আসলে। তুমি ছালাতের পূর্বে খুৎবার ব্যবস্থা করলে' *(ইবনু মাজাহ, নায়ল ৩/৩২২)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি মারওয়ানের সাথে ঈদের মাঠে আসলাম, এসে দেখি কাছীর ইবনে ছালত মাটি ও ইট দ্বারা মিম্বার তৈরী করেছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫২)*। ইমাম বুখারী 'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ঈদের মাঠে মিম্বার ছিল না' মর্মে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন' *(বুখারী ১/১৩১)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, নিঃসন্দেহ মিম্বার মসজিদ হ'তে বের করে মাঠে নিয়ে যাওয়া হ'ত না, সর্বপ্রথম মারওয়ান ইবনুল হাকাম এটি করেছেন' *(যাদুল মা'আদ ১/৪৩১)*।

প্রশ্নঃ (৩১/২১৬)ঃ রামাযান মাসে যে সাহারীর আযান দেওয়া হয় এটি কি সাহারীর জন্য খাছ না তাহাজ্জুদের জন্য খাছ? বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল বাতেন
সাকনাইরচর, বাসাইল
টাংগাইল।

উত্তরঃ রামাযান মাসে বা অন্য মাসে ফজরের আযানের পূর্বে যে আযান দেওয়া হয়, সেটি সাহারী ও তাহাজ্জুদ উভয়টির জন্য প্রযোজ্য। বিশেষ কোন একটির সাথে খাছ নয়। ইমাম নববী বলেন, ফজরের আযানের পূর্বের আযানটি তাহাজ্জুদের জন্য কিংবা বিতর পড়ার জন্য অথবা সাহারী খাওয়ার জন্য অথবা ফরয গোসলের জন্য অথবা

ওযূ করার জন্য অথবা কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য' *(মুসলিম ১/৩৫০ পৃঃ দিল্লী ছাপা)*। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, যদি কেউ উক্ত আযানকে রামাযানের জন্য খাছ বলেন, তবে তাতে আপত্তি রয়েছে *(ফাৎহুল বারী, নায়লুল আওত্বার (কায়রো ছাপা) ২/১১৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২১৭)ঃ বিদ'আতের পরিচয় কি? বিদ'আতের শ্রেণী বিন্যাস করা যায় কি? বিদ'আতের হুকুম কি?

-মাহবুবুর রহমান
আলীপুর, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ অতীতের কোন নমুনা ছাড়াই নতুন কিছুর আবিষ্কার। আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্ত বিহীনভাবে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করায় তিনি নিজেকে بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ বলেছেন *(বাক্বারাহ ১১৭)*।

শরী'আতের পরিভাষায় বিদ'আত হচ্ছে, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের আশায় দ্বীনের মধ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র প্রমাণ বিহীন নব আবিষ্কৃত পদ্ধতি। বিদ'আতের কোন প্রকারভেদ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১)*।

বিদ'আতের হুকুমঃ দ্বীনের মধ্যে সব ধরনের বিদ'আত নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত হ'তে বেঁচে থাকো। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন কাজ বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা *(আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৬৫)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে দ্বীনের মধ্যে নতুন আমলই প্রত্যাখ্যাত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*।

যুগে যুগে বৈষয়িক প্রয়োজনে সৃষ্ট বিভিন্ন আবিষ্কার সমূহ যেমন সাইকেল, ঘড়ি ইত্যাদি আভিধানিক অর্থে বিদ'আত বা নতুন সৃষ্টি হ'লেও শারঈ পরিভাষায় কখনোই বিদ'আত নয়। কেননা এগুলি ছওয়াবের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না। তাই এগুলিকে অজুহাত করে ধর্মের নামে ও ছওয়াবের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট মীলাদ, ক্বিয়াম, শবেবরাত, কুলখানি, চেহলাম ইত্যাদিকে শরী'আতে বৈধ কিংবা বিদ'আতে হাসানাহ বলাটা নেহায়েতই অন্যায়। অনুরূপভাবে বিদ'আতকে হাসানাহ ও সাইয়েআহ দু'ভাগে ভাগ করাটাও আরেকটি বিদ'আত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বীনের মধ্যেকার সকল প্রকার বিদ'আতকে ভ্রষ্টতা বলেছেন।

প্রশ্নঃ (৩৩/২১৮)ঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে কিভাবে সম্বোধন করবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুল আযীয
বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে নিম্নরূপে সম্বোধন করতে পারে। (১) ছেলে-মেয়ের নামের সাথে যোগ করে ডাকবে। যেমন হে অমুকের আব্বা বা অমুকের আম্মা! *(আবুদাউদ, নাসাঈ, সনদ জাইয়িদ, মিশকাত হা/৪৭৬৬ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'নাম রাখা' অনুচ্ছেদ)*। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের নাম ধরেও ডাকতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে নাম ধরে ডাকতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬১৬৭ 'ছালাত' অধ্যায়, 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ; 'বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৭৮; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৪ 'মর্যাদা' অধ্যায়)*। ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী ইবরাহীম (আঃ)-কে নাম ধরে ডেকেছিলেন *(বুখারী ১/৪৭৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২১৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন সালের কত তারিখে মি'রাজে গমন করেছিলেন? তিনি কি পর্দা ব্যতীত আল্লাহ্র দর্শন লাভ করেছিলেন? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আইয়ুব আলী ও শামীম
আলাদীপুর মাদরাসা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন (১) নবুওয়াত লাভের বছরে (২) নবুওয়াত লাভের ৫ বছর পরে (৩) নবুওয়াতের ১০ম বছরে ২৭শে রজবে (৪) হিজরতের ১৬ মাস পূর্বে (৫) হিজরতের ১৪ মাস পূর্বে (৬) হিজরতের এক বছর পূর্বে রবীউল আউওয়াল মাসে *(দ্রঃ আর-রাহীকুল মাখতূম (আরবী) ১৩৭ পৃঃ; মুখতাছার সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৯৬)*।

মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ তা'আলার নূর দেখেছিলেন। হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি (মি'রাজের রাত্রে) আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, তিনি (আল্লাহ) তো জ্যোতি। আমি তাঁকে কিভাবে দেখতে পারি? *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৯ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'আল্লাহকে দেখা' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ থিসিস পৃঃ ১০৭, ১২৩।* হযরত মূসা (আঃ)ও আল্লাহ্র নূর দেখেছিলেন (আ'রাফ ১৪৩)।

প্রশ্নঃ (৩৫/২২০)ঃ কোন কোন মসজিদে ডান পার্শ্বে অথবা বাম পার্শ্বে অথবা পিছনে মহিলাদের জামা'আতে ছালাত আদায় করতে দেখা যায়। মহিলারা এভাবে মসজিদে ছালাত আদায় করতে পারে কি?

-ফযলুর রহমান
সেতাবগঞ্জ, ষ্টেশনপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ জুম'আ সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত মহিলাগণ মসজিদে গিয়ে আদায় করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নারীগণ তোমাদের নিকট মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তোমরা তাদের বাধা প্রদান কর না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮২)*। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে বাধা প্রদান না করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৯ 'জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশার ঘরের সম্মুখে স্বীয় কক্ষের মধ্যে রাতের ছালাত আদায় কালে কক্ষের বাইরে থেকে মুক্তাদীরা

তাঁর ইক্তেদা করেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১১৪ 'ছালাতে দাঁড়ানোর স্থান' অনুচ্ছেদ)*। এতে বুঝা যায় যে, ইমামের ডাইনে-বামে বা পিছনে থেকে ইক্তেদা করা যায়। পর্দার মধ্যে থেকে মহিলাগণও এভাবে দাঁড়াতে পারেন।

প্রশ্নঃ (৩৬/২২১)ঃ উছূলে তাফসীর ও উছূলে হাদীছ কারা লিখেছেন। আপনারা যদি ছহীহ হাদীছের অনুসারী হন তাহ'লে উছূলে তাফসীর ও উছূলে হাদীছের অনুসরণ করেন কেন?

-বুলবুল, চল্লাকাখী, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ ما لايتم به الواجب الا به فهو واجب অর্থাৎ 'যা না হ'লে ওয়াজিব পূর্ণ করা যায় না, সেটাও ওয়াজিব'। যেমন 'হজ্জ'-এর ফারযিয়াত আদায় করার জন্য বিমান ভ্রমণ ওয়াজিব। একইভাবে কুরআনের তাফসীরে যাতে কেউ মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে না পারে এবং হাদীছ বর্ণনায় যাতে কেউ ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিতে না পারে, সেজন্যই উম্মতের প্রথম যুগের ন্যায়নিষ্ঠ বিদ্বানগণ সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানূন করে গিয়েছেন। যা অনুসরণ করলে কুরআনের তাফসীর সঠিকভাবে করা যায় এবং হাদীছ ছহীহ-শুদ্ধভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। অতএব কুরআন ও হাদীছের সঠিক ব্যাখ্যা ও বর্ণনার বিশুদ্ধতা যচাইয়ের স্বার্থে যে প্রচেষ্টা চালানো হয়, তা অন্যায় তো নয়ই, বরং ওয়াজিব এবং ছওয়াবের বিষয়। দ্বীনের সঠিক বুঝ হাছিলের জন্য এবং সঠিক তাৎপর্য উদ্ধারের অংশ হিসাবে উছূলে তাফসীর ও উছূলে হাদীছ অন্যতম যরূরী বিষয়।

প্রশ্নঃ (৩৭/২২২)ঃ ফরয ছালাতের রাক'আত সংখ্যা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল আহাদ, রাজঃ বিশ্বঃ।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের রাক'আত সংখ্যা কুরআনে উল্লেখ নেই। তবে হাদীছে উল্লেখ রয়েছে। আর আল্লাহর নির্দেশক্রমেই হাদীছের উপরে আমল করা অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের নিকটে রাসূল যা এনেছেন, তা গ্রহণ কর। যা নিষেধ করেছেন, তা বর্জন কর' *(হাশর ৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/২২৩)ঃ 'অহি' দু'প্রকারের প্রমাণ কি? হাদীছ যদি 'অহি' হয়, তাহ'লে তা সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিলেন না কেন?

-আব্দুল আলীম, মজীদপুর, যশোর।

উত্তরঃ হাদীছ হ'ল 'অহিয়ে গায়ের মাতলু'। অর্থাৎ যা তেলাওয়াত করা হয় না এবং যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহর ইচ্ছায় বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'রাসূল 'অহি' ব্যতীত কিছু বলেন না' *(নাজম ৩-৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং তার অনুরূপ আরেকটি বস্তু দেওয়া হয়েছে।... নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হারাম ঘোষণা আল্লাহর হারাম ঘোষণার ন্যায়' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৩ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ স্বীয় 'অহি'কে হেফাযতের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন' *(হিজর ৯)*। শুধু হেফাযত নয়, সেটির সংকলন, ব্যাখ্যা, প্রচার-প্রসারের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছেন' *(ক্বিয়ামাহ ১৭, ১৮, ১৯)*। 'যিকর' এবং 'বায়ান' দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহকে বুঝানো হয়েছে *(আলবানী, আল-হাদীছু হুজ্জাতুন.. পৃঃ ২১-২৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/২২৪)ঃ কোন মাল ক্রয় করে দেড় গুণ দামে বিক্রয় করলে যে লভ্যাংশ পাওয়া যায় তা হালাল হবে, না হারাম হবে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আবুবকর ছিদ্দীক
সহঃ শিক্ষক (অবঃ), রুদ্রেশ্বর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়
কাকিনা, কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ে যদি বিনিময় মূল্যে সন্তুষ্ট থাকে তাহ'লে তা বৈধ হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ তোমরা একে অপরের সম্পদকে অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে ব্যতীত' *(নিসা ২৯)*। উরওয়াতুল বারেক্বী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে একটি দিনার দিলেন একটি কুরবানী বা বকরী কেনার জন্য। সে ঐ এক দিনার দ্বারা দু'টি বকরী ক্রয় করল এবং একটি বকরী এক দিনারে বিক্রয় করে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে একটি বকরী ও একটি দিনার নিয়ে হাযির হ'ল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ক্রয়-বিক্রয়ে বরকতের দো'আ করলেন। তারপর থেকে সে যদি মাটিও খরিদ করত, তাতেও তার লাভ হ'ত' *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/৩৩৮৪ ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়; বুখারী, মিশকাত হা/২৯৩২ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১০)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২২৫)ঃ ভিন পুরুষের বীর্য কোন নারী গ্রহণ করতে পারে কি? অনুরূপভাবে কোন নারীর ডিম্ব কোন নারী গ্রহণ করতে পারে কি?

-আবুবকর, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন নারী অপর কোন পুরুষের বীর্য গর্ভে ধারণ করতে পারে না। কারণ এটা স্পষ্ট যেনা। দ্বিতীয়তঃ এর ফলে সন্তানের কোন বংশ পরিচয় থাকে না। অথচ আল্লাহ বলেন, 'আমি মানব সমাজের মধ্যে বংশ ও গোত্র করে সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা পরস্পরে পরিচয় দিতে পার'। *(হুজুরাত ১৩)*। তৃতীয়তঃ সন্তান বড় কিছু হওয়ার আশায় অন্যের বীর্য গ্রহণ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ নারী-পুরুষ ও ভাল-মন্দ সৃষ্টি করা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর এখতিয়ারে। 'তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদের পুত্র ও কন্যা উভয় দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে রাখেন' *(শূরা ৪৯-৫০; হাইয়াতু কেরাবিল ওলামা ২/৯৫৭ পৃঃ)*।

মৃত্যু সংবাদ

'উনাইযাহ ইসলামিক সেন্টার' সঊদী আরব -এর নিয়মিত ছাত্র, স্থানীয় 'মাকতাবাতুল আশরাফিইয়া'তে কর্মরত, নতুন আহলেহাদীছ, 'আত-তাহরীক' এর অন্যতম গ্রাহক রেযাউল হক বিন আব্দুল আযীয (২৬) গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রোজ মঙ্গলবার ভোর পৌনে চারটায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তিকাল করেন। *ইন্নালিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন।* মাদারীপুর যেলার শিবপুর থানাধীন নলগোড়া গ্রামের অধিবাসী রেযাউল হক দীর্ঘ ৬ বৎসর যাবৎ সঊদী আরবে প্রবাসী জীবন যাপন করছিলেন। তার এ অকাল মৃত্যুতে উনাইযাহ ইসলামিক সেন্টারের সকল ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। পরিবারের অনুমতিক্রমে তাকে উনাইযাতেই দাফন করা হয়।

[আমরা তার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক।]